দীপ ও ধূপ

'আলো ও ছায়া'- প্রণেত্রী প্রণীত

১৯২৯

মূল্য ২৲ দুই টাকা

প্রকাশক
শ্রীনির্ম্মলেন্দু রায় বি, এ,
৫২।এ, হাজরা রোড, কলিকাতা

একমী প্রেস,
১১৫/সি, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে
শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ বসু দ্বারা মুদ্রিত।

সূচিপত্র

নিবেদন

নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত, অযত্নে নষ্টপ্রায় আলো ও ছায়া রচয়িত্রীর বিভিন্ন সময়ের লিখিত, বিভিন্ন ভাবের কতকগুলি কবিতা দীপ ও ধূপ নামে প্রকাশিত হইল। নানা কারণে সঙ্কলন কার্য্যে অনেক ক্রটী রহিয়া গিয়াছে। রচনা কালের ক্রমানুসারে অথবা বিষয় অনুসারে কবিতা গুলির স্থান নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, তারিখ থাকা সত্ত্বেও অনেক স্থানে অনবধানতা বশতঃ তাহা মুদ্রিত হয় নাই, মুদ্রনের পূর্ব্বে সংগৃহীত কবিতা হইতে নির্ব্বাচনের ও কোন চেষ্টা হয় নাই। শেষোক্ত বিষয়ে কবি স্বয়ং নিরুৎসুক ছিলেন। তিনি এ প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন— যে যাত্রার পর প্রত্যাবর্ত্তন নাই, তাহার জন্য উন্মুখ হইয়া আছি; বাছাবাছির দিকে এখন মন দিতে পারিতেছিনা। দেশান্তরে যাইবার সময় কেহ যেমন বহুদিনের সঞ্চিত অনেক কাজের এবং অকাজের সখের জিনিষ প্রতিবাসীদের মধ্যে বিলাইয়া যায়, তাহাদের দামের কথা ভাবেনা, অন্ততঃ কিছুদিন কাজে আসিবে বা ভাল লাগিবে এই মনে করিয়াই খুসী হয়, আমার এই কবিতা গুলি ও সেই ভাবেই দিয়া আমি খুসী।”

বর্ত্তমান প্রকাশকের প্রধান উদ্দেশ্য জীর্ণ খাতা ও ছিন্ন পত্রাদি হইতে কবির বিচ্ছিন্ন চিন্তাগুলি গ্রন্থবদ্ধভাবে সংরক্ষণ। সেইজন্যই ঠাকুরমার চিঠি ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইলেও দীপ ও ধূপ মধ্যে পুনরায় নিবদ্ধ হইল।

এই পুস্তকে কবির কতকগুলি অপ্রকাশিত 'সনেট' ব্যতীত, ইংরাজী ১৮৯৩ সন হইতে বর্ত্তমান ১৯২৯ সন পর্য্যন্ত লিখিত তাঁহার অধিকাংশ খণ্ড কবিতা পাওয়া যাইবে। সকল গুলির মধ্যেই তাঁহার অনুরাগী পাঠক তেল-সলিতার 'সেকেলে' প্রদীপের স্নিগ্ধ আলো ও ধূপ ধুনার মৃদুগন্ধ পাইবেন আশা করা যায়। যেখানে ধূপের গন্ধ উবিয়া গিয়াছে, সেখানেও বোধহয় কিঞ্চিৎ আলোকের অভাব ঘটিবে না। ইতি।

প্রকাশক

কলিকাতা
১৫ই আগষ্ট, ১৯২৯

দীপ ও ধূপ



সন্ধ্যা নামে, ওগো কুটীরবাসিনি,
　　ত্বরায় তোমার প্রদীপ জ্বালো,
তব সদনের সম্মুখের পথে
　　পড়ুক তা' হতে একটু আলো।

ধুনাচি তোমার আগুনে ভরিয়া
　　খোলা দরজার আড়ালে রেখে
ঢালো তাহে ধূপ, দিক তার ধূঁয়া
　　বাহিরে বায়ুরে সুবাস মেখে।

কখনো পথিক আঁধার নিশায়
　　সোজা পথ ছাড়ি বেড়ায় ঘুরে,
লোকালয় খুঁজি না পেয়ে নিশানা
　　কাছ হতে যায় ক্রমশঃ দূরে।

ক্ষীণ প্রদীপের এ আলো তোমার
যদি দৈবগুণে নিশানা হয়,
তোমার ধূপের সুবাসে চমকি
যদি ক্ষণতরে দাঁড়ায়ে রয়,

যদি ধীরে ধীরে তোমার দুয়ারে
পথের ঠিকানা সুধাতে আসে—
ঈষৎ আড়ালে রাখ ধূপ-দান,
খোলা কপাটের ডাহিন পাশে।

হোক ক্ষীণ আলো, তেলে সলিতায়
ভরে রাখ তবু প্রদীপ খানি,
অন্ধকার রাতে কে যে পথ চলে,
কোথা গিয়ে পড়ে কেমনে জানি

৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৫

আশ্বস্ত

আমি যবে আরাধনা করি ভক্তিভরে,
কিম্বা ভীত, বার বার ডাকি আর্ত্তস্বরে,
দেখি কোথা কেহ নাই, কাণে না শুনিতে পাই
কাহারো চরণ ধ্বনি, খেদে অশ্রু ঝরে।

আজিগো অবশমনে মুদিয়া নয়ান,
শূন্য আকাশের তলে রয়েছি শয়ান

তৃণদলে চাপি বুক—সহসা তুলিয়া মুখ
চকিতে শিয়রে হেরি এ কার বয়ান ?
স্নেহময়ী মার বেশে কে আমার শিরোদেশে
আশীর্ব্বাদ স্পর্শ রাখি করিছে প্রয়াণ।

কাণে প্রাণে গুঞ্জরিয়া উঠে কার বাণী,
আধেক তুকর বোঝা, সোজা আধখানি,
সেই টুকু মনে রেখে, গেয়ে উঠি থেকে থেকে,
মেলে কি না মেলে ছন্দ কিছুই না জানি।

এ বাণী তোমারি বাণী, আর কারো নয়,
তুমি ভয়াতুর প্রাণে দিয়াছ অভয়।
মুক্ত আকাশের তলে শয্যা পাতি দূর্ব্বাদলে
ভেবেছিনু মাতৃহীন আমি নিরাশ্রয়;
ভেবেছিনু জীবনের নাহি কোন কাজ,
কেন মিছা গান গেয়ে পথে পাই লাজ ?
স্নেহ দিতে কেহ নাই, কার কাছে গান গাই ?-
তুমি চাহ মোর গান শুনায়েছ আজ।

হে দেবি, তোমারে আমি শুনাইব গান ?
তবে পদতলে তব দাও দীনে স্থান,
তোমার বীণার মাঝে যে সুধা সঙ্গীত বাজে
তাহে মিলাইয়া কণ্ঠ হই ভাগ্যবান।

অলজ্জিত

কণ্ঠে মোর নাহি ফোটে স্বর,
বীণা হাতে বাজেনা মধুর,
কি দিয়া তুষিব সবে,
কি কাজে লাগিব ভবে,
এ শোচনা কর প্রভু দূর।

আমারে গড়েছ নিজ হাতে,
আশীষ বরষি মোর মাথে।
যত কিছু তুমি গড়
ভিন্ন মাপে, ছোট বড়,
বিচিত্র হয়েছে বিশ্ব তা'তে।

এ বিপুল বিচিত্র সংসারে
সার্থক করিব আপনারে।
আসি নাই এ জগতে
আর কারো মত হতে
এ কথা স্মরিব বারে বারে।

ক্ষুদ্র হই লজ্জা কি তাহাতে?
নদী, সিন্ধু, হ্রদে ও প্রপাতে
যে পার্থক্য, তার মাঝে
যে মঙ্গল বিধি রাজে,

নিশা, সন্ধ্যা, দিবা ও প্রভাতে,
সে শুভ বিধানে তব
আমি ক্ষুদ্ররূপে রব
অগণ্য নগণ্য জন সাথে।

ব্যক্ত আমি রব আপনাতে,
অলজ্জিত, তব দৃষ্টি পাতে।
যারা দীন, মৌন মুখে
খাটে নিত্য দুঃখে সুখে,
হাত দিয়া তাহাদের হাতে,
কথা কব সহজ ভাষাতে।

সাফল্য

আমার শত কথার মাঝে একটা যদি বাজে
অন্তর কানে, হঠাৎ কারো—তা যদি আসে কাজে
আমার এই ভাঙ্গা গলার সহজ সুরে গান
দিনের শেষে শীতল করে কারো তাপিত প্রাণ ;
আমার গুপ্ত দুঃখের অশ্রু দেয়গো ভিজাইয়া
অলক্ষিতেই কোমল করি কোন কঠিন হিয়া ;
আমার ব্যর্থ চেষ্টাও যদি কারো নৈরাশ ভার
সরায়ে ফেলে কৌতূহলের দেয় করে' সঞ্চার,
ক্ষণেক তরে একটু তারে ভাবের ভাবী করে,
বড় আঘাত ভুলিয়ে দিয়ে ছোট ব্যথায় ভরে ;
কাঙ্গাল মোর দানের সাধ দেখে, যদি ধীরে
দুঃখীর ফোটে স্নেহের হাসি শুষ্ক অধর তীরে ;
আমার মত অকিঞ্চনের সেইতো ভাগ্যবল,
সকল চিন্তা, সকল চেষ্টা, দুঃখে চোখের জল,
আশার স্বপ্ন, হর্ষের ঢেউ, ভাঙ্গা গলার গান
সফল হবে—ধন্য ক'রবে আমায় ভগবান্‌।

১৯২৫।

স্বজন-সঙ্গে

সবাই হেথা চেনা জানা, সবাই আপন জন,
তাইতো গাহে কণ্ঠ মোর, হর্ষে নাচে মন,
আমার হর্ষে নাচে মন।

হৃদয়ের দুই কূল ছাপিয়ে, ছুট্‌ছে ভালবাসা,
উঠ্‌ছে প্রাণে হাজার খেয়াল, হাজার নব আশা,
হাজার হাজার নব আশা।

সবাই হেথা আমার স্বজন, কেহ নাইকো পর
প্রাণের ভাষা ফুটছে মুখে সত্য হিতকর—
সত্যই নিত্য হিতকর।

সত্য যাহা, শ্রেয়ঃ যাহা, প্রিয় হবে তাই,
ভদ্র হতে মিথ্যা কথা বল্‌বে কেন ভাই—
মিথ্যা বল্‌বে কেন ভাই?

সবাই হেথা আপন জন, নাইকো কেহ পর
একের সুখে উঠ্‌ছে ভরে' সকলের অন্তর,
সুখী সকলের অন্তর।

একের দুঃখে সবাই দুঃখী, একের মানে মান,
তাইতো হেথা অশ্রুসাথে নিত্য জয়-গান,
ওঠে নিত্য জয়-গান।

মার্চ্চ, ১৯২৩

ভাইরে, আমার ভাই

ভাইরে, আমার ভাই,
পাহাড় পথে যেতে যেতে
আপন সুখে দুঃখে মেতে,
যখন যে গান গাই,
আমার শুধু আধেকখানি,
বাকী আধেক তোমার জানি,
গাইনা সে যাহা-ই,
ভাইরে, আমার ভাই।

ভাইরে, আমার ভাই,
দেখি যখন একলা আছি,
চলি, কি পড়ি, মরি, কি বাঁচি,
খুঁজিতে কেহ নাই—
তখনো জানি, আগে কি পাছে,
দরদী কেহ আছেই আছে,
ডাকিলে কাছে পাই,
ভাইরে, আমার ভাই।

ভাইরে, আমার ভাই,
কেহবা কিছু এগিয়ে থাকে,
আড়াল পড়ে পথের বাঁকে,
পিছেও সাড়া পাই ;

পথের ভীতি ভাবনা ভুলে
কণ্ঠ আমার দিইগো খুলে
তূর্য্যেরি পানে তাই,
ভাইরে, আমার ভাই।

ভাইরে, আমার ভাই,
আগে যে জন, থাক সে আগে,
চোখে না হোক চিত্তে জাগে
উচ্চে তোমার ঠাঁই;
চরণ চিহ্ন দেখ্‌ব খুঁজে
পিছল্ কোথা ফেল্‌ব বুঝে—
ছুট্‌তে কোথায় নাই,
ভাইরে, আমার ভাই।

ভাইরে, আমার ভাই।
এই যে দাগ—গড়িয়ে ছিলে!
তাই তো মোরে দৃষ্টি দিলে,
সাবধানেতে যাই।
বেদনা পেয়ে বাড়ালে জ্ঞান,
উঠে আশায় ভরালে প্রাণ,
আমার কণ্ঠের সকল গান
তোমারেই পাঠাই,
ভাইরে, আমার ভাই।

জুলাই, ১৯২৩

অমৃতের পথে

দেখি কর্ম্মজগতের দীর্ঘ পথ দিয়া
নানা জন নানা দিকে যাইছে চলিয়া,
চাহি দূর লক্ষ্য—দূর ? সকলেরি নয় ;
চলিছে সবাই ; পথ চলিতেই হয়।
স্রোতোমুখে শূন্য তরী সে তো নাহি ভাবে
কোথা গিয়া পাবে তীর, কত দূরে যাবে।

ধনী অই চলে দৃপ্ত, মত্ত ধন-মদে,
ভাবিতেছে চির স্থির ক্ষণিক সম্পদে,
পিতার অর্জ্জিত ধন উড়ায় খেলায়,
দেয় যদি মুষ্টিভিক্ষা, দেয় সে হেলায় ;
দয়া নাহি, দায়িত্ব সে করেনা স্বীকার,
সে জানে সংসারে তার নাহি কোন ধার ;
চাহে আপনার সুখ, পায় কি না পায়,
সন্ধানে ঘুরিছে তার ;—জীবন ফুরায়।

শান্ত দৃষ্টি চলে জ্ঞানী, অচঞ্চল চিতে,
খুলি গুপ্ত জ্ঞান-খনি, দিতে আর নিতে।
কেহ লয়, কেহ যায় অবজ্ঞার ভরে,—
"নাইবা চিনিল আজ, চিনিবেক পরে,"
এই বলি প্রবোধিয়া মন আপনার
চলে বিজ্ঞ, নবতত্ত্ব করিতে উদ্ধার।

কর্ম্মী চলে কর্ম্মভার আনন্দে বহিয়া ;
সাধু চলে অবিচার নীরবে সহিয়া,
অপরের দুঃখতাপ করিবারে শেষ
নিজ বক্ষঃ পাতি লয় অপমান ক্লেশ ;
জ্ঞান দিয়া, প্রেম দিয়া, দিয়া সেবা আর
শোধি চলে জনমের এরা ঋণ ভার।
ভিক্ষুক কেবলি লয় পাতি রিক্ত হাত,
পাওয়া তার অপমান, বাঁচা আত্মঘাত।

কবি সে বিশ্বের প্রাণে মিলাইয়া প্রাণ
সুখে দুঃখে সকলেরে শুনাইছে গান ;
তার বুকে বাজে যাহা শুধু নহে তার,
শুনি তাহে শত প্রাণে উঠিছে ঝঙ্কার।
রুদ্রেরে সুন্দর করে, তিক্তে সুমধুর,
ব্যথারে আনন্দ, তার অন্তরের সুর ;
তার অন্তরের আলো মৃত্যুমুখে পড়ি
অমৃতের জ্যোতির্ম্মূর্ত্তি দেখাইছে গড়ি।
চলে যেন স্বপ্নাবেশে, সুপ্ত কিন্তু নহে,
অপরে যা শোনে নাই তাই শোনে, কহে—
অজানার, অনন্তের অফুরন্ত বাণী ;
ধরারে সে ত্রিদিবের কাছে দেয় আনি।

সঙ্গীতে বাদনে যারা মানব অন্তরে
স্নেহে করুণায় বীর্য্যে বৈরাগ্যেতে ভরে,

যে বৈরাগ্য ক্ষুদ্র স্বার্থ আসক্তি তেয়াগি,
অল্পে তুচ্ছি, ফিরে নিত্য ভূমানন্দ লাগি,
যে করুণা, বীর্য্যময়ী, জগতের হিতে
হেলায় আপন প্রাণ পারে বলি দিতে,
সে বৈরাগ্য, সে করুণা ক্ষুদ্রেরো তরে
মানব হৃদয়ে যারা সঞ্চারিত করে,
ধন্য তারা, ধন্য কণ্ঠ, যন্ত্র ধন্য হয় ;
জানে কি না জানে তারা, দীন তারা নয়।

অলস কি চিত্র শিল্পী ? আনি দেয় কাছে
অলক্ষিত যে মাধুরী বিশ্ব ভরি আছে ;
বাহিরে যা, সুদূরে যা, পৌঁছায় সে ঘরে ;
বিস্মৃতেরে অতীতেরে সঞ্জীবিত করে
তুলিকায়, অস্ফুটেরে করে স্ফুটতর,
দেহে ফুটাইয়া তোলে নিভৃত অন্তর ;
ক্ষণিক সৌন্দর্য্যে করে চির আয়ুঃ দান,
তার চক্ষু অচক্ষুরে করে চক্ষুষ্মান।
কপর্দ্দকহীন, তবু দরিদ্র সে নয়,
অন্তরে শোভার খনি যদি তার রয় ;
সেও দাতা, মানবেরে সেও দিয়া যায়,
পায় যাহা ভিক্ষা নহে, যদি কিছু পায়।

কৃষক অজ্ঞাত গ্রামে কর্ষে ভূমি তার
দেহে সহি খর রৌদ্র ধারা বরষার ;

সে যে খাটে, শস্য কাটে, তার মাঝ খানে
কি গৌরব, জানিনা সে জানে কি না জানে।
মূর্খ হোক, দুঃখী হোক, নহে সে ভিখারী,
সে আমার অন্নদাতা, নিত্য উপকারী।

কেহ লেখে, কেহ খোদে, প্রাসাদ নির্ম্মায়,
খাটে কেহ ঘাটে বাটে, মোট বহি খায়,
কুম্ভকার, সূত্রধর, কামার, চামার
মাঝি মাল্লা, তাঁতি জোলা, সবাই আমার
নমস্য—সবাই মোরে কিছু করে দান,
সুখ দেয়, দুঃখ হতে করে পরিত্রাণ।
সবারে চিনিনা, তবু দানের বন্ধনে
বাঁধা আছি নানা দিকে সকলের সনে। ✓

আমি এই ধনধান্যময়ী পৃথিবীতে
আজন্ম ভিখারী রব ভিক্ষা কুড়াইতে?
এ বিশ্বের ঐশ্বর্য্যের সৌন্দর্য্যের মাঝে
বেড়াব আলস্য সুখে, লাগিব না কাজে?
অতি দূর অতীতের চিন্তা চেষ্টা শ্রম,
জ্ঞানালোক, মানবের সভ্যতা সম্ভ্রম
সকলের ভাগ লব, দিব না কো কিছু,
ছুটিব কি চিরদিন আপনার পিছু?
অবিচার, অত্যাচার, দারিদ্র যথায়
অজ্ঞান, অধর্ম্ম করে দাসত্ব প্রথায়

কঠিন শৃঙ্খলে দৃঢ়, মনুষ্যত্ব মোর
জাগিবেনা ভাঙ্গিতে সে দাসত্ব কঠোর
বজ্র হস্তে ? দেহে রক্ত ছুটিবেনা বেগে—
মেলি আঁখি চিত্রমূর্ত্তি শুধু রব চেয়ে ?
কিম্বা স্বপ্নাবিষ্ট সম কহিব প্রলাপ,
অদৃষ্টেরে, বিধাতারে বরষিব শাপ,
তারপর ধীরে ধীরে করিব শয়ন
কোমল শয্যায় সুখে ? মুদ্রিত-নয়ন
দেখিবনা চারিদিকে দৃশ্য দুঃখময়—
কে যে ব্যথা সহি দেয়, কে যে সুখে লয়
অন্ন বস্ত্র, জ্ঞানালোক, দেহের আরাম,
চলে মনুষ্যত্ব গর্ব্বে পূর্ণ সর্ব্বকাম ?

যুগে যুগে দুঃখ সহি এ নর সমাজ
লভিয়াছে যে সৌভাগ্য, যেই শক্তি, আজ
আমি বাড়াইব তারে। এই বর্ত্তমানে
আছে প্রেমী, সাধু, কর্ম্মী, শিল্পী যে যেখানে,
আছে শ্রমী, ঋজু শির নহে ভিক্ষানত,
তাহাদের সহকর্ম্মী, বিশ্বসেবা ব্রত,
আমি দাঁড়াইব গিয়া তাহাদের পাশে।
আসুক না অপমান, তাই যদি আসে
প্রেমের, সেবার দণ্ড।
হে আমার প্রভু,
হে আমার প্রেরয়িতা, আসি নাই কভু

শুধু বহিবারে ঋণ। ওহে বিশ্বরাজ,
তব কর্ম্মচারী আমি, আছে মোর কাজ
তোমার বিপুল রাজ্যে। সুখ দুঃখ দিয়া
দিয়া জরা মৃত্যু শোক, পাঠালে বরিয়া
সেনাপতি, দুঃখ ভয় করিবারে জয় ;
পলায়নে লজ্জা, দুঃখে মরণেতে নয়।
দুঃখ দেছ, মৃত্যু দেছ, দোঁহে করি রথ
চলিব আলোকে নিত্য অমৃতের পথ।

সেপ্টেম্বর ১৯২৩

তিন অক্ষরের নাম

নামটা আমার থাকে কি না থাকে
ভেবে আমার হয়না হর্ষ ভয়।
তিন অক্ষরে ডাক্‌তো সে যে কা'কে-
তিনশো বছর হ'লে পরে ক্ষয়,
চেষ্টা ক'রে হয়তো ভাব্‌তে হবে
আমারেই তা—অপরের কা কথা ?-

আমার প্রাণে কোনো কণ্ঠরবে
জাগাবেনা যখন হর্ষ ব্যথা ;—
আমার জন্ম থাক্‌বে না কো চেয়ে
আস্‌ছে বলে পথের দিকে কেউ,
প্রাণের কূলে আসবেনাকো ধেয়ে
অপর একটী ব্যাকুল প্রাণের ঢেউ।
যাদের কণ্ঠে আমার নামটা বাজে,
তারা যদি দেশান্তরী হয়,
আমার নামটা আমার কোন কাজে
লাগবে কিনা জানিনা নিশ্চয়।
একেবারে যেতে চাইনে তবু,
রাখ্‌ব কিছু আশা রাখ্‌ছি প্রাণে,
একেবারে যায়না কিছু কভু,
ছড়িয়ে যেতে পারে নানা খানে।

প্রীতির পবন যায় যদি মোর থেকে,
বহে জগৎ-প্রাণের উপর দিয়া,
ফুলটি যেমন ফলটিরে যায় রেখে,
বীজ হ'তে ফের আসে বাহিরিয়া,
নব জীবন, শোভা, সৌরভ লয়ে—
তেমনি আমার চিন্তা সে অমর,
নব রসে নিত্য সিক্ত হয়ে,
করবে লাভ নব জন্মান্তর।

নূতন রূপে থাক্‌ব আমি জেগে,
ফুটব নিত্য, ফোটে যেমন ফুল,
চ'ল্‌ব আমি নদীর মত বেগে,
থাক্‌ব নাকো তিন অক্ষরের ভুল।
না হয় আমার হ'লই নামান্তর
তাতে আমার কোনই ক্ষতি নাই,
গন্ধরাজে ডাকিলে টগর
ক্ষতি কিসের, সৌরভ যদি পাই ?
পদ্মার যদি ফল্গু নামই হয়,
বালুর নীচে প্রবল জলের ভার
লুকাবেনা জেনো তা নিশ্চয় ;
জিনিষটা যা তাইতো স্বরূপ তার।
তিন অক্ষরের নামটা খোয়াইয়া
থাকুক যাহা থাকে গেলেও দেহ,
আশা থাক্ সে সঙ্গীতে বাঁচিয়া,
থাকুক বিশ্বে বিশ্বব্যাপী স্নেহ।

সেপ্টেম্বর, ১৯১৩



তীর্থ পরিক্রম

অনন্ত জ্ঞানের সিন্ধু, নাহি, নাহি তীর,
গভীর রহস্য হ'তে আরো সুগভীর
অতল রহস্য আছে। অন্ধকারে নয়,
আলোকে খুঁজিতে হবে আত্ম পরিচয়।
খুঁজিয়া চলিবে নিত্য মহাসিন্ধু বুকে।
হেথা হোথা দ্বীপ লভি, আরামের সুখে,
পদ্মভোজীদের মত এলাইয়া দেহ,
স্বপনে কাটাতে বেলা আসে নাই কেহ;
শিথিল মনের মায়া, চির নিরুদ্যম,
জড়তারে মোক্ষ বলি করিও না ভ্রম।
জন্মিয়াছ জীব মর্ত্ত্যে, মৃত্যু কবে আসে
তাই ভেবে আজীবন কে মরিছে ত্রাসে,
জন্ম এনেছিল তোমা চিনাতে ধরায়,
শেষ হলে পরিচয় যাবে পুনরায়
নবতীর্থে, এ তীর্থের লহ পুণ্যফল;
জ্ঞান, প্রেম, কর্ম্ম, কিছু হবেনা বিফল।

গীতস্পর্শ

যশঃ আমি চাহি নাই, চেয়েছিনু স্নেহ,
চেয়ে ছিনু একখানি শান্তি ভরা গেহ,
নহে কলরব পূর্ণ সভা সম্মিলনে
সহস্র চক্ষের দৃষ্টি। নীরবে, বিজনে
রচি যদি কোন চিত্র, গাহি যদি গান,
সে কেবল জীবনের দান-প্রতিদান।
পাখী যথা বনফলে পুষ্ট, মুক্তাকাশে
হরষে বিহরে, গাহে সহজ উল্লাসে,
পূর্ণ করি বনভূমি; লতিকা ফুটায়
পুষ্পরাশি প্রাণদাত্রী ধরণীর গায়,
সমীরে ঢালিয়া দেয় সৌরভ আপন,
আলোকে দেখায় বর্ণ, তারি দত্ত ধন;—
মোর গান মোর চিত্র সেইরূপ জানি:
যদি ভাল লাগে কারো, ভাগ্য বলে মানি,
দুঃখ নাহি মোর, যদি কেহ তুচ্ছ করে;
যার যাহা ভাল লাগে তাহা তারি তরে,
তার যোগ্য, তার ভোগ্য। পাখা আছে যার
উড়ে সে আকাশে, মীন দেয় সে সাঁতার,
কেহবা চলিছে দৃঢ় মাটীর উপরে,
সর্ব্বত্র চলার সুখ, বিশ্ব চরাচরে

সর্ব্বত্র চলার স্থান ; বর্ণগন্ধগান
নানা রূপে নানা রসে জুড়াইছে প্রাণ।
আমার এ গান যদি ভাল লেগে থাকে,
হে সুহৃৎ, সাধুবাদ কোরনা আমাকে।
নিভৃত অন্তরে তব আছে যেই কান
সেথায় নীরবে কত ঘুমাইছে গান,
একটি যে গীতস্পর্শে উঠেছে জাগিয়া
আমার সে গীত ছিল তাহারি লাগিয়া।

৩০শে এপ্রিল,
১৯১৪।

বেঁচে রব

"কিছু করে' যাব, যেতে দিবনা বিফলে
দুর্লভ এ জন্ম মম।—" ভাসি অশ্রুজলে
কহিয়াছি—"কোথা তুমি ওহে জ্ঞানময়,
জীবনের সার্থকতা কিসে মোর হয়
জানাও দাসেরে।"

গেল কত সম্বৎসর
বিনা কাজে, ভয়ে লাজে। প্রাণের ভিতর
প্রচ্ছন্ন বাসনা মোর কাঁদিত কেবল—
"আমার জীবন যে গো হইছে বিফল।"

সুখ এল। কহিলাম—"এ সুখের তরে
নহে শুধু জন্ম মোর।" অতৃপ্ত অন্তরে
বিমুখ করিনু সুখে। দুঃখ সে কঠোর
এল যদি, কহিলাম—"এ জীবন মোর
দগ্ধ, ক্ষত, কেমনেই লাগাইব কাজে?
যেথা যাই প্রতিপদে বুকে ব্যথা বাজে।
আশা বিনা, হর্ষ বিনা বর্ষ মিছা যায়
বর্ষ পরে, কর্ম্ম সুপ্ত বাসনা শয্যায়।

সুখ দুঃখ আসে যায়, আশা হয় হত,
জন্মে পুনঃ নিদ্রাগর্ভে স্বপনের মত,
এমনি কাটিছে কাল; পৃথিবীর দিন
আসিতেছে ফুরাইয়া: চক্ষে দৃষ্টি ক্ষীণ,
হাতে নাহি বল আর; কে করিবে কাজ?
উষা দিয়া যায় চেষ্টা, সন্ধ্যা দেয় লাজ
ব্যর্থতার।

অবশেষে চিন্তা চেষ্টা যবে
ফেলিয়া দিলাম দূরে, তুমি এলে তবে।
তুমি এলে। অবারিত অসীম প্রসার
মহাকাশে শুনিলাম বচন তোমার
মেঘমন্দ্রে, বৃষ্টিধারে, নদী কলতানে
বৃক্ষপত্রে, ফুলে ফলে, বিহঙ্গের গানে,

ভ্রমর গুঞ্জনে আর উজ্জ্বল তারায়—
"সার্থক জীবন তার আপনা হারায়
জগৎ জীবনে যেই। জীবনের কাজ
জীবন জাগায়ে রাখা।" বুঝিলাম আজ।
প্রদীপ সার্থক হয় প্রদীপ হইয়া,
আপনারে প্রকাশিয়া আর আলো দিয়া।
নদী বহে যায় শুধু সাগরের পানে,
যেতে যেতে দুই কূল ভরে ধনে ধানে,
কি করিব, কি করিব, ভাবি পথে পথে
ধায়না সে হেথা হোথা, ফিরেনা পর্ব্বতে।
জীবন দিয়াছ তুমি, মুখ চেয়ে তব
যে কদিন রাখ ভবে আমি বেঁচে রব।

•০শে এপ্রিল,
১৯১৪

বাক্য ভীত

বেশী কথা বলিওনা বলায়োনা মোরে
কথা না দেখায় পথ। প্রদীপটি ধরে
চল্ আগে আগে ভাই, চল্ ওরে বোন,
কান পেতে চিত্ত মাঝে শোন, ওরে শোন
দেবতার মৃদুবাণী। ফেনিল উচ্ছ্বাসে
রাশি রাশি শূণ্য গর্ভ কথা ভেসে আসে
সমুদ্রের ঢেউ যেন, লয় ভাসাইয়া
কূল হতে, কভু ফিরে যায় তীরে দিয়া,
কভু বা অকূলে লয়ে ডুবাইয়া মারে,
ভয়ে ভয়ে চলি তাই কথার কিনারে।

ধীরে কহ, ঊর্দ্ধে চাহ, জীবনের তরী
ভাসাবে, ভাসাও তবে পুণ্য কর্ণ ধরি
শুভ দিন ক্ষণ দেখি। কোথা ধ্রুব তারা,
তাদেরে দেখাও পথ, সিন্ধু বুকে যারা ;
স্বচ্ছ হৃদয়ের পাতে কর প্রতিভাত
তোমার আলোক লেখা, অন্তর্যামী নাথ।

১লা মে, ১৯১৪

দুঃখে সুখ

নিরাশার ব্যথা ভরে সংশয় জিজ্ঞাসা করে—
হে করুণা-বিগলিত হিয়া,
এত বড় ধরণীরে, তুমি কি রাখিবে ঘিরে
দুটি তব ক্ষীণ বাহু দিয়া?
অবিচার, অত্যাচার দারিদ্র রোগের ভার
পাপতাপ হতে আগুলিয়া,
দুটি তব ক্ষীণ বাহু দিয়া?

মূর্চ্ছি পড় রহিয়া রহিয়া,
শক্তি নাহি, আছে সাধ, এ তব দুর্ব্বল কাঁধ
কত ভার মরিবে বহিয়া?
চলিতে পারনা সোজা লয়ে আপনার বোঝা,
ঝটিকার তাড়না সহিয়া,
স্খলে পদ রহিয়া রহিয়া।

নিরাশায় মরিছ দহিয়া,
তবু শুনি ভগবানে ডাকিছ আকুল প্রাণে
কি পেয়েছ তাঁহারে কহিয়া
জগতের সমাচার? কি আছে অজানা তাঁর?
নির্ব্বিকার নিষ্করুণ হিয়া
গলাইবে কি কথা কহিয়া?

মন বলে—থাকি থাকি ডাক আসে, তাই ডাকি ;
জানিনা সে নির্ব্বিকার হিয়া
মানবে কিসের লাগি পরসুখ দুঃখভাগী
করে দেছে। আপনারে নিয়া
চলিতে পারিনা সোজা, কেন দিলা দুনা বোঝা—
কিম্বা মোরা লয়েছি যাচিয়া,
দুঃখ মাঝে সুখে আস্বাদিয়া ?

জানিনা এ শাপ কিম্বা বর,
এই জানি, দুঃখে সুখে সকলেরে লয়ে বুকে
আছে এক আনন্দ-সাগর।
সে আনন্দ-ভাগ নিতে চলেছি তৃষিত চিত্তে
এক সাথে মোরা বিশ্বনর।
আসে সমুদ্রের ঢেউ, কেউ হাসে, কাঁদে কেউ,
কেউ পড়ে, কেউবা নাচিয়া
ঢেউ ডিঙ্গাইয়া যায়, কেহ সুখে সাঁতরায়
দুঃখে সুখ রয়েছে বাঁচিয়া।

যাবার আগে

ছড়ায়ে মোর খাতার রাশি
যখন বসে থাকি,
জানালা পারে তখন আসি,
চোখের কোণে একটু হাসি'
আঙ্গুল দিয়ে পথ দেখায়ে,
যায় সে মোরে ডাকি।

যেতেই হবে, যেতেই চাই,
কিসের ডাকা ডাকি?
আসিতে ফিরে বাসনা নাই;
যাবার আগে, ভেবেছি তাই,
কারেও যেন ভুলেও আমি
না দিয়া যাই ফাঁকি।

অনেক কিছু গিয়েছি ভুলি
আমি তা বুঝিনা কি?
তাই বুঝেই দপ্তর খুলি
দেখ্‌ছি বসে হিসাব গুলি,
কি ছিল জমা, খরচ কত,
রইল কিবা বাকী।

খোলাসা কর্‌রে' হয়নি' লেখা
আছে অনেক কিছু ;
ঋণের'পরে ঋণ বাড়ায়ে,
বন্ধক জমী না ছাড়ায়ে,
সুদের লোভে মূল হারায়ে
ছুটেছি আশার পিছু।

পরিশোধ কি সংশোধনের
সময় বেশী নাই।
আর কিছুনা, আপন জনের
ক্ষয় যা হ'ল পিতৃ-ধনের
পূরিয়ে দিতে উপায় শুধু
একটু লিখে যাই।

এ যদি হয়—কাহারও লাগি
করিনি' কিছু জমা,
লাভ ক্ষতিতে ভাগের ভাগী,
আমার লজ্জার দাগে দাগী,
একায়েদের কাছে মাগি
ক্ষমা—কেবল ক্ষমা।

সময় হ'লে ছাড়তে তরী
বাজবে যখন বাঁশী,

তার আগেই হিসাব ছাড়ি
উঠ্‌ব গিয়ে তাড়াতাড়ি,
বলব না কো,—"দাঁড়াও সারেঙ্গ,
কাজটা সেরে আসি।"

জুলাই, ১৯২৩

যুগ প্রভাত

সবার আগে পূরব জাগে,
সোণার আলো চোখে লাগে,
সুপ্তি ভেঙ্গে যায়,
শুন্‌তে চাহে বুঝ্‌তে চাহে,
অসীম যে কি গানটি গাহে ;
কে তারে বুঝায় ?
আলো দিয়া দৃষ্টি আনে
যে জন, সেই তো অন্তর কানে
শুনায় আপন গান।
তারি সুরে সুর মিলায়ে
তারি পায়ে প্রাণ বিলায়ে
ধন্য মানব প্রাণ।

জেগেছিল পূরব আগে,
আজো কি সে তেমনি জাগে ?
দেখ্‌তো রে বোন, ভাই,
চক্ষু যারা আছিস মেলে
জাগা ডেকে, জাগা ঠেলে,
বল—"ঘুমোতে নাই ;—
নূতন যুগে প্রভাত নব,
আবার আমরা বাহির হব,
গেয়ে নূতন গান ;
দেশের সাথে মিলবে দেশ
কালের ঘুচবে কালো বেশ
আলোয় করে স্নান।"

মার্চ্চ, ১৯২৩

জাগরণী সঙ্গীত

জাগরে আমার আমি,
জাগরে দেহের স্বামী,
নূতন আলোকে স্ফূর্ত্ত,
জাগো—জাগো

জাগরে শকতি সুপ্ত
জাগরে চেতনা গুপ্ত
এ যে রে ব্রাহ্ম মুহূর্ত
জাগো—জাগো !

কি আছে তোমার মাঝে,
লাগুক ভবের কাজে,
বোলনা কিছুই নাই—
বোলনা—গো !

এ চিত্ত অথবা দেহ,
নিষ্ফলে যাবেনা কেহ,
আসেনা স্নেহ নিছাই—
জেনো তা গো !

মোর ভিতরের আমি,
বিশ্বের আনন্দ কামী,
নিখিল মঙ্গল মাগো
আজি মাগো

অন্নে করিয়া তুচ্ছ,
দৃষ্টি করিয়া উচ্চ,
অক্ষয় আলোকে জাগো—
আজি জাগো !

মার্চ্চ, ১৯২৭

নব জাগরণ

হে ভারত, জেগেছিলে সকলের আগে,
নেহারি প্রভাত সূর্য্য, উচ্ছ্বসিত চিতে
আনন্দ বিস্ময়ে মুগ্ধ, আশা অনুরাগে
ভরে ছিলে চারি দিক নব নব গীতে।

তারপর দিবালোকে যবে অন্য সবে
বাহিরিল দিশি দিশি, আপনার নাম
বিজয় ডঙ্কার রবে শুনাইতে ভবে,
তুমি কি গো অন্ধকারে খুঁজিলে আরাম?

কিম্বা পশেছিলে ধীরে আত্ম-অন্তঃপুরে
সৃষ্টির রহস্য গুপ্ত করিতে উদ্ধার?
দৃষ্ট ঐহিকের ইষ্ট সব ফেলি দূরে,
খুঁজেছিলে জন্মান্তের কূট সমস্যার

সমাধান? সেইকালে ধ্যানের পশ্চাতে
আসিল কি ঘোর তন্দ্রা, করিল বপন
মন্ত্র তন্ত্র, ক্রিয়া কাণ্ড, জ্ঞান শক্তি যাতে
নিদ্রিত নিষ্ক্রিয় রাখি জাগায় স্বপন?

ক্রমে সেই স্বপ্নালস, নিদ্রাতুর দেহে
দাসত্ব নিগড় বাঁধি গেল বৈরী যত,—
এ নিগড় নিজ হাতে গড়ে ছিলে গেহে,
কে বৈরী তোমার ছিল আপনার মত?

ক্ষুধার পীড়নে আর পর পদাঘাতে
এত দিনে ভাঙ্গিল কি মোহ নিদ্রা তোর ?
ধুয়ে গেল দরদর তপ্ত অশ্রুপাতে
স্বপ্নের কুহক, মাগো ? হল কিগো ভোর

দুর্ভাগ্য আঁধার যুগ ? তবে এইবার
দাঁড়াও মা, আপনার পায়ে করি ভর,
চেয়ে দেখ, দেখ চেয়ে পূর্ব্ব সিন্ধু পার
উদিছে নবীন ভানু, অপূর্ব্ব ভাস্কর।

মুক্তকণ্ঠে, যুক্ত করে, অন্তর ব্যাকুল,
পিতা নোহসি বলে আজ ফিরে গাও গান,
যাবে ভয়, হবে ক্ষয় অতীতের ভুল,
জ্ঞানে, প্রেমে, কর্ম্মে দৈন্য হবে অবসান।

বুঝে লও, হে প্রাচীনা, কোন উৎস হতে
অনন্ত জীবন ধারা যৌবন অক্ষয়
বহি আসে, অবগাহি কোন্ মহাস্রোতে
সমবর্ণ সর্ব্বনর—দ্বিজ শূদ্র নয়।

জীবনের ইহকূলে যাহা করণীয়
কর আজ, থাকে যাহা থাক্ পরপার,
মান দাও মানবেরে—সে যে বরণীয়,
মনে তার দাও জ্ঞান, অন্ন মুখে তার।

এপ্রিল, ১৯২৩

দুর্ব্বলের ক্রন্দন

নিদ্রিত দেবতা, জাগো,
তোমার জগতে রোগ শোক জরা,
তোমার জগৎ অত্যাচারে ভরা,
উঠি, প্রতীকারে লাগো
নিদ্রিত দেবতা, জাগো

বধির দেবতা, শুন
দৃপ্ত পাষণ্ডের বিজয় বন্দন,
নত নির্দ্দোষার নিভৃত ক্রন্দন,
অপমানে পুনঃ পুনঃ—
বধির দেবতা, শুন।

তুমি নাকি ধর্ম্মরাজ ?
মানুষের মনে যে ন্যায় বিচার
হে পূর্ণ, তোমাতে স্থান নাহি তার ?
দুর্ব্বৃত্তেরে দিবে মান-সম্ভার,
পুণ্যাত্মারে দিবে লাজ ?
পক্ষপাতী ধর্ম্মরাজ !

ওহে শুদ্ধ, স্বপ্রকাশ,
বিচার আসন দিলে দুরাচারে,
শৃঙ্খলিত সাধু চলে কারাগারে,
স্বার্থ পরের স্বার্থ সে বাড়ে,
নিঃস্বার্থের সর্ব্বনাশ—
কেন, শুদ্ধ স্বপ্রকাশ ?

তুমি না আনন্দময় ?
খেলিছ কি খেলা লুকাইয়া মুখ ?
এ কি সব মায়া, কেবল কৌতুক ?
এ রঙ্গ নহিলে নয়—
হে দেব আনন্দময় ?

দেখাও হে বিশ্বনাথ
যে হাতে গড়িলে জননীর হিয়া,
পুষ্প নিরমিলে যেই হাত দিয়া
সেই আশীর্ব্বাদ-হাত
বিশ্ব পিতা, বিশ্বনাথ।

এরা

এরা পাইছে নূতন প্রাণ,
এরা চাইছে নূতন স্থান,
প্রভাত-আলোকে আঁখি ইহাদের
হেরগো জ্যোতিষ্মান্।

এরা জানেনা কোনই ভয়,
এরা মানেনা ক্ষতি কি ক্ষয়,
শুধু সম্মুখে চাহিয়া আনন্দে ধাইছে
গাহি ধর্ম্মের জয়।

এরা কাহার পতাকা হেরিছে সম্মুখে,
শোনে কাহার আহ্বান কানে,
তাই সারি সারি, সারি চলে দ্রুত তালে,
কোনই বাধা না মানে ?

এরা কি মহাযজ্ঞের পুণ্য অনলে
এসেছে করিয়া স্নান,
পুড়িয়া স্বার্থ, ভোগের বাসনা,
মুক্ত করিয়া প্রাণ ?

এরা কি অমৃত হ্রদে আপন হৃদয়
রেখেছে মজ্জমান,
শুন নির্ব্বিচারে সেবা আর প্রেম
দুহাতে করিছে দান

তোমরা পার, কি না পার সঙ্গে যাইতে,
যেতে চাও, নাহি চাও,
ওদের এমনি করিয়া ভবিষ্য ধরিয়া,
সম্মুখে চলিতে দাও।

নর্ম্মদার শিষ্য

পাথর কাটিয়া, নর্ম্মদা ছুটিছে, গহ্বরে দিয়াছে ঝাঁপ ;
সেথা ঘুরে ঘুরে, ঠেলে পথ করে, গর্জ্জে লক্ষ কোটী সাপ
যেন এক সাথে ; যেন ভেঙ্গে চলে মাতঙ্গী শাবক হারা
ঘন বন পথে যত কিছু বাধা,—চলে সে তেমনি ধারা।
এ মানুষগুলি শিষ্য নর্ম্মদার, আবেগে ছুটিয়া যায়
লক্ষ্য অভিমুখে, ভেদিয়া ভাঙ্গিয়া যত কিছু অন্তরায়।
সমতল ভূমে সরোবর সম, শান্ত, স্বপ্নসুখেলীন
আছে কত জন, জানেনা আবেগ, দিন আসে যায় দিন।
এরা কি খেলিছে ? কেনরে ফেলিছে ছিল যা সাধের সাজ
এরা যে চলেছে উন্মাদের বশে তুচ্ছ করি লোক লাজ।
অনাহার ক্লেশ করে না ক্লিষ্ট, পাথর করেছে দেহ ;
প্রহারে সুস্থির, চাহেনা করুণা, চাহেনা মমতা স্নেহ ;
ছাড়িয়াছে গেহ, স্বজনের স্নেহ, পদের মানের জাতের ছাপ,
ভগিনী কি ভাই এদের কি নাই, মাতা স্নেহময়ী, স্থবির বাপ
সব ছেড়ে যায়, ফিরেও না চায়, সংকল্প মানেনা শোক,
জলের বদলে আগুন যে ঢালে এদের কঠিন চোখ !

ওরে তোরা ভবিষ্যের দল

যাহাদের বিলাপ সম্বল,
বর্ত্তমানে চেয়ে দুঃখ করে যারা,
কি হ'ল কি হবে বলে' ভয়ে সারা,
তাদেরে আশার বাণী বল,
ওরে তোরা ভবিষ্যের দল!

পিছের বাঁধন ভাঙ্গতে যাদের
চক্ষে আসে জল,
সাম্‌নের দিকে কি যে মুক্তি
তাদের কাছে বল।
ওরে তোরা দূরদৃষ্টির দল।

অলস লোকের অনেক কথা,
কথাই সে কেবল,
কথায় কাজে মিলন তোদের
তাতেই ফলে ফল,—
ওরে তোরা নব সৃষ্টির দল।

দৃপ্ত তোদের পদভরে যাক্‌গে রসাতল
অতীত যা', পতিত যা', নাই যাহাতে বল,
বর্ত্তমান সে প্রাণের বেগে করুক টলমল,
এগিয়ে ধর ভবিষ্যতের আলোক উজ্জ্বল,
ওরে তোরা পথ দেখাবার দল।

মৃত্যুবরণ করি' যারা মৃত্যুরে জয় করে,
কাঁটার মুকুট হ'তে যাদের নিত্য আলো ঝরে,
তাদের মত ভাষা তোদের, তাদের মত হাস,
তাদের জয়-মাল্য-গন্ধে শৃঙ্খল সুবাস।
থাক্ না হাতে হাতকড়া, থাক্না বেড়ী পায়ে,
যাক্না নিয়ে কারাগারে, দিক্ না ধূলা গায়ে,
পিছে যারা আস্‌ছে তারা উদ্দেশে নমিয়া,
ব'লবে—ধন্য জন্মভূমি এদের জনম দিয়া।

তাঁহারি জয় হোক

মা জননি,
ও ছেলেটি তোমার একার নয়।
'আমার' বলে শক্ত করে,
ওরে ঘরে রাখবে ধরে,
মা জননি, তাও কি কভু হয়?

দশের তরে দেশের তরে,
বিশ্ব লাগি বিশ্ব ঘরে
শুভক্ষণে যারা জনম লয়,
ঘরের পরের নাইকো জ্ঞান,
সবার ব্যথায় ব্যথিত প্রাণ,

সবার কাজটা আপন ভাবে,
সবার বোঝা বয়,
নাইকো কুল, নাইকো জাতি,
দেব্‌তাদেরই হবে জাতি,
নিজের পুণ্যে পরের পাপ করে যারা ক্ষয়
একটি ঘরের গণ্ডী মাঝে
তারা কি মা রয়?
অনেক মায়ের ছেলে যে সে
একলা তোমার নয়।

সেইতো তোমার পরম গর্ব্ব
মুছে ফেল চোখ,
প্রাণ বা হারায় ব'লে কেন
আগেই কর শোক
যাঁহার হাতে সবারি প্রাণ
তোমার মাণিক তাঁরি তো দান
তাঁর কোলেই এ কুল ও কূল,
ইহ পরলোক,
মা জননি, তাঁহারি জয় হোক্।

মুক্ত বন্দী

(শ্রীমান্ চিত্তরঞ্জন ও শ্রীমান্ সুভাস বসুকে
কারাগারে দেখিয়া আসিয়া)

স্বপন বপন করি ভাবিতাম মনে
স্বপ্ন মোর আশা মোর কোন শুভক্ষণে
সত্য হবে, কোন অতি দূর ভবিষ্যতে।
জন্মে বটে বনস্পতি ক্ষুদ্র বীজ হতে;
ধীরে বাড়ে; যায় মাস, সম্বৎসর কত
নিঃশব্দে বাড়িয়া যবে বৃক্ষে পরিণত,
কে কহিবে অঙ্কুরে সে বাহিরিল কবে?
যদি কেহ দেখে থাকে নাহি সে ও ভবে।
যে আশা অঙ্কুর ছিল, আজ তরু রূপে
সে কি দেখা দিল চক্ষে বাড়ি চুপে চুপে?

লৌহদ্বার কারাগারে আজি অকস্মাৎ
মনে হয় ভবিষ্যের পেয়েছি সাক্ষাৎ,
মনে হয় ভারতের ভাগ্য-লিপি খানি
বিধাতার হস্ত হতে ক্ষণ তরে আনি
কে মোরে দেখায়ে গেল। একি দৃশ্য নব!
কল্পনা স্বপন সব মানে পরাভব।

বিস্ময়ে সংশয়ে তাই আন্দোলিত মন—
একি জাগ্রতের দৃষ্টি, অথবা স্বপন ?
কারা এরা অস্ত্রহীন, নিস্বত্তারে বরি
চলিয়াছে স্থির ধীর, সাহসে অটল,
বৈর দুর্গ কারাগারে—তুচ্ছি দেহবল ?
কারা এরা দর্পভরে সহে অপমান
হাস্য মুখে ? নম্র চিত্তে সত্যের আহ্বান
শুনি, চলে উড়াইয়া সত্যের নিশান ?
কারা এরা ? আমাদেরি প্রাণের সন্তান।

কোথায় আমার সেই কৈশোরের প্রাণ ?
ভুলে গেছি কি সুরে সে গাহিত যে গান—
নিভৃত মর্ম্মের কথা—আনন্দ আশায়
ডুবায়ে বেদনা ভয়। আজ সে ভাষায়
সেই সুরে, এরা ঢেলে দেছে অগ্নিময়
নিজ প্রাণ, কল্লিতেরে করি সুনিশ্চয় ;
তাই অন্তরের দৃষ্টি যত দূর চলে
হেরে নব সূর্য্যোদয় দুঃখে সিন্ধু জলে।

হে চিত্তরঞ্জন আজ, উদ্বেলিত চিতে
স্নেহ আশীর্ব্বাদ সহ আসিয়াছি দিতে
তোমারে আমার শ্রদ্ধা। মতে বা চিন্তায়
না ও যদি দিতে পারি পরিপূর্ণ সায়,

তবু তব হৃদয়ের মহত্ত্বের স্বাদ
লভিয়াছি, অমৃত সে, করি ধন্যবাদ।
ভীতিহীন চিত্ত তব, বিত্ত তুচ্ছ করি,
প্রীতি তব দারিদ্র্যেরে লইয়াছে বরি ;
কোন দিন ভোগে মুক্তি ভেবেছিলে মনে,
আজ তুমি ত্যাগে মুক্ত, বসি দেবাসনে।

সত্যগ্রাহী

(বাইকমে সত্যগ্রহ উপলক্ষে)

১

বাহির অঙ্গনে

ওরা এত জনে বাহির অঙ্গনে
কেন রাখে সারা বেলা ?
দেবের আলয় সবারি কি নয় ?
খোল দ্বার দিয়ে ঠেলা !
যে পূজিতে চায় পশিবে হেথায়,
বসিবে ভক্তের মেলা।
খোল দ্বার দিয়ে ঠেলা।

ওঠ তোরা ভাই, আর ভয় নাই,
দেখিয়া লইবি, আয়,
দেবতা যে আছে গিয়া তার কাছে—
জেগে সে, কি নিদ্রা যায়।
সুধাইবি তারে কেন আপনারে
লুকায়ে রাখিতে চায়।
জেগে সে কি নিদ্রা যায় ?

শূদ্র কি ব্রাহ্মণ ধনী কি নির্ধন
সে কি তা বিচার করে ?
সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার চরণে
শূদ্র যদি পূজা ধরে,
বর্ণ তার দেখি ফিরায় তা সে কি,
অবহেলা ঘৃণা ভরে ?
ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি নৈবেদ্য ও বলি
পূজা উপচারচয়
অপরেরে দিয়া দিব পাঠাইয়া
তাই মনোনীত হয় ?
সে যে বিশ্বপিতা সকলের মিতা
এ কথা কি সত্য নয় ?
আয় দেখে যাই আছে কিবা নাই
দেবতা করুণাময়,
কিছুই না জানি শুধু বহে আনি
ব্যথা ভরা এ হৃদয়।

মানব অন্তরে

দেবের মন্দির গুপ্ত মানব অন্তরে
তাঁরে সেথা হতে দূরে দিলে নির্ব্বাসন,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ রচি ইষ্টকে প্রস্তরে
রাখিলে করিয়া বন্দী ? তাঁর দিব্যাসন
দেখিছনা সূর্য্যে সূর্য্যে, গ্রহে উপগ্রহে
সমুজ্জ্বল, সীমাহীন কালে আর দেশে ?
তাঁর শক্তি জ্ঞানে প্রেমে মিশি নিত্য বহে
সর্ব্বজীব মঙ্গলর। জাতি নির্ব্বিশেষে
না মানিয়া দ্বিজ শূদ্র তাঁর এই ধরা
ধরিছে আপন বুকে নিখিল মানবে,
বায়ু জলে ফুলে ফলে রূপে রসে ভরা,
তাপে তেজে পুষিতেছে তুষিতেছে সবে।

হে উদ্ধত বিপ্র, অন্ধ নিজ অহঙ্কারে,
বসায়েছ ক্ষুদ্র গৃহে পাষাণের স্তূপ,
দেবতার নাম করি পূজিছ সে কারে ?
কার তরে এ নৈবেদ্য এই দীপ ধূপ,
এই কর্ণভেদী বাদ্য, এই কলরব ?
টানাটানি ছেঁড়াছিঁড়ি বল কার লাগি।
দেবতা অর্থের বশ ? এ বিশ্ব বৈভব
হারায়ে সে আজ, হায়, তব দৈন্যভাগী ?

তুমি নিষ্করুণ, তব দেবতা পাষাণ,
সে পাষাণ পুত্তলের অনুগ্রহ তরে
মূর্খের, দুঃখীর আর শোকার্ত্তের দান
হে ধূর্ত্ত, ভাণ্ডার তব নিত্য পূর্ণ করে!

৩

সত্য পূজা

ছেড়ে আয়, ছেড়ে আয়, ওরে দুঃখী ভাই,
কে দেখাবে দেবতারে নিজে না দেখিলে?
ভিতরে বাহিরে তাঁর দেখা যাতে পাই
করি সে সাধনা, তাঁরে সাধনায় মিলে।

সে দেবতা প্রাণরূপী অন্তরে বাহিরে,
হেরি তাঁর সর্ব্বময় সর্ব্বাতীতরূপ
তাঁরে দিই সর্ব্বস্থানে, অবনত শিরে,
হৃদয়ের ভক্তি অর্ঘ্য, সচন্দন ধূপ।

প্রীতি গীতি মুখরিত সানন্দ হৃদয়,
আনরে চরিত্র শুদ্ধ; মানবের হিতে
যদি নিষ্পেষিত, যদি দগ্ধও সে হয়,
ধূপ চন্দনের মত পারে গন্ধ দিতে।
রিপুকুলে সংহারিয়া কে দিবেরে বলি
আপনার ভিতরের পশুরে সদাই,
দেবতার শ্রীচরণে কে দিবে অঞ্জলি
নিজের দেবত্বটুকু—সত্য পূজা তাই।

এরা যদি জানে

এদেরেও গড়েছেন নিজে ভগবান,
নররূপে দিয়াছেন চেতনা ও প্রাণ ;
সুখে দুঃখে হাসে কাঁদে স্নেহে প্রেমে গৃহ বাঁধে
বিঁধে শল্য সম হৃদে ঘৃণা অপমান,
জীবন্ত মানুষ এরা মায়ের সন্তান।

এরা যদি আপনারে শেখে সম্মানিতে,
এরা দেশ-ভক্তরূপে জন্মভূমি হিতে
মরণে মানিবে ধর্ম্ম, বাক্য নহে—দিবে কর্ম্ম ;
আলস্য বিলাস আজো ইহাদের চিতে
পারেনি বাঁধিতে বাসা, পথ ভুলাইতে।

এরা হতে পারে দ্বিজ—যদি এরা জানে,
এরা কি সভয়ে সরি রহে ব্যবধানে ?
এরা হতে পারে বীর, এরা দিতে পারে শির
জননীর, ভগিনীর, পত্নীর সম্মানে ;
ভবিষ্যের মঙ্গলের স্বপনে ও ধ্যানে—
যদি এরা জানে !

উচ্চ কুলে জন্ম বলে কত দিন আর
ভাই বিপ্র, রবে তব এই অহঙ্কার ?
কৃতান্ত সে কুলীনের রাখেনা তো মান,
তার কাছে দ্বিজ শূদ্র পারিয়া সমান।
তার স্পর্শে যেই দিন পঞ্চভূতে দেহ লীন
ব্রাহ্মণে চণ্ডালে রহে কত ব্যবধান ?

সেবা ধৰ্ম্ম

ওরে ক্ষুদ্র, অবজ্ঞাত, ওরে শূদ্র ভাই,
দেবত্বের পথে যেতে কা'রো বাধা নাই।
নিজ দোষে, পর-রোষে, পাপে, কিম্বা শাপে
জন্মিয়াছ হীন কুলে—এহেন প্রলাপে
পাতিওনা কর্ণ তব। চন্দ্র সূর্য্য যাঁর
জ্ঞানের রচনা, সেই বিশ্ব বিধাতার
পুত্র তুমি, আছে তব উত্তরাধিকার
তাঁর জ্ঞানধনে, প্রেম পুণ্যধনে আর।
তোমার যে সেবা ধৰ্ম্ম তুচ্ছ তাহা নয়,
সেবিছেন সর্ব্ব জীবে প্রেমানন্দময়
বিশ্বপতি, অবিরাম, প্রতি নিশিদিন।
সেবা ধৰ্ম্ম দেবধৰ্ম্ম, নাহি করে হীন,
প্রীতির আহ্বানে যদি আসে, নহে লোভে
সুখের বা স্বরগের—নহে ভয়ে ক্ষোভে।

তারকেশ্বরীয়

(১৯২৪)

১ কোথায় দেবতা ?

কোথায় দেবতা ? এই দেবালয়
পাপ দুর্গ নই আর কিছু নয়।
স্বার্থ, দম্ভ, আর জাতি-অভিমান
রয়েছে জুড়িয়া দেবতার স্থান
হোথা হতে চলে আয় !

পুরোহিত কোথা ? পিশাচের দল
করিছে প্রভুত্ব, প্রকাশিছে বল
অন্ধ দীন আর অবলার প্রতি।
ধর্ম্ম সে রাখিবে পাপে যার মতি ?
দেখে চিত্ত জ্বলে যায়—

লালসার কীট নামে ব্রহ্মচারী,—
সরল মানুষ আসিছে ভিখারী
তারি চরণের ধূলার লাগিয়া
দেবতা মানিয়া, প্রসাদ মাগিয়া
হৃত বিত্ত চলে যায় !
হায়, হায় !

হেথা নাহি দেব, নাহি দেবালয়,
হেথা পূজা দিলে পুণ্য হবে ক্ষয়,
ডেকে সবে বল ভাই—

দেবতা আছেন গৃহস্থের ঘরে,
আছেন সদয় বিশুদ্ধ অন্তরে,
হেথায় দেবতা নাই।

দানব-পুরী এ আছে মাথা তুলি,
এত জন আসে হেথা পথ ভুলি
নীরবে দেখিবে তাই ?

দানব কাড়িবে দেবের আসন,
মানব পশুর হবেনা শাসন ?
গৃহস্থের বধূ আসি দলে দলে
বাঁধা পড়ে যাবে পাপের শিকলে,
ঘৃণ্যা কুলহীনা, অকূলে ডুবিবে,
তোমরা ধার্ম্মিক ডুবে যেতে দিবে,
এ ধর্ম্মে কি হবে ছাই ?

———

২ মানুষ হইবি আয়

মন্দিরের চূড়া করে ফেল গুঁড়া,
সত্যের নিশান তদুপরি উড়া,
মিছার সাধন হোক্ অবসান
ছিঁড়ে ফেল্ ভেক, ধর্ম্মের ভান,
মানুষ হইবি আয়।

মানুষের মত দাঁড়া সোজা হয়ে
কেনরে মরিস্ মিছা বোঝা বয়ে?
অতীতের শব, শুষ্ক প্রাণহীন,
জীবন্ত বলিয়া রাখিবি ক'দিন?
সঁপে দে তারে চিতায়।

সহজ সত্যেরে লয়ে চল্ বুকে
মনে যাহা, ঠিক বল্ তাই মুখে।
পরে যে ভুলাতে চায়

আপনি সে পড়ে ভুলের গহ্বরে,
লোহার নিগড়ে বাঁধা রয়ে মরে,
সত্য তারে ছেড়ে যায়।
মানুষ হইবি আয়।

৩ থাক্ যে থাকিতে চায়

অতীতে মন্দির, আজিরে সমাধি,
কি হইবে ফল তার নাশ সাধি ?
থাক্। ফেলে চলে আয়।

আছে এ পাষাণে লগ্ন অতীতের
সাধু সুজনের, পাপী পতিতের
কত ভক্তি, ব্যথা, আশা অনুরাগ,
বিদ্ধ হৃদয়ের শোণিতের দাগ ;
কত হাহাকার অনুতাপ বাণী,
কঠোর প্রতিজ্ঞা কতই না জানি
হয়তো বা শোনা যায়

এ রুদ্ধ বাতাসে,—প্রতিধ্বনি রূপে
কাহারো বা প্রাণে পশে চুপে চুপে।
থাক্ যে থাকিতে চায়

বহু শতাব্দীর আঁধার মন্দিরে,
রুদ্ধ বাতায়ন খুলে দিয়ে ধীরে,
ঝাঁটাইয়া ফেলে আবর্জ্জনা স্তূপ,
জ্বালায়ে প্রদীপ, জ্বালাইয়া ধূপ
আজি যুগ-সন্ধ্যায়।

ভয় যদি পায় চাহিতে সন্মুখে,
অতীতের ছবি চেপে ধরে বুকে,
থাক্, যদি সুখ পায়।

অসহযোগ প্রচারকের প্রতি
(Non-co-operation উপলক্ষে)

একান্ত এধারে কিবা নিতান্ত ওধারে
মধ্য পথ ছেড়ে দিয়ে যারা যেতে পারে,
তারা বীর, তারা সাধু, স্বদেশানুরাগী ;
জ্বালায়ে পরের স্বার্থ তারা স্বার্থত্যাগী
হতে পারে। মোর মনে জাগে বারেবার,
এ জগতে মৈত্রী যাঁরা করিলা প্রচার
সেই যত পুণ্যশ্লোক, প্রেম-অবতার
বলেছেন, এজগতে মধ্যপথ সার।
তাই সর্ব্ব আতিশয্য দেখি মরি ডরে ;
অতি প্রেম, অতি হিংসা দুইই নাশ করে
মানবের স্থির বুদ্ধি। জটিলতা ভরা
জীবনের পথ গুলি ; বিস্তীর্ণ এ ধরা ;
এক পথ সকলেরি চলিবার নয়।
ভিন্ন রুচি, ভিন্ন জ্ঞান ; কর্ত্তব্য নির্ণয়
প্রত্যেকে করিবে নিজে। যদি বাহুবলে,
স্পষ্ট অত্যাচারে কিম্বা গোপন কৌশলে
তোমার ঈপ্সিত পথে লয়ে যাও সবে
কর্ত্তব্যের পথ বলি, তাহাদের হবে
কর্ত্তব্য পালন কিম্বা কাপুরুষকার ?
অপ্রেমে যা বহে সেতো দাসত্বেরি ভার।
বিদেশী দাসত্ব হতে উদ্ধারিতে হায়
নূতন দাসত্ব রজ্জু বাঁধিছ গলায়।

শিক্ষা দিবে ?—ক্ষতি করি, ব্যথা দিয়া চিতে,
শীর্ণ রাখি উপবাসে ? অনাবৃত শীতে,
অনাহারে শিশুটিরে মরিতে দেখিয়া
কি শিক্ষা লইবে পিতা ? জননীর হিয়া
কত দিন এ বেদনা পারিবে সহিতে ?
আগে অন্ন দাও, পরে যেও শিক্ষা দিতে।
তুমি কর উপবাস, তুমি যদি পার,
মর নিজে, যদি পার, অন্যে যদি মার
আমি বলি তাহে তুমি হবে পাপভাগী,
এ অসহ-যোগ নহে সকলের লাগি।

সহযোগ

আমি চাহি মহতের সহযোগী হ'তে
আপনার দেশে, কি বিদেশে,
ভাসিতে চাহিনা কভু মত্ত-জন-স্রোতে
আপনারে হারায়ে নিঃশেষে।
গৃহ মোর অতি প্রিয়, পূজিত সমাজ,
প্রিয় মোর দেশবাসী নর,
এদের মঙ্গল মানি জীবনের কাজ,
যুক্ত এরা আছে নিরন্তর।

যুক্ত আছে সর্ব্ব নর, দেশদেশান্তরে,
যুক্ত আছে গত, বর্ত্তমান,
অন্ধ সে, যে এ বন্ধন অস্বীকার করে,
আনে হিংসা, আনে অকল্যাণ।
স্বদেশীরে ভালবাসি বিদেশীরে তাই
নাহি মোর অপ্রীতি বিদ্বেষ,
মানব সর্ব্বত্র দুঃখী মানবের ভাই,
সর্ব্বত্র দারিদ্র, পাপ ক্লেশ।
দুঃখের ভিতর দিয়া কাটায়ে অজ্ঞান
মানব হইছে অগ্রসর,
একের জ্বালিত দীপ আলো করে দান
অন্য সবে দূর দূরান্তর।
আসিছে ললিত কলা বহি সিন্ধু-হ্রদ,
বাদ্য যন্ত্র, সুগন্ধ সম্ভার,
আসে পণ্য খণিজাত, আসে পরিচ্ছদ,
আসিছে বিলাস ব্যাধি আর
তাও জানি ; আসে নব স্বার্থের সাধন
কদাচার সভ্যতার নামে,
ধর্ম্মের প্রচারচ্ছলে বিত্ত-আরাধন
দেখিতেছি দক্ষিণে ও বামে।
অধর্ম্মেরে, অসত্যেরে কথা-চিন্তা-কাজে
প্রাণপণ করিব বর্জ্জন,
হোক বিদেশী বা দেশী, গৃহে বা সমাজে
দেউলে বা। করিব অর্জ্জন,

বিদেশীরে বরি গুরু, বিজ্ঞান কৌশল,
কর্ম্ম নিষ্ঠা লব পারি যত,
ভীতিহীন, কুণ্ঠাহীন প্রতিজ্ঞার বল,
দুঃসাধ্য সাধনে যবে ব্রত।
বীর কর্ম্ম, প্রেম ধর্ম্ম যেথা বহমান
হোক্ অতি দূরে কিম্বা কাছে,
পুণ্য তীর্থ মানি তাহে করি স্নান পান—
তীর্থের কি বিদেশীত্ব আছে?
জ্ঞানে ধীর, প্রেমে স্নিগ্ধ, উদার গম্ভীর,
যেথা যত আছে মহাপ্রাণ,
বিশ্বনাথ পদতলে নত করি শির
ধ্যান করে বিশ্বের কল্যাণ।
তাদের হৃদয়ে স্থান সকলের তরে
জেতা জিত, শ্বেত কৃষ্ণ নাই,
ন্যায়ের বিচার, প্রীতি দেয় সর্ব্ব নরে
এরা বিশ্ব মানবের বন্ধু, জ্যেষ্ঠ ভাই।
ইহাদের সহযোগী, সম-ব্রত-ধারী
হই যেন প্রেমে নির্ব্বিবাদ,
দেবতার সহকর্ম্মী হ'তে যেন পারি,
দেবতা করুন আশীর্ব্বাদ।

বিপথ

ক্ষান্ত হও, ভ্রান্ত দল, দেশের কল্যাণ
হবেনা এপথে। যদি চাহ শিখাইতে
মনুষ্যত্ব, সর্ব্বোপরি—সত্যে দাও স্থান।
আজ যে রজত মূল্যে দিলে বিকাইতে
নির্লজ্জ মিথ্যারে, ছি! ছি! দেশপ্রীতি বলি
কিনিলে সে দেশক্ষতি, আপনারে ছলি।

স্বরাজ ধর্ম্মের নামে লইছ দক্ষিণা;
কে চা'হে স্বরাজ? সে কি? স্বরূপ তাহার
দেখিয়াছ, দেখায়েছ? পুরস্কার বিনা
মিলেনা সেবক যার, দাসত্বের ভার
সে ঘুচাবে? ঘুষখোর করিছ প্রস্তুত
স্বাধীন যুগের ওগো ভ্রান্ত অগ্রদূত!

পদ প্রভুত্বের লোভে চিরলুব্ধ জন
আজ তোমাদের দ্বারে; পূর্ব্বে কিম্বা পরে
করেছে, করিবে পুনঃ চরণ লেহন
বৈদেশিক প্রভুদের, প্রফুল্ল অন্তরে।
এরা দেশ দেশ করি' নহে চিন্তাকুল,
হবে যদি ভেবে থাক নিতান্ত সে ভুল।

সন্ন্যাসী নাহি কি দেশে ? যে কজন আছে
ডেকে আন—নহে ভণ্ড, লোভী বা অলস,
ভিক্ষা ব্যবসায়ী—কিন্তু যাহাদের কাছে
সত্য বড়, নহে যারা স্বার্থ পরবশ,
দেশের মানুষে যারা ভালবাসে খাঁটী,—
দেশ তো মানুষ দিয়া নহে দিয়া মাটী।

দেশের মানুষে যারা সত্য ভালবাসে
স্বদেশীর মনুষ্যত্বে তারা শ্রদ্ধা করে,
আপনারে বাড়াবার একান্ত প্রয়াসে
দ্বন্দ্ব দলাদলি দ্বেষে দেশ নাহি ভরে।
সে কি দেশ-প্রেম যাহা ক্ষিপ্ত মত-ভেদে,
হারাইলে নেতৃপদ মরে সন্ত খেদে ?

অলীক দেবতা

১

হে শক্তি-সাধক, ভক্তিহীন,
শক্তি যবে পেলে,
প্রতিদিন
দেবোদ্দেশে পূজা, বলি,
নৈবেদ্য কুসুমাঞ্জলি
পূজারীর প্রাপ্য বলি
আপনার গৃহে লয়ে গেলে।
তার পর ক্রমে ক্রমে
জ্ঞাতসারে কিবা ভ্রমে,
দেবের আসন খানি মেলে
আপনি বসিলে তাতে,
ধীরে ধীরে বাম হাতে
দেব মূর্ত্তি অন্ধকারে ঠেলে—
কতদূরে, কোথা দিলে ফেলে

২

সুখে দিন যাইছে চলিয়া।
প্রতিষ্ঠিত আজি দেবাসনে,
দেব বেশে,
ছলি অজ্ঞ বিজ্ঞ বহুজনে,

সর্ব্বশেষে
বলিতেছ আপনা ছলিয়া—
"মানবত্ব হল অবসান ।
এ বেদী আমারি বেদী,
উঠিতেছে অভ্র ভেদী,
মম স্তব গান,
আমি মর্ত্ত্যে দেবতা বলিয়া।
হে নিঃশঙ্ক, হে প্রতাপবান্
তব পদে নত শত প্রাণ,
ভক্তি কত উঠে উছলিয়া !

৩

দেবতা হইলে ভবে ।
সুখে দিন যাবে কি চলিয়া ?
নিত্য পূজা চাহ যদি, তবে
সত্যই দেবতা হতে হবে,
ক্ষুধা তৃষ্ণা নিঃশেষে দলিয়া ;-
সুখ স্বার্থ কাম্য কেন রবে ?
কি অভাব দেবতার ?
চাহিতে হবেনা, তার
দিতে হবে মর্ত্ত্যের মানবে,
ভক্ত সবে শুধু দিতে হবে ।

৪

পূজা আসে প্রত্যাশার সাথে!
এই তব ভক্তদল, হায়,
উচ্চ কণ্ঠে তব স্তব গায়,
আনন্দ কম্পিত হাতে
বাঁধিছে মুকুট মাথে
প্রণমিয়া, জয়মাল্য পরায় গলায়।
তারপরে আশাভরে
হাত খানি পাতে!
এরা যে ভিখারী—কিছু চায়!
উচ্ছ্বসিত অনুরাগে
গোপনে কামনা জাগে,
যদি না তা পায়—
(সব আশা মিটে কি ধরায়?)
কি করিবে বলা নাহি যায়।
হয়তো একদা অকস্মাৎ
বজ্র দৃঢ় উহাদেরি হাত
মুকুটে পাড়িবে ভূমিতলে;
ঐ পুষ্পমাল্য খানি
তোমারে নামাতে টানি
লোহার শৃঙ্খল হবে, আকর্ষিতে বলে
দেবতা কি হওয়া যায় ছলে
বাক্ বলে, অথবা কৌশলে?

দেশ-সেবকের প্রার্থনা

হে জীবন-দাতা, জীবন পালক
হে বিশ্ববিধাতা, বিশ্বের চালক,
তোমার আদেশ কহ।

বিচিত্র বিপুল এ নব জগৎ
নানা দিকে তার গেছে নানা পথ
দুর্গম, ভয়াবহ।

বলে দাও মোরে কোন পথে গেলে
যাহা দিতে চাও যাবনা তা ফেলে,
সিদ্ধি যাহা মম জীবনে তা মেলে;
পাঠালে যে কাজে মানব সমাজে,
সে কাজ করায়ে লহ।

অমৃতে গরলে দুঃখে আর সুখে
পাত্র ভরি ভরি রেখেছে সম্মুখে,
হৃদয়ে দিয়াছ ক্ষুধা,

দিয়াছ পিপাসা; করি যশঃ পান
সুকৃতি চাহিছে বাঁচাইতে প্রাণ,
শক্তি কি দাঁড়াবে না যদি সে পাবে
কোন খানে প্রেম-সুধা?

জগতে যাহারা সুখ দুঃখ ভাগী
দুঃখ ব্যথা সহি তাহাদেরি লাগি ;
তা যদি না জানে তারা,

তবু যেন পারি তাহাদের হিতে
তনু মন ধন যশোমান দিতে,
পীড়া অপমান শৃঙ্খল বহিতে,
বরণ করিতে কারা।

তুমি জীবনেশ, জীবন চালক,
শাস্তা দুর্জ্জনের, সজ্জন পালক,
তাহাই বুঝিতে চাই।

আমি শাস্তা নাহি, রাজ-দণ্ড তব
থাক তব হাতে ; মাথা পাতি লব
আমার যা সাজা তাই—

যদি চাটুবাদে অহঙ্কারে ফুলি
তব রাজাসনে আপনারে তুলি,
তোমারে ভুলিয়া যাই।

হে বিশ্ব-বিধাতা বিশ্বের চালক
তোমার আদেশ কহ,
আনিলে যে কাজে মানব সমাজে
সে কাজ করায়ে লহ।

ধরায় দেবতা চাহি

ত্রিদিবে দেবতা নাও যদি থাকে
ধরায় দেবতা চাহি গো চাহি,
মানব সবাই নহে গো মানব,
কেহবা দৈত্য, কেহ বা দানব,
উৎপীড়ন করে দুর্ব্বল নরে,
তাদের তরে যে ভরসা নাহি—
ধরায় দেবের প্রতিষ্ঠা চাহি।

সেকালে দেবতা গোলোক তেয়াগি,
মাটীর ধরায় মরের গেহে,
লইত জনম নর শিশুরূপে ;
বাড়িয়া উঠিত নারীর স্নেহে :
ধূলা বালু লয়ে খেলিয়া বেড়াত
আর দশজন শিশুরি মত ;—
আসিলে সময় দৈব বলে বলী,
দানবে দলিতে যাইত সে চলি,
হেলায় সংহারি দুরাচারগণে,
নিরাতঙ্ক করি সাধু সজ্জনে,
ফিরিয়া আসিত অপরাহত।

ত্রিদিব তেয়াগি আসে কি না আসে,
নরের আলয়ে নারীর কোলে,
আজিও দেবতা নর জন্ম লয়,
ধরণীর গ্লানি, গ্লানি করি ক্ষয়,
আলোকের দিকে টানিয়া তোলে।
ঐশ্বর্য্য আরাম চাহে ভুলাইতে,
স্নেহ প্রেম কত বাঁধিতে চায়
মাতা কাঁদে, জায়া শিশু দেয় কোলে
সকল বাঁধন কাটিয়া যায়।

বাহিরে বাতাসে যেই আর্ত্তনাদ,
যে রোদন ধ্বনি বহিয়া যায়,
শুনিতে শুনিতে অভ্যাস বশে
সকলে যাহা না শুনিতে পায়।
তাই ডেকে লয় নর দেবতায়
সংগ্রামে পশিতে দানব সাথে,
দানব-সংহার মানবেরি কাজ,
দধীচির হাড় ইন্দ্রের হাতে
বজ্র হয়ে আছে, রবে চিরদিন;
মানবেরে দিয়া দেবের জয়;
ত্রিদিবে দেবতা নাও যদি থাকে
ধরায় দেবতা নহিলে নয়। ✓

নবীনা জননীর প্রতি

হে নব জননি কর নিরীখন
তোমার শিশুর ললাট খানি,
বিধাতার হাতে আছে যে লিখন—
ভবিষ্য যুগের আশার বাণী।

তোমার শোণিত, অস্থিমজ্জা দিয়া
গঠিত এ শিশু। আনন্দ ভরে
ঢালিছ যে স্নেহ করুণা মাখিয়া
তা যেন না তারে দুর্ব্বল করে।

আজ যে তোমার সাধের পুতুল,
জীবন্ত খেলনা, ফুলের মালা,
এমনি রহিবে, ক'রনা সে ভুল,
জীবনে নিয়ত নূতন পালা।

টলমল পদে তোমারে ধরিয়া
দাঁড়ায়ে যে আজ হরষ লভে,
জীবন সংগ্রামে বহুদূরে গিয়া
দৃঢ়পদে তারে যুঝিতে হবে।

ভেঙ্গে দিও ভয়, আরামের মোহ,
বাড়ে যেন ধীরে বুকের পাটা,
আরোহিবে সে যে গিরি দুরারোহ,
কাটিয়া পাথর, দলিয়া কাঁটা।

৫—

লঙ্ঘিবে সাগর-তরঙ্গ ভয়াল,
এড়ায়ে আবর্ত্ত চালাবে তরী,
সম্মুখের ঘন কুয়াসার জাল
আত্মার আলোকে ছেদন করি।

সুখী হবে কি না?—হয় তো হবে না,
পাবে আর কিছু সুখের বাড়া;
আজ যাহা সুখ সুখ তা' রবেনা
কাল। কোথা সুখ বেদনা ছাড়া?

পারিনা বলিতে সুখী হবে কিনা;
জগতের সুখ বাড়াতে পারে;
খেলনা না করি কর ওরে বীণা,
বাজাও উহার নবীন তারে

যা কিছু রাগিনী মধুর গম্ভীর
তোমার মনের দেউলে বাজে,
যে মোহন তানে প্রাণ টেনে আনে
ছোট হতে বড় আশার মাঝে।

অনুকারীর প্রতি

পরের মুখে শেখা বুলি পাখীর মত কেন বলিস্?
পরের ভঙ্গী নকল করে নটের মত কেন চলিস্?
তোর নিজস্ব সর্ব্বাঙ্গে তোর দিলেন ধাতা আপন হাতে,
মুছে সেটুকু 'বাজে' হলি, গৌরব কিছু বাড়্‌ল তাতে?
আপ্‌নারে যে ভেঙ্গে চুরে গ'ড়তে চায় পরের ছাঁচে
অলীক, ফাঁকি, মেকি সেজন, নামটা তার ক'দিন বাঁচে?
পরের চুরি ছেড়ে দিয়ে আপন মাঝে ডুবে যারে
খাঁটি ধন যা সেথাই পাবি আর কোথাও পাবি না রে।

নারী নিগ্রহ

হে বাক্য-বণিক্ ধিক্, শত ধিক্!
কি কর দেশের কাজ?
কাগজে কলমে, বক্তৃতায় গানে
দেশ-প্রেম তব মহা বন্যা আনে,
পাষণ্ডেরা যবে প্রবেশিয়া ঘরে
স্বদেশি বধূরে অপমান করে,
তখন পাওনা লাজ?

হে ভণ্ড ধার্ম্মিক, ধিক শত ধিক্!
ধর্ম্ম কাহারে কয়?
প্রস্তর প্রতিমা, ইষ্টকের ঘর
তার চেয়ে শতগুণে পূজ্যতর
রমণীর মান—নারীর সম্মান,
এ কথা হৃদয়ে নাহি পায় স্থান?
গৃহের রমণী প্রেম-পুণ্য-খনি
সে কি রক্ষণীয়া নয়?

যায় দিন রাত গুটাইয়া হাত
শুধু পর-মুখ চাও;
হিন্দুর ধর্ম্মের করিছ বড়াই,
হিন্দু-সভ্যতার বল তুলা নাই;
সতী অতুলনা ভারতের নারী
বলি গর্ব্ব করি' ছাড়ি' অত্যাচারী,
সে সতীরে শাস্তি দাও।

যোগ্য শাস্তি থাকে দাও আপনাকে,
আপনার দুষ্ক্রিয়ার।
পোষা পাখী সম রুধিয়া পিঞ্জরে,
রেখেছ আজন্ম উড়ে যাবে ডরে,
তাই বঙ্গনারী পঙ্গু পক্ষাঘাতে,
তাই সে নিজেরে পারেনা বাঁচাতে
সে দোষ তো নহে তার।

নারীর দাবী

নব শক্তি রথে জ্ঞান দীপ্ত পথে
তরুণ বাঙ্গালী ভাই,
কে চলিছ আজ, উৎসাহে অধীর,
শত্রু দুর্নীতির, সত্য-যুদ্ধে বীর,
উদার হৃদয়, তোমাদের কাছে
দেশের নারীর দাবী যাহা আছে
আমি তাহা গেয়ে যাই—
তরুণ বাঙ্গালী ভাই।

খুলিয়া শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া পিঞ্জর,
শিখাও চলিতে ধরি তার কর,
শুদ্ধি নাহি বাড়ে অন্ধ কারাগারে।
উন্মুক্ত বাতাসে আলোক মাঝারে
তাহার ও যে আছে ঠাঁই—
বিধি দত্ত স্বীয় ঠাঁই।

তোমার ভগিনী, তোমার প্রেয়সী,
তাদেরে বাঁচাতে লেখনী ও মসী
নহে গো যথেষ্ট, চাহি বীর্য্য-অসি
চরিত্রের তেজঃ চাই।

জ্ঞানের আলোক, ন্যায়ের বিচার
মানবের জন্মগত অধিকার
তারে দিতে হবে ভাই।

সেবা সুখ আশে, হারাবার ত্রাসে
রাখিয়া নিরুদ্ধ সংকীর্ণ আবাসে,
রাখিয়া অজ্ঞান, রাখিয়া দুর্ব্বল
পুরুষেরো বল গেছে রসাতল,
নির্বীর্য্য হয়েছে দেশ ;
দৃঢ় হতে দাও তার দেহ প্রাণ,
রাখিতে শিখাও আপনার মান,
চিরদিন ডরে না মরিতে মরে,
তাই নির্য্যাতিতা দুর্ব্বৃত্তের করে,
এ দুর্গতি হোক্ শেষ।

নারী-জাগরণ

নারী-আত্মা এইবার জাগে,
প্রলয় আগুন বুঝি লাগে!
রেখেছিল যারে অন্ধকূপে,
জগদ্ধাত্রী জগন্মাতা রূপে
দাঁড়াবে সে সন্তানের আগে,
এই বার নারী আত্মা জাগে!

কাঁদিবে কতই চুপে চুপে
আপনার গৃহ অন্ধকূপে,
দীনা, হীনা, সর্ব্ব স্বত্ব ত্যাগে?
আজ সে যে আপনারে মাগে।

দাসত্বের ভেঙ্গে হাত কড়া
শাসনের ছিঁড়ে দড়ি দড়া
ছুটিয়াছে মুক্তি-অনুরাগে
যজ্ঞের বেদীর পুরোভাগে।



ঠাকুরমার চিঠি

পরম কল্যাণীয়া

শ্রীমতী * * * * * *

চিরায়ুষ্মতীষু

তোরা নাকি সভা করে' রমণীর স্বত্ব
সাব্যস্ত করিতে ব্যস্ত ? চিরন্তন তত্ত্ব
ছিল যাহা এত দিন, আজ তাহা শব্দ ?
এসেছে সাম্যের যুগ, স্বাতন্ত্র্যের অব্দ ?
বিভিন্ন পুরুষ নারী, কোথা ঠিক সাম্য ?
দু'য়ে মিলে পূর্ণ এক, বিধাতার কাম্য।

তোরা মাতা, তোরা জায়া, তোরা যে রে ভগ্নী.
গৃহে জ্বালাস্ বাতি তোরা রন্ধন শালে অগ্নি ;
তোদের সুখে রাখবে বলে খাটে পতি পুত্র,
বিপথ হতে টেনে নিতে তোরা পুণ্য সূত্র।
পিতা পতি পরিজনের তোরা মধ্য বিন্দু,
ফিরে যেমন দিবা নিশি ধরা চাহি ইন্দু,
তেম্নি চলে কর্ম্ম পথে তোদের দিকে দৃষ্টি ;
দুই প্রেমে রক্ষা পায় দুই প্রেমের সৃষ্টি।

নিজের রক্ত মাংসে গড়া প্রাণের বাড়া পুত্র
মায়ের বক্ষঃ ছাড়া হবে নিরাপদ কুত্র ?

মা-বহিন বিনা তারে দিয়া সর্ব্ব শক্তি
কে শিখাবে সত্যে প্রীতি, ভগবানে ভক্তি ?
কে শিখাবে—এই গৃহ, স্বজন, স্ববংশ,
স্বদেশ, স্বজাতি, যার সেও এক অংশ ?

শ্যামা ধরা, নীল নভঃ, সলিল তরঙ্গ,
নিত্য যেথা তুষ্ট করে তার সর্ব্ব অঙ্গ,
আজন্মের পরিচিত সে ভূমির তক্ত
কে শিখাবে তার হিতে দিতে নিজে রক্ত ?
কে শিখাবে আলস্য ও ভিক্ষায় কি লজ্জা,
কে শিখাবে কত তুচ্ছ বাহ্য সাজ সজ্জা ?
কনিষ্ঠেরে দিতে স্নেহ, আনুগত্য জ্যেষ্ঠে,
দুর্ব্বলে করিতে ক্ষমা, সম্মানিতে শ্রেষ্ঠে,
অসমর্থে দিতে অন্ন, অশিক্ষিতে শিক্ষা
কে শিখাবে ? কোথা হবে দ্বিজত্বের দীক্ষা ?

তোরা মাতা, তোরা জায়া, তোরা ভগ্নীরত্ন,
প্রাণ দিয়া প্রিয়জনে দিস্ সেবা যত্ন ;
তোদের হাতে মানুষ যারা খেলে যারা সঙ্গে
মনে তাদের যায় না কিছু ?—সেবা মিলায় অঙ্গে ?
দেহের সাথে ওরে নারী চাহিস্ মনের ঋদ্ধি,
তবেই মাতা ভগ্নীরূপে নারী জন্মের সিদ্ধি।
আপন মায়ের স্নেহ স্মরি পরের মায়ের দুঃখ
দেখে চিত্ত আর্দ্র হবে, হোক্ না যত রুক্ষ ;

মনে করি আপন বোনের মুখ নিষ্কলঙ্ক,
শিহরিবে পরের বোনের গায়ে দিতে পঙ্ক।
পায়নি যে গেহ সুখ, স্নেহের সৌভাগ্য,
জানে না মমতা-ব্যথা, দেশ মাতা শ্লাঘ্য
তার কাছে হবে নারে, জেনে রাখ সত্য ;
মা যে কি, তা মারই কাছে শিখিবে অপত্য
আলস্যেতে বিলাসেতে তোরা হলে মগ্ন,
গৃহ হবে লক্ষ্মীহারা, পরিবার ভগ্ন।
গৃহ দেবালয় হতে তুলে নিয়ে নেত্র,
হাট, ঘাট, রাজপথ করি কর্ম্মক্ষেত্র,
ধূলিলিপ্ত, স্বার্থ-অন্ধ, ঈর্ষ্যা ও দ্বন্দ্বে
ভুলে যাবি রমণীর গতির স্বচ্ছন্দে।
'ফ্যাশানের' ব্যসনের বিষপানে মুগ্ধ
বিষাক্ত হবেরে হায় জননীর দুগ্ধ !
ওরে যিনি জগন্মাতা, যিনি জগদ্ধাত্রী
তাঁর কর্ম্মসংসাধনে নির্ব্বাচিতা পাত্রী
তাঁর প্রতিনিধি তোরা , নহ তোরা তুচ্ছ,
ভিতরে বাহিরে পাতা সিংহাসন উচ্চ ;
মনে রাখ সেই কথা, শ্রদ্ধায় বিনম্র,
বাৎসল্যে কোমল চিত্ত, শুভ কর্ম্মে কম্র।

আশীর্ব্বাদিকা
ঠাকুরমা।

পুনশ্চ।

বেছে বেছে মিঠা বুলি
পারি নাই লিখ্‌তে,
বুড়া কালে সময় বা কৈ
নূতন করে শিখ্‌তে?
মনের চিন্তা জানাতে চাই,
কথায় ফুলের মাল্য
গাঁথুক সুখী সৌখীনেরা
আছে যাদের বাল্য।
পোক্ত মোটা কাপড় যেমন,
নাহোক সৌখীন সজ্জা,
শীত নিবারে, ঢাক্‌তে পারে
কুলবধূর লজ্জা,
মোটা চিন্তা তেম্‌নি নব
উচ্ছৃঙ্খলার মধ্যে,
তোমার যেন লাগে কাজে
অয়ি অনবদ্যে।

নাতিনীর জবাব

পরমারাধ্যা

শ্রীযুক্তা পিতামহী দেবী—

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু

ঠাকুরমা গো, যা বলেছ, সব কথাই ঠিক,
তবে কিনা—থাকতে পারে আরও একটা দিক্
নবীনাদের থাকতে পারে আরও অনেক আশা,
জায়া আর মা হতেই শুধু ভবে আসা
মনে ক'রতে চায় না সবে। মধ্য বিন্দু হয়ে
থাক্ না গৃহগ্রহে নারী, পতি পুত্র লয়ে—
(কন্যারে না হেলি!) কিন্তু ঘরের বাহিরে
স্ববংশ, স্বজাতি কিম্বা আর যারা ফিরে
জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ কিবা দীন,—যাহাদের দিকে
শ্রদ্ধা মৈত্রী শিখাইতে হবে পুত্রটিকে—
নারীরূপে স্বতঃ কিছু তাহাদের প্রতি
কোনই দায়িত্ব নাই? বিনা পুত্র পতি
ভাবিবায় নাহি কিছু? নিজ পুত্র হিতে
সহস্র পুত্রের কথা হয় না ভাবিতে?
যে দেশ আমার দেশ তাহার কল্যাণ
শুধু গৃহ-কোণে বসি যদি করি ধ্যান,

তাহাই যথেষ্ট হবে ?—এতকাল তবে
কেন এ সতীর দেশ এত হীন ভবে ?

জানি, এই মর্ত্ত্যধামে মাতৃত্বের মত
কিছু নাই রমণীরে রাখিতে সংযত,
শুদ্ধির শান্তির পথে। পূত সে অনল
আত্মোৎসর্গ মহাযজ্ঞে, সেই দেয় বল
অবলার ক্ষীণ দেহে ; গৃহপরিবার
সমাজ, স্বদেশ, সবই সৃষ্টি ছিল তার।
কিন্তু হায় ! গৃহ যাহা, যদি কালে কালে
কারাগার রূপ ধরে, যজ্ঞাগ্নির জ্বালে
যদি মার দেহ আত্মা হয় ভস্মসার,
তবু সরি' দাঁড়াবার নাহি অধিকার ?
জননীর স্থান গৃহে, মানি শতবার,
এও জানি, রুদ্ধদ্বার গৃহে আপনার
কুব্জ করি, পঙ্গু করি, স্নেহের খাঁচায়
অন্ধ কাপুরুষ করি, সন্তানে বাঁচায়
অন্ধ স্বদেশিনী তব দাস্য তরে ;—তা কি
হে বরেণ্যে বর্ষীয়সি, জানিবার বাকী ?
যৌবনে সন্তান যবে বিবেকের ডাকে
ছুটি চলে, পিছে টেনে কে তাহারে রাখে
অবোধ স্নেহের বাঁধে, ঢালি অশ্রু-ধার ?
এই সব প্রতি নিধি জগৎ মাতার !

কে না বলে বর্জ্জনীয় বিলাস, ব্যসন,
আলস্য জড়তা ? কিন্তু স্বতন্ত্র আসন
রাষ্ট্রে ও সমাজে, নারী যদি দাবী করে,
তাহারে বলিবে কেন—"রহ নিত্য ঘরে,
ভগ্নী জায়া মাতারূপে ; পতি পুত্র ভাই
তোমাদের প্রতিনিধি, যা করিবে, তাই
হবে তোমাদেরি কর্ম্ম ; দুলায়ে দুলালে
মাতা মাতামহীরূপে শিশুটির ভালে
লেখ বসি রাজটীকা ?" সন্তানেরি তরে
চাহি মার দূর দৃষ্টি। সঙ্কীর্ণ এ ঘরে
চিন্তা রহে সীমাবদ্ধ ; স্নেহ, শঙ্কাময়,
সন্তানেরে মুক্তি দিতে সদা পায় ভয়
কয়েদীর পায়ে যেই লোহার শিকল,
অন্যে দিতে পারে ভেঙ্গে, যদি থাকে বল,
আত্মা ঘিরে চিন্তা-চেষ্টা-দৃষ্টি-শক্তিহারী
অজ্ঞানের যে শৃঙ্খল পরি আছে নারী
ভাঙ্গিতে তা হবে তার আপনারি হাতে,
হ'তে হবে পরিচিত জগতের সাথে।

ধর্ম্ম কর্ম্ম মানবের শুধু গৃহে নয়,
ভ্রাতা আর পতি সহ যদি যেতে হয়
দূরে ক্ষেত্রে, যাবে নারী আনন্দে নির্ভয়,
তাহে তার নারীত্বের নাহি অপচয়।

পিচ্ছিল বহুল পথ, স্বার্থ-ধুলি-জালে
ভরা বহু কর্ম্মক্ষেত্র—তাই সর্ব্বকালে
নারীরে রাখিবে তুলে সন্দেহে সভয়ে
জড়ত্ব প্রতিষ্ঠা করি, গৃহ দেবালয়ে
পূজার প্রতিমারূপে ? সেই পূজা, হায়,
প্রতিমাই লয় কিম্বা পূজারীই পায় ?
নারী সচেতনা, নহে মৃন্ময়ী প্রতিমা,
শিখুক সে স্বাধীনতা সংযমের সীমা।
আপনারে রক্ষা করি স্বাধীনা যে রহে,
সুরক্ষিতা সেই নারী, মনুও তো কহে।
নারীর যে সিংহাসন উচ্চে, তাহা জানি
বহী আর বক্তৃতায়। যিনি মহারাণী
গৃহ সিংহাসনে তার স্বত্ব কতখানি,
কত দিন ? বৈধব্য ও দারিদ্র আসিলে
কত খানি রাজপূজা তার ভাগ্যে মিলে ?
আর, দেখনা কি নিত্য কন্যার দুর্গতি—
পিতৃ-অর্থে ক্রীত নরে বরে যে সে পতি ?
এরূপে বাড়িছে শ্রদ্ধা আপনার প্রতি !!

পত্নীরূপে, মাতৃরূপে গৃহধর্ম্ম বিনা
সর্ব্বথা নারীত্ব ব্যর্থ, একথা মানি না।
বিজ্ঞান কি শিল্প যদি করে আকর্ষণ,
অ-নারী সে নহে যদি সঁপে তাহে মন

অসহায় শিশুটীর মাতা যেই আজ
চিরদিন রহিবে না একই তার কাজ।
গৃহরক্ষা, শিশুচর্য্যা রহিবে কি স্থির
মাতামহী, পিতামহী, প্রবীণা নারীর ?
বিধবার, অপুত্রার, অনূঢ়ার তরে
সেবার সুযোগ যদি নাহি থাকে ঘরে,
পাবে না সে অনুমতি হতে সর্ব্বত্যাগী
সমাজের স্বদেশের কল্যাণের লাগি ?

নারী কন্যা, নারী মাতা, নারী ভগ্নী জায়া,
মুক্ত হস্তে বিশ্বনাথ স্নেহ দয়া মায়া
ধৈর্য্য ধন দিয়াছেন তাহার অন্তরে,
বিশ্ব শিশু মানবের পালনের তরে।
গৃহ তার কর্ম্মভূমি আরামের স্থান
স্বভাবতঃ, তাই বুকে চাপায়ে পাষাণ,
শৃঙ্খল পরায়ে পায়ে, রাখে যদি ঘরে
পিতা, ভ্রাতা, পতি—আর পুত্র তার পরে,
কোথা রহে রমণীর মাতৃত্ব গৌরব,
তার আত্ম-উৎসর্গের সৌন্দর্য্য সৌরভ ?

জায়া মাতা হতে সবে পারি কি না পারি,
সর্ব্বাগ্রে আমরা নারী সর্ব্বশেষে নারী।

আমাদের আত্মা আছে, দেহে আছে প্রাণ,
অমৃতের পুত্রী মোরা আলোক-সন্তান।
আত্মার বিকাশ চাহে নানা দিক্ দিয়া
এ নব যুগের নারী, ভীতি বিসর্জ্জিয়া।
শুচি রুচি তোমাদের আশীর্ব্বাদ বলে
ইহাদের আশা যেন সুপথেই চলে।

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষিনী

নাতিনী

নাতবৌর জবাব

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু

ঠাকু'মা, লিখেছ চিঠি নাতিনীর কাছে,
ভুলে গেছ মূর্খ এক নাত-বৌ আছে ;
বিদ্যা বেশী নাই তার, কলেজে পড়েনি,
জীবনের বড় কোন আদর্শ গড়েনি,
তোমার পৌত্রীর মত ; কিন্তু গৃহকাজে
চিরকাল ছিল দক্ষ। এবে মাঝে মাঝে
'ফ্যাশানের ব্যসনেতে ঢালি আপনারে
খুঁজিছে নূতন পথ, খুসী করিবারে
পৌত্রে তব। নিজ হাতে রন্ধনশালায়
সেকালের মত নাহি উনান জ্বালায় ;
বিজলির বাতি আর গ্যাস রেঞ্জ জলে
বিনা কাঠ সলিতায়। পাখা যদি চলে,
কেদারায় বসে রাঁধা সে বড় আরাম,
চোখেতে লাগেনা ধোঁয়া, মুখে নাই ঘাম।
তবু যবনের রাঁধা ইংরাজের খানা
স্বামী সঙ্গে খায় সবে ; করিবে কি মানা ?
"যে না খায়, স্বামীসহ সর্ব্বত্র না যায়,
খেলেনা টেনিস, ব্রিজ, সে তো মাথা খায়
আপনারি—স্বামী তার হবে তা ছাড়া"—
শুনে ভয়ে ভয়ে মরে ; কাণ রাখে খাড়া

শিখিতে ইংরাজী বুলি মেমেদের সুরে,
রাখে সাবধান দৃষ্টি নিকটে ও দূরে,
বেশ, ভঙ্গী, হাব ভাব, দস্তুর সকল,
শ্লীলতা ও অশ্লীলতা করিতে নকল।
বধূর সলজ্জ দৃষ্টি, মুখ বুজে থাকা,
তাই লজ্জাকর এবে ; কথা পাকা পাকা,
তুরন্ত্‌ জবাব দিতে পারে যেই নারী
তাহারি সুখ্যাতি আর সমাদর ভারী !
ঠাকুরমা গো, আগেকার মত দেশকাল
কিছু নাই। দাস দাসী থাকে এক পাল,
তারা দেখে শিশুদের ; শিক্ষয়িত্রী আছে
এ ছাড়া ; তবেই বল, মা বোনের কাছে
বেশী কি শিখিবে ? আর সময় বা কত
মার কিম্বা ভগিনীর ? দিন যায় যত
ঘরের বাহিরে বাড়ে কর্ত্তব্য-তালিকা,
ব্যস্ত থাকে পিতামাতা, বালক বালিকা।
আছে সভা, সম্মিলন, খদ্দর প্রচার,
গীতি সংঘ, নীতিপীঠ ; আছে থিয়েটার,
বায়স্কোপ, স্বদেশীয় ;—জীবনটা নেহাত
নহে নিরানন্দ পূজা—চাহি যাতায়াত
ইংরাজ দোকানে। পরি উপরের শাড়ী
মোটা খদ্দরের বলে, হ্যাথ্‌ওয়ের বাড়ী
যেতে নাই, ভেবনা তা। নতুন ফ্যাশানে
ব্লাউস বানাব, তাতে দোষ কোন খানে ?

আশ্চর্য্য ফ্যাশান বস্তু ! সে যে বহুরূপী
অখণ্ড, অভিন্ন সত্য। আসে চুপি চুপি
বিস্মৃত অতীত বেশে। তোমাদের আগে
যা ছিল এ বাঙ্গলায়, আজ অনুরাগে
তাহাই শোভন বলে য়ুরোপীয়া নারী—
(আমরাও বলি তাই—নিত্য অনুকারী)
চোখ ঝলসান, অতি উজ্জ্বল বরণ,
স্বল্প আবরণ আর বহু আভরণ।
'কালচার' (কুল চুর ?) চলেছে বাড়িয়া,
'আর্টের' উৎকর্ষ পদে দিয়াছি ছাড়িয়া
পূর্ব্ব সংস্কারের যত 'ভাল' 'মন্দ' বুলি—
যে না পারে তাকাইতে চোখে দিক্ ঠুলি।
ঠাকু'মা, বলিতে গেলে কথা চলে বেড়ে,
খোসা ফেলে দানা ক'টি লও তুমি ঝেড়ে।
আসল কথাটি এই—পুরুষে যা চায়
নারী তাই হতে পারে, তাই হয়ে যায়।
তারপর সেই হওয়া চালায় তাহারে
স্বর্গে কি পাতালে, গতি রোধিতে সে নারে।
"নিজ লক্ষ্য স্থির রাখি চলুক না নারী
স্বাধীনা সঙ্গিনী ?"—তাতে প্রশ্ন ভারী ভারী
এস পড়ে ; এ বিদ্যায় কুলায় না তার
সুমীমাংসা—চিঠি সাঙ্গ হোক এইবার।

প্রণতা সেবিকা

নাতবৌ

পুনশ্চ।

আমার এ চিঠি থেকে যদি বুঝে থাক,
দূষিয়াছি পৌত্রে তব, তবে শুনে রাখ,
শিব সম স্বামী মম, স্নেহময় অতি,
অমল উদার প্রাণ। আমি ভাগ্যবতী।

নাত্ বৌ

পুনঃ পুনশ্চ—

ঠাকুরমা,

চিঠি লিখিছেন দেখি চুপি চুপি এসে
পিছে থেকে পড়ে নিয়ে মরিতেছি হেসে।
যে সার্টিফিকেট খানি বধূ, বুদ্ধিমতী,
দেছেন পুনশ্চ জুড়ি, মূল্যবান্ অতি।
পৌত্র স্নেহবশে তুমি পাছে কর রোষ
তাই এই স্তুতিটুকু, আগে দিয়া দোষ।
ঠাকু'মা একথা গুলি বুঝাও তো তারে—
কে কি চায়, কি যে পায়, কে চালায় কারে

তোমার স্নেহের

পৌত্র



শোকে আশীর্ব্বাদ

(শ্রীমতী বাসন্তী দেবীর প্রতি)

ওগো পতিপ্রাণা, আজ চাও মুখ তুলি,
আজ যাও ক্ষণিকের বিচ্ছেদেরে ভুলি।
এ নহেগো তিরোধান। এযে অধিষ্ঠান
লক্ষ বক্ষে, লভি নব, নবতর প্রাণ।
তোমার বিজয়ী বীরে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া
হেরগো, সমগ্র দেশ লইছে বরিয়া ;
সে নহে তোমারি শুধু। তারে ভালবাসি
লয়েছে আপন করি তব দেশবাসী,
তোমারেও করিয়াছে তাই আপনার,
বাঁটিয়া লইছে তব বেদনার ভার।
তাহাদের দুঃখ দৈন্য লও বুকে তুলে
আজ হতে ; মৃত্যু শোক যাও তুমি ভুলে।
কার মৃত্যু ? লক্ষ বক্ষে যে পেয়েছে ঠাঁই
সে কি মরে দেহ নাশে ? মৃত্যু তার নাই
তুমি যার ছিলে জায়া, সখী ও সচিব,
বঙ্গের হৃদয় গেহে সে যে চিরঞ্জীব।

অয়ি পতি-ভাগ্যবতি, অয়ি অবিধবে,
পতির আরব্ধ যজ্ঞ সমাপিয়া, ভবে

ধন্য হোক্ জন্ম তব। কর তুমি বাস
ইহ পর দুই লোকে। হোক্ পরকাশ
সেথাকার প্রেমালোক হেথা অন্ধকারে
এ আশীষ, হে কল্যাণি, করি বারে বারে

জুন, ১৯২৫

শ্মশানপথে দেশবন্ধু

১

দেশবন্ধু, দেশ তব আজ মূর্ত্তি ধরি
শোকাতুর জনতার, ভক্তি নম্র চিতে
বাড়াইয়া লক্ষ বাহু, আসিয়াছে নিতে
প্রাণহীন দেহ তব। দ্বিধা পরিহরি,
বাল বৃদ্ধ যুবা নারী, পথ ঘাট ভরি,
দাঁড়াইয়া। ব্যাকুলতা আঁখিতে আঁখিতে,
জন্মশোধ প্রিয় মূর্ত্তি বারেক দেখিতে ;
তাই উদ্বেলিত অশ্রু রাখিছে সম্বরি।
মুদিত প্রতিভা দীপ্ত উজ্জ্বল নয়ন,
ও মুখে নাহি সে ভাষা উদ্দীপনাময়ী,
দেশহিত তপস্যায় ভগ্ন দেহখানি
পুষ্প স্তূপ মাঝে আজ করিয়া শয়ন
চলেছে শ্মশানপথে। দেশ চিত্তজয়ী,
কোন্ মন্ত্রে লক্ষ প্রাণী আনিলে আহ্বানি ?

২

নিঃশেষে তোমারে তুমি, ওগো মহাপ্রাণ,
দেশ জননীর পদে যবে সঁপে দিলে
পূজায় নৈবেদ্য রূপে, কিছু না রাখিলে
লুকাইয়া কোন খানে, সে অপূর্ব্ব দান
তোমারে ভিখারী করি বাড়াইল মান
কুলের, দেশের তব। যবে ধনী ছিলে
ছিলে দূরে, দারিদ্রেরে যবে বরি নিলে,
লক্ষ দেশবাসী বক্ষে করি নিলে স্থান।
অকস্মাৎ মৃত্যু তোমা নিয়ে যায় ছিনে,
তাইতো বিষম ব্যথা লক্ষ বুকে আজ,
আশা সূর্য্য অস্তমিত হেরি মধ্য দিনে,
মেঘ শূন্য নীলাম্বর হানে গুরু বাজ।
প্রাণহীন দেহ তব লবে চিতানল,
তবু দেশ চিত্তে তুমি রবে সমুজ্জ্বল।

জুন, ১৯২৫

সিরাজদ্দৌলার সমাধি দর্শনে

১

মাতামহ পার্শ্বে প্রিয় দৌহিত্র শয়ান—
দুর্ললিত, দুর্দ্দান্ত, যে নানা অত্যাচারে
করেছিল জর্জ্জরিত, ভীত, বাঙ্গালারে ;
হৃতরাজ্য, না পাইয়া দাঁড়াবার স্থান
কৃতঘ্ন ঘাতক হস্তে যার অবসান
অগৌরবে। সত্য মিথ্যা নানা কথা তারে
করিয়াছে ভয়ঙ্কর। কে বলিতে পারে
সে কি ছিল—সর্ব্বদর্শী বিনা ভগবান ?
সুন্দর কিশোর তার নিভৃত হৃদয়ে
কি ছিল পৈশাচ ক্রুর, পাপের আবহ ?
কিবা ছিল বালকের দীপ্ত কৌতূহল ?
কি ছিল সংকল্প সাধু—গেল ব্যর্থ হয়ে—
যার পরিচয় লভি, বৃদ্ধ মাতামহ
অতিশয় স্নেহে তারে করিলা দুর্ব্বল ?

২

চিত্রপটে মূর্ত্তি তার নহে মনোহর,
ইতিহাসে সে চরিত্র কলঙ্ক মণ্ডিত,
তার দুষ্কৃতির কথা শুনি শিহরিত
এ দেশের বাল বৃদ্ধ যত নারী নর
সার্দ্ধৈক শতাব্দী ধরি। এত কাল পর
কাল চক্র আবর্ত্তনে হইছে খণ্ডিত

বহু অপবাদ তার। ধিক্কৃত, দণ্ডিত
তার তরে করুণায় ভরিছে অন্তর।
তাহার সৌন্দর্য্য, যাহে মাতামহ-চিত
ছিল মুগ্ধ, তুষিত কি পরের নয়ন?
নাহি জানি। বৃদ্ধ যুবা উভয়ে সমান
রূপহীন অস্থি আজ, ব্যথা বিরহিত।
তবু দেখি কাছাকাছি দোঁহার শয়ন
দর্শকের দৃষ্টি করে অশ্রুজলে স্নান।

৩

রুষ্ট ভাগ্য-লক্ষ্মী মুখ ফিরাইছে যবে,
বিশ্বাসঘাতক দল যবে চুপে চুপে
পাতিছে বিষম ফাঁদ, সর্ব্বনাশ কূপে
ফেলিতে তোমায়, ঘোর বিপদ অর্ণবে
ভাসাইতে নিজেদেরে, হে সিরাজ, তবে
বলেছিলে,—"এ যাত্রায় বাঁচিলে, একরূপে
পালিব রাজার ধর্ম্ম, সকলে এ ভূপে
স্মরিবে আনন্দে, নাম ভক্তিভরে লবে।"

অশ্রুসিক্ত চক্ষে তব ক্ষণেকের তরে
নির্দ্দয় নিয়তিরূপে গেল দেখা দিয়া
অতীতের কর্ম্মফল। পেলেনা সুযোগ
করিবারে প্রায়শ্চিত্ত অনুতাপ ভরে,
করিবারে প্রতীকার সুকৃতি সঞ্চিয়া,
গেলে শুধু দুষ্কৃতির করি দণ্ডভোগ।

ডিসেম্বর, ১৯২৪

প্রণতি

১

এক যিনি অদ্বিতীয়, অখিল বিশ্বের যিনি নাথ,
সকল মানব সন্তান যাঁর, তাঁরে করি প্রণিপাত,
করি বিনয়ে প্রণিপাত।
সকলের শির তাঁহার চরণে একত্র হইলে নত,
সকল গর্ব্ব দম্ভ ও দ্বেষ নিমেষে হইবে হত;
সকলের তিনি পিতা ও পালক, বন্ধু অপক্ষপাত,
অসীম জ্ঞানের, প্রাণের উৎস, আছেন সবারি সাথ।
করি তাঁহারে প্রণিপাত।
তাঁরে পিতা জানি, তাঁরে প্রভু মানি, চিনিব মানুষ-ভাই
তাঁর স্নেহ কোলে হেরিব সকলে, জাতি-বর্ণ-ভেদ নাই;
তখন ধরিব, মাগিয়া কল্যাণ, সকলে সবার হাত,
আসিছে সে শুভ পুণ্যের যুগ, আসিছে সুপ্রভাত—
করি তাঁহারে প্রণিপাত।

২

জীবন্ত ঈশ্বরে ভাই হের সবে জীবনেরি মাঝে,
জেনো ভাই, তাঁর বাণী মানবের অন্তরেতে বাজে,
যুগে যুগে, দেশে দেশে। যে শুনেছে অতন্দ্রিত চিতে
ধন্য সে হয়েছে নিজে, গেছে রেখে জগতের হিতে

মানবের জীবনের মহত্তম শ্রেয়ঃ-সমাচার,
সহি গেছে অত্যাচার, অপমান, লাঞ্ছনা অপার,
শান্ত মনে। আত্মা মাঝে যেই বাণী শুনিয়াছে, তারে
মুখে অস্বীকার করি, চাহে নাই প্রাণ বাঁচাবারে;
দেবতার সেনাপতি মানবেরে করে নাই ভয়,
মরেছে সত্যের তরে, সত্য তাই লভিয়াছে জয়।
এমনি যে কত দেশে কত জ্ঞানী, কত ধর্ম্মবীর,
আসিয়াছে যুগে যুগে, কত প্রেমী, কত সাধু পীর,
প্রেরিত, পয়গম্বর, যুগাচার্য্য, পুণ্যশ্লোক নবী,
কত সত্য-দ্রষ্টা ঋষি, দিব্য দৃষ্টি, ভক্তিমান্ কবি;
জনমিয়া অন্ধকারে আনিয়াছে আলোক উজ্জ্বল,
স্বর্গের নিকটতর করিয়া দিয়াছে ধরাতল।
এই মহা-মানবেরা গাঁথিয়া তুলেছে স্তরে স্তরে
সত্যের মন্দির উচ্চ, মহেশের অর্চ্চনার তরে।
তার মাঝে মিথ্যা যদি প্রবেশিয়া থাকে ফাঁকে ফাঁকে,
পরযুগে নব ঋষি প্রাণপণে সরাইছে তাকে।
সত্য যাহা লভিয়াছি, আনত মস্তকে, তার তরে
অতীতের সর্ব্ব সাধু জনে নমস্কার করি ভক্তিভরে।

৩

তবু মহেশের বাণী অতীত পৃষ্ঠায় শুধু যাবনা খুঁজিতে,
পুরাতন প্রথা ধরি, বিস্মৃত ভাষায় তাঁরে রবনা পূজিতে;
জীবন-দেবতা যিনি বর্ত্তমানে ধরা হতে যান নাই সরি',
ভক্তের জীবন সাথে তাঁহার প্রেমের লীলা চির সাঙ্গ করি'।

শুদ্ধ নহে বাণী তাঁর; শুনিবারে নিশিদিন কে আছে উৎসুক?
আত্মার বিজনে নামি শুনিবে সে, শুদ্ধ, শান্ত, নিত্য জাগরূক।
আজ শত কোলাহল ভেদি' মৃদুবাণী পশিছেনা প্রাণে,
"যেথা প্রেম সেথা স্বর্গ"—শোন নাই কে আছ এখানে?
মানবেরে দিলে প্রীতি, জানিয়াছি প্রীত ভগবান;
মন্দির জীবন শুদ্ধ, সেথা তাঁর নিত্য অবস্থান।
চিন্তা কথা কর্ম্মে মোরা নিত্য যেন হই শুদ্ধতর,
আজ পরমেশ পদে মাগি সবে এই শ্রেষ্ঠ বর॥

২রা জুন,
১৯২৯

নিশানা

ধীরে ধীরে বাও, মাঝি, ধীরে ধীরে বাও,
বলে দেব, কোন্ ঘাটে লাগাবে এ নাও।
দিকে দিকে গেছে খাল, দেখি নাই কত কাল,
নিশানা যা ছিল, জলে ভেসে গেছে তা'ও—
ধীরে ধীরে বাও, মাঝি, ধীরে ধীরে বাও।

গাছে ভরা দুই কূল, দিনেতে হ'তনা ভুল,
দেখা যেত ফাঁকে ফাঁকে আমাদের গাঁও;
চতুর্থী চাঁদের আলো, ঠাহর হয়না ভাল,
সুধাব এমন জন দেখিনা কোথাও;
ছিল লোক যত চেনা, কেহ পথ চলিছে না,
ধীরে যাও, দুই পারে চেয়ে চেয়ে যাও।

দেখতো কেয়ার ঝাড়, আর পূর্ব্ব দিকে তার
বড় শিমুলের দেখা পাও কি না পাও।
সর্ব্বাঙ্গ সাজায়ে ফুলে, হিজল দাঁড়ায়ে কূলে,
ঝুঁকে মুখ দেখে জলে? ভাল করে' চাও,—
বাঁকা হিজলের মূলে বাঁধিব এ নাও,
এ আঁধারে ধীরে, মাঝি, কিছু ধীরে বাও।

৯ই এপ্রিল,
১৯২১

বরিশালের মাঝি

বাবু।

সন্ধ্যার আগে নামাবে তো? কসে' গুণ টান,
দেখাও দাঁড়ি, কেমন তুমি ডাঙ্গায় চল্‌তে জান।
নদীর দেশে বাড়ী তোমার, সমুদ্দ্রের কাছে,
মনের সুখে খাও তুমি ভাতে আর মাছে;
সামনের বাঁকে ভারী জঙ্গল, চলবে তাড়াতাড়ী,
সন্ধ্যার আগে নেমে যেন যেতে পারি বাড়ী।

মাঝি।—(বাবুর প্রতি)

উজান সোতে গুণ টান্যা যাই, বদ-র, বদ-র,
দড়ি ছেঁড়ে, নাও ঘোরে, বাবুর লাগে ডর।
ভয় না কর বাবু সাইব বস্যা তামুক খাও,
ছইয়ের তলে চক্ষু বুজ্যা খানিক ঘুমাও,
সাঁঝ না হইতে নাও ছাড়্যা যাবা শ্বশুর বাড়ী,
এতো তরে তরে যাওন, আর তো নাই পাড়ি।

[চলিতে চলিতে আপন মনে]

জলে জলে নৌকা বাই, বিলে ধরি মাছ,
জঙ্গলে জঙ্গলে গিয়া কাট্যা আনি গাছ,
বাখরগঞ্জে বাড়ী আমার বড় গাঙ্গের ধারে,
ডাঙ্গার বাঘ জলের কুমৈর ভয় বা করি কারে?

মধ্য গাঙ্গে তুফান ওঠে—মরজি দেবতার—
মাঝি বসে হালটি চাপ্যা, মাল্লা ঠেলে দাঁড়,
ঢেউর তালে নৌকা নাচে, স্ত্রীলোক কান্দ্যা মরে,
ঘুমের শিশু বুকের মাঝে শক্ত কর্য্যা ধরে ;
বিধবা কয় জনম হৈলে মরণ আছেই আছে,
কিসের ক্ষেতি, দুদিন আগে না হৈয়া দুদিন পাছে ?
শক্ত হাতে ঠেলি দাঁড়, গাঙ্গে দিই পাড়ি,
জলের দ্যাশে বাড়ী আমার, জলের দ্যাশে বাড়ী।

মায়ের কোলে চড়্যা আমি ডোবায় দিছি ডুব,
দাদার লগে খালে নাম্যা সাঁতার শিখলাম খুব
বাপের নায়ে ফেরলাম কত দ্যাশ দ্যাশান্তর,
ঝড়ে পড়লাম বার সাতেক—বদ-র, বদ-র।
গৌর বরণ কালা হৈল, ধলা হৈল ক্যাশ
একটা আছে বড় পাড়ি সকল পাড়ির শ্যাশ।

এপ্রিল ১৯২১

———

গাঙ্গ যে মোরে বোলায়

১

গাঙ্গ্ যে মোরে বোলায়, মাগো, গাঙ্গ্ মোরে বোলায়,*
"আয়রে মানিক, দোল [illegible] ধলা ঢেউ দোলায়।"
ঐ যে ঢেউর পাছে [illegible]রা দেখ্ছ না কি কেউ ?
মাথা-তুল্যা,* হাত বাড়ায়্যা,* গাঙ্গ্ মোরে বোলায়—
মাগো, গাঙ্গ্ যে মোরে বোলায় !

২

ঘুম ভাঙ্গ্লো দুফর* রাইতে* বুকটা ধড়ফড়ায়
দুই চক্ষু আন্ধার ঠেল্যা* গাঙ্গের দিকে চায়,
বাঁশের খুঁটি লড়্যা* ওঠে, ব্যাড়ার* ব্যাতের* বাঁধন ছোটে,
তোমার কাঁদন কাঁটার মত ফোটে আমার গায়,
এমন কালে বোলায় গাঙ্গ্—"আয়রে মানিক আয়।"
মাগো গাঙ্গ্ যে মোরে বোলায় !

বাখরগঞ্জের কোন মুসলমান মাঝি নৌকাডুবি হইয়া মারা যাইবার পর তাহার বিধবা তাহার বালক পুত্রকে নৌকায় মাঝির কাজে যাইতে দিতনা। কোন এক রাত্রে যখন সমুদ্রের সন্নিহিত নদীতে জোয়ারের জল প্রবেশ করিতেছে, বানের শব্দে জাগিয়া উঠিয়া বালক এইরূপ বলিতেছে।

বোলায় = ডাকে। তুল্যা = তুলিয়া, তুলে। বাড়ায়্যা = বাড়াইয়া, বাড়িয়ে। দুফর রাইতে = দুপহর (দ্বিপ্রহর) রাত্রে। আন্ধার = অন্ধকার। ঠেল্যা = ঠেলিয়া, ঠেলে। লড়্যা = লড়িয়া, নড়িয়া। অসমপিকা ক্রিয়া গুলির 'ইয়া' অংশ তাড়াতাড়ি উচ্চারণ করিলে যেরূপ শোনায়, অথবা, সংস্কৃত ও হিন্দীতে য়া যেরূপ উচ্চারিত হয় সেইরূপ। ব্যাড়ার = বেড়ার। ব্যাতের = বেতের।

বলা বাহুল্য, পূর্ব্ববঙ্গে ৺ ও ড় ঠিকভাবে উচ্চারিত হয় না। কেবল অস্পষ্টতা দোষ পরিহার উদ্দেশে এগুলির শুদ্ধরূপ রাখা গিয়াছে।

৩

কালাই নদীর জলে আস্‌ছে সমুদ্দুরের বান,
হাজার মশাল মাথায় লৈয়া* করে কার সন্ধান ?
মাগো, তোর এই ভাঙ্গা ঘ[illegible]ার কারে তালাস করে ?
একলা মুই বাপের পুত, [illegible]ঝি চায়
মাগো গাঙ্গ্ যে মোরে বো[illegible]

৪

আমি যখন পুছি তোরে কথায়*
তুই কও যে পোড়া গাঙ্গে নিছে তান্ পরা
তাইথে তুই ডরে মোর ধর্‌য়া রা[illegible]
তাইথে[illegible]গিঞার নায়,
তুই[illegible]ন মোরে যাইতে দ্যাওনা, কত পোলা যায়।
মাগো গাঙ্গ্ যে মোরে বোলায় !

৫

সেই [illegible]র্ব্বনাশ্যা ঝড়ে যখন সমুদ্দুরের ঢেউ
ধাইয়া[illegible]াইল দ্যাশে, ঘরে রৈল না তো কেউ।
মরণ য[illegible] ডাকে, যে যেখানে থাকে

লৈয়া = লইয়া। কুথায় = কোথায়। তান — তাঁর। তাইথে = তাইতে। ধর্‌য়া = ধরিয়া, ধরে। তুইসেন = তুইই কেবল। সর্ব্বনাশ্যা = সর্ব্বনাশিয়া, সর্ব্বনেশে। ছুট্যা = ছুটিয়া; ছুটে। ভাস্যা = [illegible]াসিয়া, ভেসে। উড়ায্যা = উড়াইয়া, উড়িয়ে। কর্মু = করিব। কাইল = আগামী কল্য, কাল।

ছুট্যা আসে, ভাস্থা আসে উড়ায্যা আসে পাখা,
হাজির হৈয়া সেলাম বাজায়, বেউথা ধর্‌য্যা রাখা
বেউথা মোরে যাইতে দেওনা রাঙ্গা মিঞার নায়,
　　মাগো গাঙ্গ্‌ যে মোরে বোলায়

আমি যখন নায়ে [illegible] কর্মু আসা যাওয়া
বাপ্‌জান যদি [illegible] করে থাম্‌বে তুফান হাওয়া,
মাগো ধর্‌ছি [illegible]ায়ে, কাইল যাইতে দিও নায়ে—
শোন্‌ তো মা[illegible] কার গলা ?—"আয়রে মানিক আয় !'
　　মাগো গা[illegible] কি মোরে বোলায় ?

আমি যখন সারেঙ্গ হমু, চালামু জাহাজ,
তোমার দিলটা ঠাণ্ডা হৈবে দেখ্যা মোর কাজ,
আমার মনে লয় বাপজান যেন কয়,
"মায়ের দুঃখ ঘুচাবি তো ঘর ছাড়্যা আয়—"
　　মাগো আবার শোনা যায়—
"আয়রে মানিক, দোল খাবিরে ধলা ঢেউ দোলায়,
গাঙ্গই মোরে বোলায়, নাকি বাপজানই বোলায়,
　　মাগো বাপজানই বোলায় !

দীঘির পাঁকে

শোন্, দাদু, শোন্।
আমি তোর মায়ের পেটের বোন;
একই মায়ের বুকের দু[illegible]ড়েছে দুই মুখে,
একই কোলে হেসে [illegible]ছিলাম সুখে,
মায়ের হাতের মাখা ভাত [illegible]ছি এক থালে,
দোল খেয়েছি দুজন বসে' হিজ[illegible] এক ডালে,
একই সাথে ফুল তুলেছি, গেয়েছি[illegible] গান,
আজ হে দাদা, তোমার ঘরে নাইকে[illegible]আমার স্থান!

পরের ঝি সে আপন হয়, হোক্ না[illegible]তাতে কি?
আমি খাই সিদ্ধ পোড়া, সে খাক[illegible]ত ঘি,
থাকুক [illegible]ালা হাতে,
কোলের ছেলে বাড়ুক তার নিত্য দুধে ভাতে,
আমার তাতে আনন্দ বই দুঃখ কিছু নাই ;—
দুঃখ এই, যে, তুমি আমার মায়ের পেটের ভাই
আজও আমায় চিন্‌লে নাকো। তোমার মায়ের ঝি,
আমি দিব কুলে কালী? ছি!—ছি! ছি!
মায়ের পেটের সাথী তোমার, চিরদিনের জানা,
তারে শেষটা চিনলে নাকো, এত বড় কাণা!
পরের মেয়ের সন্দেহেতে বিশ্বাস হ'ল বেশী,
এ কুলের যে কেউ নয় সে, নিতান্ত বিদেশী।
আমার নামে নিন্দা হলে তোমার বংশে লাগে
সে কথাটা বারেক কি তার অন্তরেতে জাগে?

তোমার লজ্জায় যে তার লজ্জা, তোমার মানে মান,
আমায় মারতে গিয়ে যে তার গেছে সেটুক্ জ্ঞান।
সত্যি হলে ও রাখত চেপে তোমার মুখ চেয়ে,
একটু যদি বাসতে ভাল কঠিন পরের মেয়ে।

তুমি ছাড়া আপন বল্‌তে আমার কেউ নাই,
তোমার ছেলে কোলে করে মানুষ করি তাই।
তোমার যত্নে কিসের দাবী ?—খোকার স্নেহে ভাগ
কেন বসাই ? বলে' তার আমার উপর রাগ।
বলি আমি সকল কথা, শোন স্থির হয়ে,
গিছলাম আমি দীঘির পাড়ে খোকায় কাঁখে লয়ে।
কাজের সময় কাঁদলে খোকা বউ যে বেজায় মারে,
ভুলিয়ে তাই নিয়ে গেলাম দীঘির পূব ধারে।
দীঘির জলে বড় বড় পদ্ম ফুটে আছে,
মনে হয় ধরা যায়—পাড়ের খুবই কাছে।
ছেলে তোমার ফুল চাইছে, ভাবছি যে কি করি
এমন সময় দেখি, আসছে ওপাড়ার শ্রীহরি।
ডেকে তাকে বল্‌লাম "ভাই, এদিক্ হয়ে যাও,
ফুলের তরে কাঁদ্‌ছে খোকা, একটি তুলে দাও।
কাছে যেটা নাই ওখানে হাঁটুর বেশী জল,—"
"হলেই বেশী কষ্টটা কি ?—" হায়রে অমঙ্গল!
যেমন নামা, পাঁকের মাঝে ডুবল সারা দেহ,
উঠতে নারে। ডাকি কারে ? কাছে তো নাই কেহ।

পরের ছেলে পাঁকের তলে তলিয়ে মরে যায়,
ভাব্‌তে আমার সর্ব্ব অঙ্গ ভরল যে কাঁটায়।
"থাক খোকা চুপটি করে, আমি ফুলটি আনি—"
বলে আমি সাঁতার দিয়ে তুলতে গেলাম টানি।
কতক্ষণ সে সাঁতার ডুব, টানাটানি কত,
আমার কোন হিসাব নাইকো। পাগল মেয়ের মত
তুলে নাকি হেসেছিলাম, দিয়ে গড়াগড়ি,
শ্রীহরির কাদামাখা পা দু'খানি ধরি।
বউ যে কখন বাঁধা ঘাটে তুল্‌তে এল জল
খ্যাল করিনি, দেখ্‌লাম পরে মস্ত মেয়ের দল।
আনন্দ তো হয়েই ছিল, ঘুচে মহাত্রাস ;
বিধবার ঐ একটি ছেলে, কি যে সর্ব্বনাশ
আমা হ'তে হ'ত তার, তুলতে গিয়ে ফুল,
ভাব দেখি ? হাঁটু জল ? আমারিতো ভুল।
পরের ছেলে মারিনিতো, যা হবার তাই হোক্।
বউ বলেন অনেক কিছু, শোনে অন্য লোক।
প্রেম কাহিনী তৈরী হয়ে বাড়ছে মুখে মুখে।

... ...

ভেবেছিলাম দুঃখের জনম, যাক না কেন দুঃখে,
আর তো কা'রও ক্ষতি নাইকো, নাইকো পরিতাপ-
শেষটা একি হল কিন্তু ? কার এ অভিশাপ ?
বিনা দোষে লোকনিন্দা, কলঙ্ক-রটন,
তোমার ঘৃণা আমার উপর—একি অঘটন !

ছেলেবেলা দুই দেহেতে ছিল একই প্রাণ,
আজ হে দাদু দুই মনেতে এতই ব্যবধান ?
এক ভিটাতে, এক মাটীতে, জনম একই ঘরে
তোমার আমার—দণ্ড খানেক আগে আর পরে ;
সেই বাড়ী, সেই ঘর, সেই সবই আছে,
তেমনি দেখ ঝুলছে ফুল বাঁকা হিজল গাছে,
বকুলতলা ভরে আছে ঝরা ফুলের রাশে,
খালের জলে চাল্‌তা ফুলের সাদা পাঁপড়ি ভাসে—
হ্যাঁ ভাই দাদু, খসে পড়া চালতা ফুলের মত
আমি যাব ভেসে ভেসে ?···দুদিন হলে গত
ভাস্‌বনা আর, ঠেক্‌ব কোথাও। বাপের ভিটায় বটে
জন্মে মেয়ে, মরণতো তার অন্যত্রই ঘটে।

যাবার আগে চরণ ছুঁয়ে বলছি বারে বারে,
মায়ের পেটের সাথী তোমার, ভুল বুঝনা তারে।
থাক্‌তে আমি চাইনা হেথা, স্থানের ভাবনা নাই,
কোথাও না হয়, দীঘির পাঁকে হবে নাকি ঠাঁই ?

এপ্রিল, ১৯২১

শুভদৃষ্টি বঞ্চিতা

শুভদৃষ্টি কবে হয়েছিল,
কোন শিশুকালে,
ছেয়ে গেছে সেদিনের কথা
বিস্মৃতির জালে।
বলেছিল—"মুখ তুলে চাও"
মনে পড়ে তাই,
চেয়ে কি দেখেছি মুখ তুলে ?—
তাতো মনে নাই।

ভীত দৃষ্টি যদি উঠে থাকে,
চকিতে সে পড়েছিল নামি
আপনারি চেলীর আঁচলে ;
চিরদিন যিনি মোর স্বামী
মুখ তাঁর দেখি নাই হায়।
দৃষ্টি তার সহাস্য কৌতুকে
জানিনা চাহিয়া ছিল কিনা
কম্পমানা বালিকার মুখে।

চোখে যদি মিলিত এ চোখ
মুহূর্ত্তেরো তরে,
দেখিতাম এতটুকু হাসি
কিশোর অধরে,

নিঃসঙ্গ এ নীরস জীবন
স্মৃতিহীন প্রীতির সাধন
ভরে যেত রসে, সরে যেত
কল্পনার চোখের বাঁধন ,
স্বপ্ন হ'ত মিলন মধুর
সে শুভ দৃষ্টির সুধা নিয়া,
জাগরণ হত পূজাময়
নিত্য তার মুরতি গড়িয়া।

সতী ধর্ম্ম পতির ধেয়ান
সে ধেয়ান হয়েছে কঠিন,
কোন্‌রূপে ধেয়াব না জানি।
তীর্থ পথে যদি কোন দিন
মূর্ত্তি কোন অচেনা জনের
চোখে লাগে অপূর্ব্ব সুন্দর
মনে হয়, এমনি বা বুঝি
অভাগীর সে কিশোর বর
দেখা দিত যৌবনের রূপে।
সে চিন্তায় আঘাতি সবলে
"ছি! ছি! পরপুরুষের পানে
চাহিও না"—মন ফিরে বলে।

জগতের যত সুপুরুষ
সকলের সৌন্দর্য্য আহরি

আঁকি লব ছবি একখানি
তাও ছাই ভয়ে ভয়ে মরি!
দেবতারে স্বরূপেতে হেরি
গড়েছে কি মূর্ত্তি তার কেহ?
ভক্তে দেব দেন যদি দেখা
দেখা দেন ধরি নর দেহ।
শিল্পী গড়ে দেবের প্রতিমা
জড়ের নরের রূপ নিয়া,
শুভদৃষ্টি-বঞ্চিতা বিধবা
পতিমূর্ত্তি গড়িবে কি দিয়া?

১৯২১

বালবিধবার বিবাহ দিনের স্মৃতি

আর কেউ লাল চেলী পরে'
বিবাহের কনে' যবে সাজে,
কণ্ঠে বুকে হীরা মোতি জ্বলে,
হাতে পায়ে ঝুম ঝুম বাজে—
দেখিতে শুনিতে ভাল লাগে।
মনে কিন্তু পড়ে, স্বপ্নে যেন,
আমার সে লাল চেলীখানা
কষ্ট বড় দিয়াছিল—কেন?

বড় কষ্ট দিয়াছিল মোরে
সোনা রূপা জরোয়ার ভার,
মায়ের আঁচল মুখ মোর
মুছাইতে ছিল বার বার।

সানাই বাজিতেছিল, যেন
ব্যথা দিয়া হৃদয়ের তলে;
একাই তো কাঁদি নাই আমি
মার ও চোখ ভরেছিল জলে।

শুভদিন বিবাহের দিন,
সুখ স্মৃতি কিছু তার নাই,
ভৈরবী, পূরবী বেহাগেতে
কেঁদে কেঁদে বেজেছে সানাই।

সেই সুর নহবত হতে
মাঝে মাঝে যবে আসে কাণে,
সেদিনের অবুঝ বেদনা
জাগাইয়া যায় মোর প্রাণে।
সকলেরই হয় কি এমন?
না—না—তা হয়েও কাজ নাই,
আমারে জানাতে এসেছিল
আমার সে ভাগ্য দেবতাই।

স্নান যাত্রা

চমকিয়া নারী শুনিল, "উঠমা, শোভনা, আমার কন্যা,
আজ পুণ্যতিথি, গঙ্গায় নামি হও শুচি হও ধন্যা।"
স্বপনে সতী সে দেখা দিয়া গেছে, যার সুকোমল অঙ্কে
ফুটে ছিল বালা অমল কুসুম। কেন সে ঝাঁপিল পঙ্কে,
কঠিন কুলিশ হানি মার বুকে, বহায়ে শোকের বন্যা?
প্রতিবাসী কয়—"এমন কি হয় সতী জননীর কন্যা?
রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী, শেষে কলঙ্কিনী মাঝে গণ্যা?
একি সতী-মার কন্যা?"
জনক কহিল—"মরিলনা কেন?"—কুলের কলঙ্কে ক্রুদ্ধ,
অঝোরে ঝরিল মায়ের নয়ন, ব্যথায় বচন রুদ্ধ।
চির ক্ষমাশীল মায়ের হৃদয়, স্নেহের সুধায় পূর্ণ,
পর্ব্বতভার লজ্জার তলে পিষিয়া হইল চূর্ণ।

সুদূর নগরে অভাগীর যদি বেদনা ভরিত চিত্ত,
ভুলিতে চাহিত দেখিয়া দেখিয়া সঞ্চিল যত্ত বিত্ত
দেহ ভাড়া দিয়া, হাসিটি বেচিয়া, সুমোহন করি সজ্জা;
তুলিতনা কানে কে গেল শ্মশানে সহিতে না পারি লজ্জা।
কত গেছে দিন গেছে বর্ষমাস। আজি না পোহাতে রাত্রি,
জাহ্নবী তীরে চলেছে যখন অগণ্য স্নানের যাত্রী,
কে গেল ডাকিয়া—"উঠমা, উঠমা, শোভনা আমার কন্যা,
আজ পুণ্য তিথি, গঙ্গায় নামি হও শুচি, হও ধন্যা।"
শান্ত মহিমায় বলে পুনরায়, "শোভনা আমার কন্যা,
শুদ্ধা যাহারা সুন্দরী তারা, ধরণীতে তারা ধন্যা।

এ শুভ উষায় আলোক ভূষায় উজ্জ্বল কর চিত্ত,
নূতন জনম, নূতন জীবন, লভিবে নূতন বিত্ত।"
পূরব আকাশে উষা হাসি ডাকে—"সতী জননীর কন্যা!"
ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী ডেকে কহে—"আজ সতীসুতা হবে ধন্যা।"
পড়ে ছিলে বলে' পড়েই রবেনা সাধ্বী মায়ের কন্যা,
লভিয়া আবার নূতন জনম সতীকুলে হবে গণ্যা"
শান্ত সমীর শিরে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ যেন বর্ষে,
জাহ্নবী ধারা উছলি চলিছে যেন কি গভীর হর্ষে।
কেঁদে নারী বলে, "নামি নদী জলে দেহ করা যায় শুদ্ধ,
কে দিবে ধূইয়া কলঙ্কিত হিয়া নিরন্ধ্র কারায় রুদ্ধ?"
তবুও উঠিছে স্মরি মাতৃ মুখ, কহিছে—"মায়েরি জন্য,
মায়ের দেবতা মোরে দয়া ক'রো ভরসা তো নাহি অন্য।"

পাছে পরিচিত কেহ চিনে ফেলে, চালায় চরণ ক্ষিপ্র,
দলে দলে চলে বিধবা, সধবা, দোকানী পসারী, বিপ্র।
বিলাসিনী মানি কহে একজন—"দিব স্নান মন্ত্র শিক্ষা,
দরিদ্র ব্রাহ্মণ, বেশী নাহি চাই, অঙ্গুরীয় দিও ভিক্ষা।"
নীরবে সে চলে। দেখে তার পানে পড়িছে যতেক দৃষ্টি,
হয় ঘৃণা ঢালে, নয় হেসে হেসে করিছে কলুষ বৃষ্টি;
গূঢ় বেদনায় জলে নামি যায়—সে দৃষ্টির মলা অঙ্গে,
তারে ধুয়ে দিবে জাহ্নবীর জলে—কারেও চাহেনা সঙ্গে।
তীর হতে যায় দূরে—আরো দূরে—"ডুবিল! ডুবিল!" শব্দ,
কেহ জিজ্ঞাসিল, "জানেকি সাঁতার?"—কেহবা রহিল স্তব্ধ।

সেকালের তীর্থযাত্রী

(শ্রীক্ষেত্রের পথে)

১

জাগিস্ যদি থাক্‌তে রাত, আমায় জাগাস্ ডেকে,
যাত্রা যদি করিস্ ভোরে যাস্‌নে আমায় ফেলে,
জানিস্ তো ভাই আমার দেরী উঠ্‌তে ঘুম থেকে,
টেনে তুলিস্, তুলতে যদি নাই পারিস্ ঠেলে ;
তবু যাস্‌নে ফেলে, ভাইরে, যাস্‌নে একা ফেলে।
চল্‌বে না পা, মর্‌ব পথে, সবাই চলে গেলে।

অনেক রাস্তা পেরিয়ে এনু, ভাইরে, তোদের সাথে,
পায়ের ব্যথা ভুলিয়ে দিনু গেয়ে হাসির গান,
হাতে হাতে বেঁধে রইনু কত আঁধার রাতে,
দস্যুর হাঁকে, পশুর ডাকে ভয়ে কম্পমান ;
অসাড় দেহে, অঘুম চোখে, ভোরের আলো পেয়ে,
সবার আগে নৃত্য করে' উঠেছি গান গেয়ে।

তখন তোরা ভুলে গিয়ে রাতের ভাবনা ভয়,
দাঁড়িয়ে উঠে, আমার সাথে মিলিয়ে দিয়ে সুর
গাইতিস্ জোরে—"জয় জগন্নাথ, জগন্নাথের জয়।"
বয়ে যেত আকাশ বাতাস করি ভর পুর
আলোর জোয়ার,—বুকে বুকে আনন্দের কি ঢেউ !
পড়্‌ব পথে, মরব পথে ভাবিনিতো কেউ !

অনেক পথ তো চলা হল, আরতো বেশী নাই,
ঘর ছেড়েছি মাসেক কাল, গোটা সাতেক দিন
সাম্‌নে আছে, গেলেই মোরা পুরুষোত্তম পাই,
তারপর এ প্রাণটা প্রভু রাখুন কিম্বা নিন,
রোগটা বাড়ান, তোদের ছাড়ান, যা তাঁর খুসী তাই
হোক্ না কেন—দর্শন পেলে আর কিছু না চাই।

২

(শ্রীক্ষেত্রে মৃত্যুশয্যায়)

ফিরে যা ভাই সবাই তোরা, যে যার আপন দেশ,
পথ চেয়ে যে আছে তোদের ঘরের ছেলে মেয়ে,
অনেক পুণ্যে দর্শন হল, সার্থক পথের ক্লেশ,
ফির্‌তি পথে চল্‌বি সবে 'জয় জগন্নাথ' গেয়ে।
আমায় গেলি ফেলে,
তাতে দুঃখ করবিনে ভাই, চল্‌বি হেসে খেলে।

ভাবনা ছিল—পথের মাঝে কাঁধের বোঝা হয়ে
পাছে তোদের করাই দেরী ; এতটা দূর এসে
দেব দর্শন না করেই, ব্যর্থ আশা লয়ে
পড়তে হয় বা যমের হাতে, ফিরতে বা হয় দেশে ;
ঠাকুর দয়া করে,
যেতে দিলেন মন্দিরে তাঁর, তোদেরি হাত ধরে।

পায়ের ক্ষত, গায়ের জ্বর, বুলিয়ে পদ্ম হাত
ভুলিয়ে দিলেন, এক নিমেষে, স্বয়ং জগন্নাথ।
হাত নাই তাঁর ?—বলিস্ কিরে ? আমার সারা গায়ে
হাতের স্পর্শ প্রলেপ আছে, আমার পায়ের ঘায়ে ;
আনন্দে আজ তাই
বল্‌তে পারি—আমায় ফেলে ফিরে যা সব ভাই।

দেখ্‌তো কোথা চাদরখানা, ওরই একটা খুঁটে
আছে বাঁধা মহাপ্রসাদ, যা ভাই তোরা নিয়ে,
আস্‌বে যখন সবার সাথে সে অভাগী ছুটে,
দিস্ এটুকু। বলিস্ তারে, কটু বল্‌তে গিয়ে
করেছে আশীর্ব্বাদ—
"মিটুক তোমার চির জন্মের পথ হাঁটার সাধ।"

কথাই তার একটু কড়া, মনটা নরম আছে,
অন্যায় দেখে যায় সে ক্ষেপে, শক্তি নাই ঠেকায়,
সকল ক্রোধের ঠেলা সইতে আমি ছিলাম কাছে,
এখন রইলেন জগবন্ধু, তাঁরেই যেন পায়।
ঠাকুর ! ঠাকুর !—এখন ভাইরা তোমরা যাও সরে,
জগবন্ধুর দুখানি হাত তুল্‌ছে আমায় ধরে।

মন্দির-প্রতিষ্ঠা

বলিলেন রাজা—"প্রাসাদ-উদ্যানে তোমরা দেখিছ বটে
সকল অঙ্গের পরিপূর্ণ শোভা, প্রতিমায়, চিত্রপটে,
কিন্তু কোনোখানে এক নারী-দেহে এত কি সৌন্দর্য্য থাকে ?
চিত্রকর লয়ে বিচিত্র তুলিকা কল্পনার রঙ্গে আঁকে।
বহু সুন্দরীর খুঁত ছেড়ে ছেড়ে, সৌন্দর্য্য যা লয়ে তাই
শিল্পী গড়ে' তোলে—নিখুঁত প্রতিমা, কোথাও যেমন নাই।"
"কোথাও যা নাই ? মানি না এ কথা"—কহে এক পার্শ্বচর—
"হুজুরের আছে কর্ম্মচারী এক, খুঁজিলে তাহার ঘর
মিলিবে সুন্দরী, বর্ণে কি গঠনে কারো কাছে নহে কম—
পটে বা পাথরে এখানে যা আছে, অনিন্দ্য ও অনুপম।
বরঞ্চ কঠিন পাষাণের নারী, সুকোমল দেহ তার,
আজ্ঞা যদি হয়, চিন্তা চেষ্টা করি লয়ে আসি একবার।
দেখুন না তারে ? হেলেন, সাইকি, চাই কি ভিনাস দেবী—
তাদের মতন না হলে গঠন, বৃথা মহারাজে সেবি।"

করিলা মন্ত্রণা কুসঙ্গীরা মিলি—"এ কাজ কঠিন নয়।
রাজার নিকট নিতে যদি পারি টাকা শত পাঁচ ছয়,
গোপালেরে তার অল্প কিছু দিয়া করিতে পারিব বশ,
মোরা শতকরা নব্বই রাখিয়া দিব শতকরা দশ।"

* * * * *

প্রভুর প্রসাদ, বিনাশ্রমে ধন, তুই লাভ হবে জানি,
গোপাল একদা প্রমোদ-উদ্যানে ভগিনীরে দিল আনি।
"পূজার লাগিয়া কত ফুল চাস ? রাজার বাগানে গিয়া
যত খুসি ফুল তুলে নিবি আয়"—এই বলি ভুলাইয়া।
বাহির দুয়ার গেছে রুদ্ধ হয়ে। "ভিতরে ঠাকুর আছে"—
বলি হাত ধরে রেখে গেল তারে একলা রাজার কাছে।
সে রূপ নেহারি চমকিলা রাজা। চিত্রের প্রতিমা তার
আসিল কি নামি লভিয়া জীবন ?—নয়ন ফেরে না আর।
এ কি নারী ? এ কি ? ত্রাসে কম্পমানা ভাসিয়া চোখের জলে,
ভূমে পড়ি, তার ধরিয়া চরণ, রুদ্ধকণ্ঠে এ কি বলে ?—
"প্রজার পালক, রাজা বাহাদুর, পায়ে পড়ি, ভিক্ষা চাই,
আমারে বাঁচাও বিপদ-সাগরে, আমার যে কেহ নাই !
আমি যে অনাথা। পিতা মাতা স্বামী সব গেছে—ছিল ভাই,
বিশ্বাসঘাতক সে দেছে ঠেলিয়া, অকূলে যে ভেসে যাই !
পিতা নাই যার তার পিতা হ'য়ে রাখ জাতি কুল মান,
আশ্রয়বিহীনা অবলা বিধবা কে তারে করিবে ত্রাণ
তুমি ছাড়া ?—তুমি রাজা আমাদের"—কাঁদিয়া আবার কয়,
"তুমি পিতা, ওগো আমি কন্যা তব"—জমীদার সবিস্ময়
রহিল চাহিয়া সে মুখের পানে। অতুল সৌন্দর্য্য তার !
রূপসী রমণী অনেকে দেখেছে, এমন দেখেনি আর !
সতীত্বের শিখা রূপরাশি তার করিয়াছে জ্যোতিষ্মান্,
সূর্য্যরশ্মি স্বর্ণমন্দির-চূড়ায় করে যথা দীপ্তি দান।
চকিত সে রাজা। প্রজার পালক ? কে রক্ষক বিধবার ?
বিধাতা দেছেন কারে গৌরবের এই মহা অধিকার ?

এ কি কথা আজ শুনাইল বালা? আহা কি করুণ মুখ!
এই কিশোরীর পিতা যে আছিল, কি ছিল তাহার সুখ!
প্রজার আলয়ে অপূর্ব্ব রূপসী আছে কেহ যদি জানে,
কুসঙ্গীরা তার প্রসাদ লভিতে তাহারে ধরিয়া আনে,
এমন করিয়া জাগায় নি কেহ সুষুপ্ত করুণা তার,
বহু অবলার সাধি সর্ব্বনাশ, করেছে সে অহঙ্কার।
লজ্জা জেগে উঠে। অতীত জীবনে ঘৃণা এল মুহূর্ত্তেকে,
কহিল হৃদয়—পিতৃহীনাদের পিতা আমি, আজ থেকে।

হৃদয়ে উচ্ছ্বসি উঠিছে মমতা, আনন্দ-কম্পিত স্বর
দাঁড়ায় সে রাজা, আনত মস্তকে, ভক্তসম জুড়ি কর,
কহে—"কন্যা মোর তুমি, ওগো দেবী, কি চাহ আমার কাছে?
তোমারে বাঁচাতে আমি দিতে পারি, আমার যা' কিছু আছে।
উঠ, মা আমার। কোথা হতে এলে? কি পুণ্য করেছি, তাই
সন্তানবিহীন এ পাপ জীবনে তোর মত কন্যা পাই?
কি তোর বিপদ? কে তোরে কাঁদায়? তোর একগাছি চুল
স্পর্শ যে করিবে, আমার এ হাতে মরিবে সে, নাহি ভুল।
চল্ মা আমার—" বলি হাতে ধরে বাহির অঙ্গনে গিয়া
ভৃত্য ও অমাত্য যারা সেথা ছিল আনিলেন ডাকাইয়া;
কহিলেন—"দেখ এই মা আমার, বড় আদরের মেয়ে,
নিঃসন্তান ছিনু হতভাগ্য আমি, ভাগ্যবান্ এঁরে পেয়ে।
তোমরা জানিবে জননী বলিয়া, মানিবে দেবতা বলি।"
বলিলেন ডাকি কুসঙ্গীর দলে—"দেশ ছাড়ি যাও চলি।

আমি জমীদার, আমি স্বেচ্ছাচারী, এখনও মানুষ আছি,
কন্যা, ভগিনীর, মায়ের সম্মান করিব য'দিন বাঁচি।"
বৃদ্ধ দ্বারপালে কহিলেন—"যাও, রাণীজির কাছে চলি ;
মোর নিবেদন জানাবে বিনয়ে, যোড়হাতে, এই বলি—
"বাগানে নূতন হবে দেবালয়, করিতে সে আয়োজন.
মোরে দয়া করি, সত্বরে হেথায় হোক্ তাঁর আগমন।"
নিশীথে সংবাদ গেল অন্তঃপুরে, অতীব বিস্মিতা রাণী,
চির-অনাদৃতা কহে মনে মনে—"এ কি খেলা নাহি জানি।"

আসিলেন রাণী। শিবিকা খুলিয়া নামালেন তাঁরে স্বামী,
কন্যা আসি ধীরে প্রণমিলা যবে, কহিলেন—"তুমি আমি
আজিকে পেয়েছি প্রথম সন্তান, সতীর প্রতিমা মেয়ে,
পবিত্র হয়েছে এই পাপভূমি এঁর পদধূলি পেয়ে।
হেথায় উঠিবে নূতন মন্দির, সতীর পূজার তরে,
শাস্ত্রের বিধানে প্রতিষ্ঠা করিয়া তার পর যাব ঘরে।"

* * * *

উঠেছে মন্দির সতী দেবতার, জগদ্ধাত্রী যাঁর নাম—
ভিখারী ভোলার ঘরণী শঙ্করী, অন্নদা, সিদ্ধির ধাম।
মন্দিরের পিছে অতিথি-নিবাস, বিলাস-ভবন সেই ;
মর্ম্মর মূরতি তৈল-চিত্রাবলী আগেকার মত নেই।
নব চিত্রপট—মৃতা দক্ষসুতা ; উমা ও ভিখারী বর ;
বনে স্মিতমুখী সীতারে লইয়া দুই ভাই জটাধর ;
অন্ধ পতি পাশে আবৃতনয়না গান্ধার-দুহিতা আছে,
এক বস্ত্রভাগে আবরিয়া তনু বৈদর্ভী নলের পাছে ;

মৃত্যু সাবিত্রীরে দিয়া যায় বর, বেঁচে উঠে সত্যবান্।
ম্লেচ্ছ জয় শুনি রাজপুত নারী অনলে ঢালিছে প্রাণ;
শিশুদের লয়ে চলিতেছে পথ সাঁওতাল নারী নর;
উষার আলোকে গাভী ও লাঙ্গল লয়ে চাষা ছাড়ে ঘর;
দিবা দ্বিপ্রহরে কৃষাণী এসেছে বেঁধে লয়ে অন্ন জল—
থালায় লোটায় ভরা কি অমৃত? স্বর্গ ঐ তরুতল?
রাজার আদেশে চিত্র এইমত ভবন প্রাচীর ছায়,
নারী পুরুষের প্রেমের মহিমা বর্ণ-তুলিকায় গায়।

হোথায় সুপ্রিয়া মুষ্টিভিক্ষা লাগি দ্বার হতে যায় দ্বার,
শিল্পী দেছে মুখে অপূর্ব্ব মাধুরী আশাভরা করুণার।
যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বিত্ত আপনার দুই ভাগে দিয়া যায়,
কহিছে মৈত্রেয়ী—অমৃতা না হলে কি হবে এ নিয়া হায়!"
মহা প্রজাবতী গোতমী কাতরে বুদ্ধ মুখ চাহি কয়—
"নির্ব্বাণের পথ মায়েরে দেখাতে নাই কি, করুণাময়?"

ভাবিছেন রাজা "শ্রেষ্ঠ নারী নর যতেক নয়নে পড়ে,
সবার প্রাণের সৌন্দর্য্য লইয়া মানুষে দেবতা গড়ে।"
মিথ্যা গল্প নাহি কহিনু তোমারে। আশ্চর্য্য মানব প্রাণ;
দেখ মনে নামি, স্বর্গ ও নরকে মুহূর্ত্তের ব্যবধান।



অনাদৃতার আশা

এ দেহ যখন পুড়ে ছাই হবে,
আনিবে ভস্ম তুলি,
তাহারি উপরে চুম্বন দিবে,
অঙ্গে মাখিবে ধূলি।
যেকথা শুনেও শোননা, হৃদয়ে
বাজিবে সেই গুলি,
বলিবে—হায়রে তুলি নাই কাণে
এমন প্রেম বুলি!
কাঁদাইয়া যাও, ফিরেও না চাও
চক্ষে বিরাগ ঠুলি,
কাঁদিয়া মরিবে শোকের পরশে
দৃষ্টি যাইলে খুলি।
মরিলে স্মরিবে যাহা কিছু গুণ
শতেক দোষ ভুলি,
এ মোর শ্মশানে স্মৃতির স্তম্ভ
উঠিবে মাথা তুলি,
কালের আঘাতে তাও ভেঙ্গে যাবে,
ধূলায় মিশিবে ধূলি!

স্মৃতির দংশন

চিতায় সমর্পি তারে ফিরিয়াছি ঘরে,
আনিয়াছি বহ্নি জ্বালা গোপন অন্তরে।
আঁখি যত ঢালে অশ্রু, মন তত দহে,
সুপ্ত স্মৃতি জেগে উঠে আজ মোরে কহে—
"তুমি স্নেহে মুখপানে চাহ নাই তার,
ডাক নাই নাম ধরে সোহাগে আদরে,
তোমার সম্মুখ দিয়া দিনে শতবার
করেছে সে আনা গোনা, কত আশা ভরে
তাহার পিপাসু দৃষ্টি ক্ষণেকের তরে
মাগিয়াছে দৃষ্টি তব, দেখে দেখ নাই।
কি দিয়াছ প্রতিদান অশ্রান্ত সেবার ?
দাসীর আহার বস্ত্র, থাকিবার ঠাঁই।

একদিন কোথা হতে অশান্ত সমীরে
ক্ষুদ্র অভিমান বীজ সে তরুণ মনে
উড়িয়া পড়িল আসি, সিক্ত অশ্রুনীরে
অঙ্কুরিল, বাড়িয়া চলিল সঙ্গোপনে।
যৌবনের সবটুকু প্রাণরস পিয়া
পুষ্ট সেই অভিমান পিষিয়াছে তারে,
সকল প্রেমের সাধ বিসর্জ্জন দিয়া
ঝাঁপ দিল উন্মাদিনী মৃত্যু পারাবারে।"

মৃদু হাত, মৌন সেবা, আনত বয়ন,
আজ বার বার হেরি, পাণ্ডুর অধর,
ধৈর্য্য যথা পেতেছিল অনন্ত শয়ন;
ক্ষণিক চকিত দৃষ্টি, শুনি মম স্বর।
আজ যত মনে পড়ে, হিয়া কেঁদে কয়
ফিরে যদি আসে তারে করি সমাদর
আনন্দে বসাই পার্শ্বে, করি অনুনয়
বলি—ক্ষম অপরাধ; চুম্বি সে অধর।
স্মৃতি মোরে ধীরে ধীরে কহে—
"সে তো আর ফিরিবার নহে।
জীবনে মৃত্যুর চেয়ে তীব্র ব্যথা দিয়া
ঠেলিয়াছ মৃত্যু মুখে, ফিরিবে না আর।
অপমৃতা, লোকান্তরে তোমার লাগিয়া
প্রেমে না, লজ্জায় আজ ফেলে অশ্রুধার।
আত্মঘাত পাতকের প্রায়শ্চিত্ত করি
কি জানি সে কত কালে পাবে শান্তি সুখ,
কোন দূর লোকে যাবে, কোন পথ ধরি,
মোহ মুক্ত, কোন শ্রেষ্ঠ ইষ্ট অভিমুখ।"

দুহিতৃ বিদায়

ওগো ওরে ছেড়ে দাও। কত দুঃখ দিতে চাও ?
আর কেন ? কারাবাস হোক্, হোক্ শেষ,
ও যে আকাশের পাখী এ দেহ পিঞ্জরে থাকি
রুদ্ধশ্বাস, ভুঞ্জিতেছে দুর্ব্বিসহ ক্লেশ।
ঔষধে কি শুশ্রূষায় কিছুতে না শান্তি পায়,
এ যাতনা চক্ষে আর দেখা নাহি যায় ;
নিজে মুহুর্ম্মুহু তাহে কাঁদিয়া বিদায় চাহে।
কেন রোগ যন্ত্রণারে ব্যর্থ চিকিৎসায়
করিছ ভীষণতর ? এইবার দয়া কর,
দূর কর যন্ত্রপাতি, ব্যথিওনা আর।
দণ্ড দুই, অর্দ্ধ দিন, বাড়াইতে আয়ু ক্ষীণ
মৃত্যুরে করিছ দীর্ঘ। ছাড় এইবার।

* * * *

শান্তিতে ঘুমাতে দাও, ওমা, জন্মশোধ গাও
যে গীতে রোদন শান্ত হত শিশুটির,
মুখে চোখে দাও চুম, সুধীরে আসুক ঘুম,
দেহেতে বুলাও হাত, বুকে রেখে শির।

* * * *

ঐ নুয়ে পড়ে মাথা, আর নাই কোন ব্যথা।
কাঁদিও না অভাগিনী, রহ, রহ স্থির।
মর্ম্মভেদী হাহাকারে চঞ্চল কোর না তারে
চলেছে যে মৃত্যুপথে অমৃতের তীর।

যাঁর হাতে পেয়েছিলে আজ তাঁরে ফিরে দিলে,
এ যে আদরের ধন বিশ্বজননীর।

* * * *

ভাল করে দেখ চেয়ে। এই স্নেহময়ী মেয়ে
অনল শয্যায় শুয়ে হবে অন্তর্দ্ধান,
তাই আঁখি শুষ্ক রাখি, কর যা করিতে বাকী,
সুবাসিত জলে ওরে করাইয়া স্নান,
আঁচড়িয়া দাও চুল, আনি রাশি রাশি ফুল
সাজাও ; পরাও নব বস্ত্র পুষ্পহার।
বধূরূপে পাঠাইতে যেমন সাজায়ে দিতে,
সাজাও তেমনি যত্নে—সাজাবেনা আর।
রূপে গুণে অনুপমা, অনূঢ়া এ মনোরমা
উজলি ভবন তব ছিল এতকাল,
আজ সে চলিয়া যায় মরণের শিবিকায়,
আঁধারি জীবন তব, ছিঁড়ে স্নেহজাল
বুকে বিদ্ধ থাক্ শোক, জন্মশোধ দুই চোখ
ভরে দেখ এ প্রতিমা, হেথা যতক্ষণ,
তারপর, পার যদি, বহাইয়া অশ্রুনদী
হৃদয়ের চিতানল কোরো নির্ব্বাপন।
হায়রে সে চিতানল, যত ঢাল অশ্রুজল
জ্বলিবে হৃদয়ে তব যাবৎ জীবন।

পথের চিহ্ন

হারায়ে ফেলেছি তারে জনতার মাঝে,
খুঁজে খুঁজে বেলা হয় শেষ,
আমারে যে যেতে হবে আজিকার সাঁঝে
মালিকের কাজে দূর দেশ।
জানিনা তো দীর্ঘ পথে বিশ্রামের তরে
পান্থশালা আছে, কি না আছে;
সে যদি আমার খোঁজে এই পথ ধরে
ঠিকানা সে পাবে কার কাছে ?
যদি অন্য পথে যায়, তবে হায়, হায়!
মিলনের সর্ব্ব আশা শেষ!
দাঁড়াতে পারিনা তবু, বেলা চলে যায়,
যেতে হবে—প্রভুর আদেশ।
হে দোকানী, যদি দেখ যুবক সুন্দর
কারো খোঁজে চাহে চারিদিক্,
বলো এক প্রৌঢ়, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর,
উত্তরের হয়েছে পথিক।
বলো অশ্রু ঢেলে গেছে পথের দুধারে
লয়ে গেছে বুকেতে বিষাদ,
সেই অশ্রু-চিহ্ন পথ দেখাক্ তোমারে
রেখে গেছে এই আশীর্ব্বাদ।

হাজারিবাগ
মে, ১৯২৫

হবে দেখা

আমি মরণে বরিব আজ হেসে হেসে
তুমি ফেলিওনা অশ্রুধার,
আমি কত শত বার গেছি দূর দেশে,
নদী সিন্ধু হয়ে পার।
আবার মিলেছি স্বজনের সাথে,
ডুবায়ে নিঃশেষে আনন্দ প্রভাতে
বিচ্ছেদের অন্ধকার।
তুমি ফেলিওনা অশ্রুধার।

তোমাতে আমাতে ফিরে দেখা শোনা
হয় কি না হয়, তাই
ভেবে ভেবে তুমি পেওনা বেদনা,
দেখা হবে ভুল নাই।
মৃত্যু লয়ে যাবে যাক্ না যে পথে,
আঁধারের যানে, কি আলোক রথে,
আজ আমি যেথা যাই,
সেথা তুমি ও পাইবে ঠাঁই।

একি হতে পারে তোমাতে আমাতে
কখন হবেনা দেখা ?
মিলিব আমরা—বিধাতার হাতে
দু'ললাটে ছিল লেখা।
তাই ভিন্ন স্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া
দুজনে হেথায় মিলিনু আসিয়া,
ফের কি ফিরিব একা ?
না—না, মরণের অই একই পথ দিয়া
দুজনায় হবে দেখা।

সংশয় বাদী

১

দেবতা স্বর্গেই থাকে অথবা পাতালে,
ধরা নাহি পড়ে স্তুতি জালে।
দীন দুঃখী কত ডাকে, ভক্ত অর্ঘ্য দেয় তাকে,
সাড়া কি পেয়েছে কোনকালে ?
আশা হীন, ভাষা হীন, ক্ষুধা ও পিপাসা হীন,
আপন-মহিমালীন, সর্ব্বঅন্তরালে,
ধরা নাহি পড়ে স্তুতি জালে।

তবে কেন দিশি দিশি এ স্তুতি বন্দন,
পুষ্পাঞ্জলি, সুবাস চন্দন ?
যে কভু দিবেনা ধরা, তারে কেন খুঁজে মরা ?
তারে কেন পূজা করা ?
শোনে, কি না শোনে, তবু কাতর ক্রন্দন
তাহারি উদ্দেশে ধায়, কেন যজ্ঞানলে, হায়,
হবিঃরূপে হৃদয়ের রক্ত নিস্যন্দন ?

২

দেবতা আছেন কি না মানি কি না মানি,
আমি আছি একথাটা ভাল করে জানি ;
পাহাড়ে আছাড় খাই, সিন্ধু জলে ডুবে যাই,
আপনারে বাঁচাবারে করি হানাহানি।
দেহে যদি থাকে বল, বুদ্ধি রহে অবিকল,
মৃত্যু গ্রাস হতে রাখি আপনারে টানি।

দেবতা থাকিলে আছে মানবের প্রাণে,
সেথা নিত্য হবিঃ দিয়া রাখ তারে জাগাইয়া
রাখ অতন্দ্রিত দৃষ্টি আপনার পানে ;
ঊর্দ্ধ মুখে জ্বল, জ্বালো, দিয়া তাপ দিয়া আলো,
তুমি সরে গেলে অন্যে জ্বলিবে এখানে,
অগ্নিদেব করে বাস সকলের প্রাণে।

প্রত্যয় বাদী

কে বলে দেবতা নাই ? বাহিরে যদি না পাই
খুঁজে খুঁজে, অন্ধ আমি আপনার প্রাণে
পাই তারে। পাই তারে একথা যে বুঝাবারে
পারিনা ; ভিতরে যাহা কেমনে দেখাই ?
ধীর পদে বঁধু আসে অন্ধ চিনে মৃদু হাসে
এস বলে' বাড়াইয়া ধরে দুই হাত,
হাতের পরশ পায় মিলনের গীতি গায়
সংশয় পোহায়ে জাগে আনন্দ প্রভাত।

দেবতা অনেক রূপে ধরা দেয় চুপে চুপে
চোখে যবে না দেখেছি শুনিয়াছি কাণে,
অপরের সাথে এসে সে যখন যায় হেসে
আনন্দ মূরতি এঁকে যায় মোর প্রাণে।
কত মিঠা কণ্ঠস্বরে কণ্ঠ তার ধরা পড়ে,
বাতাস পরশ তার অঙ্গে বহি আনে,
ফুলের সৌরভে সাজে, নবের গৌরব মাঝে,
ছায়া তার, কায়া তার, যে জানে সে জানে।

ভীরু কবি

আমায় কেন অন্দর থেকে
সভার মাঝে আন্‌লে ডেকে
গুণিজনের সাথেই কেন
স্থান দিলে আমায় ?

হেথায় যাদের আসন আছে,
দূরের লোক তাদের কাছে
অনেক পেতে রাখ্‌ছে আশা,
অনেক কিছু পায়।

কেউ বা গায় কেহ বাজায়,
আপন রূপে সভা সাজায়,
জ্ঞানের বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে
আলোক করে দান,

এদের পুণ্য পরশ লেগে
সুপ্ত জীবন উঠ্‌ছে জেগে,
সুখের নদে নবীন ধারা
হয় প্রবহমান।

গোপন মোর আবাস থেকে
আমায় বুঝি আন্‌লে ডেকে
কাঙ্গাল মোর কতই দৈন্য
বুঝাবে আজ, তাই ?

কিম্বা আমি এদের জ্ঞাতি,
না থাক্ বিদ্যা, না থাক খ্যাতি,
উৎসবেতে এক পাঁতিতে
তাইতে আমার ঠাঁই ।

তবুও লাজে ভ'রছে বুক,
তুল্‌তে আঁখি, খুল্‌তে মুখ
পারছি না যে, হয়না বলা
বল্‌তে যাহা চাই ।

স্বামী ও সন্তান—আলোচনা

"কারে বেশী চাহ তুমি, স্বামী কি সন্তান ?
এ দুয়ের কে তোমার বল প্রিয়তর।"

ভাবিয়া কহিল নারী—"দিতে পারি প্রাণ
স্বামীর সুখের লাগি ; জন্ম-জন্মান্তর
পারি যেন সেবা, সুখ, শান্তি দিতে তাঁরে,
দেবতার পদে নিত্য এই ভিক্ষা মাগি ;
তবু আমি মরে' গেলে তাঁরে সেবিবারে
মিলিবে অপর নারী। এ শিশুর লাগি
দেহের মনের রক্ত বাৎসল্যের রসে
শুভ্র করি, চির দিন কে পিয়াবে তারে ?
শিশু মোর অসহায়, মনে জানি, তাই
দেহের শোণিত আর হৃদয়ের স্নেহে
বাহারে বর্দ্ধিত করি রেখে যেতে চাই ;
এক মাতা শিশুটিরে দেছে ঠাঁই দেহে—"

"ছাড়িয়া জরায় শয্যা সে যেমন আসে
মুক্ত বায়ু পৃথিবীর আলোকের কূলে,
ছেঁড়ে সেই যোগ সূত্র। ধাত্রী ভালবাসে
পালিত শিশুরে কত, গেছ তাহা ভুলে'।
সেবিকা ও পত্নী হ'তে পারে একাধিকা
শিশুরে পালিতে—তাও পারে বহুজন।"

"শিশুরে ফেলিয়া মৃত্যু, সে যে বিভীষিকা ;
স্বামীরে রাখিয়া যেতে নহে তো তেমন ;
একি বেশী ভালবাসি সন্তানেরে, তাই
স্বামী হারাবার আগে নিজে যেতে চাই ?"

"পুত্র রোগাতুর যবে কহ করজোড়ে
দেবতা, বাঁচাও পুত্রে, লয়ে যাও মোরে।"

"যারে হারাইতে বসি তারে বেশী চাই,
স্বামী প্রিয়, পুত্র প্রিয়, বেশী কম নাই।"

"তুলা দণ্ডে যদি মাপ দেখা যাবে ঠিক
লঘু পতি, ভারী ক্ষুদ্র শিশুটির দিক।
স্বামীর প্রেমের সাথে আছে অভিমান
সন্তানে অক্ষয় ক্ষমা, নিরপেক্ষ দান।"

"তা হবে না ? সে যে ক্ষুদ্র, নহে সে সমান
সে আমারি রক্তমাংস, ক্ষুদ্রতর প্রাণ।"

"স্বামী তব ভৃত্য।"

"আর একচ্ছত্র প্রভু,
আমার আশ্রয় তরু, অনাদর কভু
সহিতে পারিনা তাঁর। এতো স্বাভাবিক।"

"যা বলেছ ঠিক কথা, অতিশয় ঠিক।
তার পর, এ সিদ্ধান্ত সহজেই হয়,
সন্তান ক্ষমার পাত্র, স্বামী তত নয় ;

তাহা নহে ঋণ, যাহা সন্তানেরে দাও,
স্বামীরে দেবার সাথে ফিরে পেতে চাও।
এক দেবতার মত অহেতুক প্রীতি,
আর শুধু লেনা দেনা—ধরণীর রীতি।"

"শুধু লেনা-দেনা—আর কিছু নয়, ভাই?"

"আর জন্মভরে' সুদ শেষ যার নাই—
সুদ জোগাইয়া যাও অতি উচ্চ হারে,
চক্র বৃদ্ধি নিয়মে সে বর্ষে বর্ষে বাড়ে।
সে সুদ জোগায় নারী, স্বামী দেয় ফাঁকি,
প্রায় দেখি, দেনা তার থেকে যায় বাকী।"

"তবে স্বামী পুত্রে আর দানের কি ভেদ?"

"এক দান, আর দেনা, তৃপ্তি আর খেদ।"

প্রবীনার অভিজ্ঞতা

শোন, বাছা, আদরিণী কন্যারূপে স্নেহ
যা পেয়েছ মা বাপের, এ জগতে কেহ
জেনো পারিবেনা দিতে। নবীন যৌবনে
লভিলে যে পূজা পতি চিত্ত সিংহাসনে
তাও কদাচিৎ নারী চিরদিন পায়,
অচিরে নামিতে হয় কঠিন ধরায়।
কাদা দিয়া শিব গড়ি, ফুল দিয়া পূজি,
চোখে নহে, মনে দেব শেষে এই বুঝি।
সন্তানেরে বুকে চেপে ঢাকিয়া আঁচলে
করাইছ স্তনপান, ভেবনা তা' বলে
একান্তই তোমারি সে রবে চিরদিন,
সুখে দুঃখে রবে শির তব বক্ষোলীন।
তোমার দিবার ভাগ্য, তুমি দিয়া যাও
সেবা, প্রেম, স্নেহ, যত্ন, পাও কি না পাও।
আর যদি মনে কিছু করে থাকো আশা,
ভ্রান্তি তাহা, মহাভ্রান্তি, সর্ব্বশান্তি-নাশা।

———

সমবেদনায় পত্নী

তোমার দুঃখ দেখি পরাণে দুঃখ পাই,
আপন মনোব্যথা সকলি ভুলে যাই।
এসহে দুঃখী এস, এ বুকে রাখ শির,
শীতল এ অঞ্চলে মুছেদি আঁখি নীর।
যে কথা বলিবারে হৃদয় নাহি চায়
সে কথা বলিওনা, গোপনে রাখ তায়;
নীরবে রব আমি, বলিতে কিছু নাই,
বেদনা-ভার তব আধেক নিতে চাই:
যে ব্যথা নিবারিতে শকতি নাহি মোর,
সে ব্যথা অনুভবি দিবগো আঁখি লোর।

এসগো, আজি এস, দুঃখেতে সমপ্রাণ,
নিতান্ত সখা মোর, রেখনা ব্যবধান।
না হয় উষাগমে চলিয়া যেও দূরে,
এ নিশা কেটে যাক আমারি স্নেহ-পুরে।

নবেম্বর, ১৮৯৭

শঙ্কিতা জননী

মায়ের নয়ন পথপানে চায়
আশঙ্কা ভরে,
বেলা চলে যায়, ছেলে যে তাহার
ফিরেনা ঘরে।

ভোর না হইতে বৃষ্টি সুরু হ'ল,
সারাটা দিন
কেবলি ঝরিছে, আকাশে করিছে
আলোকহীন।

প্রভাতের মত ছিল দ্বিপ্রহর
বেলা না যাইতে সাঁঝ,
কোনো কাজে তার লাগিছেনা মন
রজনী মনের মাঝ।

বর্ষার জলে পিচ্ছিল পথ,
এ যদি হয়,
পড়ে গিয়ে তার ভেঙ্গেছে পা খানি—
না—না—তা নয়।

বলে—ভগবান, তুঃখিনীর ধনে ফিরায়ে আন,
মায়ের মনের ভাবনা বেদনা সকলি জান।
আয়রে তুলাল, আঁধার ঘরের উজল প্রদীপ আয়,
মায়ের পরাণ তরাসে ডুবায়ে বেলা যায়—বেলা যায়!

পরিব্রাজক

নগর আমায় ডাকে বারে বারে,
যেথায় মানুষ নিত্য জেতে হারে,
ব্যবসা যেথা মরে আর মারে,
সময় পায়না চাইতে দূরের পানে।

বাঁধা পথে মনে কাঁটা ফোটে,
পায়ের তলায় অশেষ ধন লোটে,
কাড়্‌তে সে সব কত মানুষ ছোটে,
জন কতক তার কিছু ঘরে আনে।

কেউবা মরে কাড়াকাড়ির চাপে,
মূর্চ্ছা পড়ে প্রখর রোদের তাপে,
কঠিন শ্রমে কেউবা জীবন যাপে
আরামে আলস্যে কেহ থাকে।

সুখের পাশে দুঃখ সেথা রয়,
অট্টহাসির তলে কান্না বয়,
ক্ষুধাতুর দেখে অপচয়
অশ্রু ফেলে, কেউ না তারে ডাকে।

দীপালোকে গীত বাদ্য বহে,
ভোগজীর্ণ শাস্ত্র কথা কহে।
সত্যের লাগি কেউবা দুঃখ সহে,
আঁকড়ে থাকে কেউবা মিথ্যাটাকে

জীবন হেথা বিচিত্রতা ভরা,
ধরা হেথা নিতান্তই ধরা,
ভাল মন্দ শক্ত তফাৎ করা,
মানুষ সবাই এইটে শুধু জানি।

বিস্ময়ে তাই সবার পানে চাই,
অনেক মুখে চিহ্ন কিছু পাই
চিনি তাইতে হয় যে আমার ভাই.
বল্‌তে চাই দুটি স্নেহের বাণী।

সকল দিনে হয়না তাহা বলা,
ভিড়ের ভিতর কষ্টে পথ চলা,
চেনা মুখ, নয়তো চেনা গলা,
ডাক্‌তে নারি, নাম জানিনা তাই।
তবু বলি—ভাই, শোন ভাই।

তবু হেথায় করি আনা গোনা,
ভরসা আছে হবে জানা শোনা,
সরস ভূমে স্নেহের বীজ বোনা—
শক্ত নয়রে, তাই বুনেই যাই।

দূরের আহ্বান

পূর্ব্বাহ্নে

উত্তর হইতে আইছে শীত,
দক্ষিণে বসন্ত গাইছে গীত,
কি মোহন, কি মধুর !
"চল দূর—অতি দূর ।"

ফেলিয়া ত্বরিতে সুখের নীড়,
মেলিয়া পক্ষ করিয়া ভীড়,
উড়িনু সকলে, করি কলরব,
ঊর্দ্ধে অধঃতে নীল অর্ণব,
সম্মুখে কাম্য পুর ।
"চল দূর—অতি দূর ।"

সুনীল ব্যোম, সুনীল জল,
পক্ষে পশিছে অসীম বল,
বক্ষে গীতের সুর ।
"চল দূর—অতি দূর ।"

হেলায় চলেছি, খেলায়, রঙ্গে,
ঢালিয়া অঙ্গ বায়ু তরঙ্গে,
পথ ঋজু—নহে ঘুর ।
"শুধু দূর—অতি দূর !"

অপরাহ্ণে

শীতল পবন, অতল জল,
চরণ রাখিতে নাইকো স্থল,
আসিছে আঁধার ক্রূর।
"যেতে আছে বহু দূর।"

ব্যথিয়া আসিছে পক্ষ সবল,
কই দেখা যায় বালুকা ধবল—
সীমানা নবণাম্বুর ?
"সে যে দূর—বহু দূর।"

চালাও—চালাও চালাও ডানা,
পড়িলে মরিবে, আছেই জানা,
চলিলে মিলিবে পুর—
"হয় হোক্ যত দূর।"

পড়িছে সাগরে, মরিছে ভাই,
দাঁড়ায়ে কাঁদিব, সময় নাই,
উঠিছে তুফান প্রবলতর,
চালাও পক্ষ, বাঁচ কি মর,
পাও কি না পাও পুর।
"চল আরো কিছু দূর।"

কে ডেকে আনিলে, গাওগো গাও,
কূলের সন্ধান দাওগো দাও,
আঁধার করগো দূর।
"পান্থ, পাইবে পুর।"

চপলা চমকে ধাঁধিয়া আঁখি,
ঝটিকা দোলায় সহস্র পাখী
পারে আসে সিন্ধুর—
"পান্থ পাইছে পুর।"

হাজারিবাগ,
২৫শে জুলাই, ১৯১৩

শিমুল

আমার প্রাচীর পার্শ্বে আছে ঊর্দ্ধে চেয়ে
তরুণ শিমুল তরু ; নগ্ন দেহ ছেয়ে
ফুটিয়াছে শত শত রক্ত রাঙ্গা ফুল,
শোকাহত-কবিচিত্ত-মথিত, ব্যাকুল,
যেন সে কবিতা মালা—বাহিরি আলোকে
উৎসবের বর্ণ দিয়া ঢাকিয়াছে শোকে।
বুকে তোর কাঁটা, নাহি চিক্কণ পল্লব,
নির্গন্ধ কুসুমে সাজি নয়ন বল্লভ।
আমি তোর অনুরক্ত, তোরে ভালবাসি,
হে শিমুল, সূর্য্যোদয়ে তোর তলে আসি'
চাহি মুগ্ধ নেত্রে তোর দীর্ঘ দেহ পানে ;
তোর রক্তসিক্ত পুষ্প দৃষ্টি মোর টানে
দিবা মধ্যে, বারবার বাতায়নে তাই
তোরে দেখিবার লাগি নীরবে দাঁড়াই !
বর্ণের সম্পদ তব ধরা হতে তুলি
ধরেছ মাথায় তুমি, আমি যাই ভুলি
আছে কি না আছে গন্ধ। কিবা আসে যায় ?
যা পেয়েছ ধরেছ তা দেবতার পায়,'
তাই করে মানবের আনন্দ বিধান।
বর্ণ, গন্ধ, রূপ, রস, হাসি, অশ্রু, গান,
যার যাহা আছে, আছে যতটুক খানি
কিছু ব্যর্থ নহে যদি নিবেদিতে জানি।

ফেব্রুয়ারী, ১৯২৫

কালবৈশাখীতে পাতার নৃত্য

ঝরা শুষ্ক পাতা গুলি হের নৃত্য করি
চলিয়াছে ঝড়ের সমুখে,
কি সুখে ? কি সুখে ?

বেতালা ঝঞ্ঝার গান, বজ্রের বাদন,
নাহি দেবতার অশ্রু, মেঘের কাঁদন,
এ কেবল অট্টহাস উন্মাদের মুখে,
না সুখে না দুঃখে !

ঝরা শুষ্ক পাতাগুলি হের উর্দ্ধশ্বাসে
চলিয়াছে ছাড়ি বৃক্ষতল,
ভবিষ্যের আশা নাই, নাহি দাঁড়াবার ঠাঁই,
কেমনেই রবে অচঞ্চল ?

চলিয়াছে আকাশে ভাসিয়া,
আপনার অদৃষ্টে হাসিয়া !
তরু হতে পড়েছিল ভূঁয়ে,
মৃত সম ছিল ধূলে শুয়ে,
বায়ু তারে মন্ত্র পড়ি করেছে চঞ্চল ।
তাই ভাবে ছেড়ে যাবে ধরার অঞ্চল ।

খেলা সাঙ্গ করি অকস্মাৎ
যাদুকর বায়ু যবে যাইবে চলিয়া,
মেঘ হতে শতধারে অশ্রু-দেবতার
পড়িবে গলিয়া ;
নৃত্যশীলা পত্রাবলী ঘিরিবে কর্দ্দমে,
সবে যাইবে দলিয়া।

হাজারীবাগ,
মে, ১৯২৫

আমি রব সয়ে

আমারে ধরণি মাগো, দাও ধৈর্য্য তব,
সয়ে রব, আমি রব সয়ে,
দুঃসহ ভাস্কর তাপ নিদাঘ দিবায়,
ঝঞ্ঝাবাত শিরে যাবে বয়ে।

প্রাবৃটের জলধারা অনাবৃত দেহ
সিক্ত করি যাইবে চলিয়া,
শীতের শানিত বায়ু ত্বক্ ভেদ করি
বিঁধিবে মজ্জা ও মর্ম্মে গিয়া।

তবু আমি মৌন মুখে উর্দ্ধশির হয়ে
প্রতীক্ষা করিব বার বার
নিদাঘে শীতলবারি, রৌদ্র বরষার,
শিশিরে বসন্ত পুষ্প হার।

যতটুকু সুমধুর পাই যত দিন,
হাসি মুখে লব ততটুক,
রৌদ্র আনি দিবে মেঘ, বরষা, শরৎ,
এ আশায় ভরা রবে বুক। ✓

হাসনু হানা

প্রভাত আলোকে ধরণীরাণীরে
সাজাল রঙ্গীন সাজে,
অশোক কাঞ্চন, করবী পলাশ,
বন্ধুক, শিমুল ; সিঞ্চিল সুবাস
যূথিকা মল্লিকা, চামেলী চম্পক,
গোলাপ ও গন্ধরাজে।

এই রঙ্গের মেলায় সৌরভ খেলায়
আমি যে লাগি না কাজে,
তাই মরে আছি লাজে।
ফুটেছিল মোর ছোট ছোট ফুল,
গন্ধে দশদিক করিয়া আকুল,
অন্ধ আঁধার রাতে,
নীরব যখন বিহঙ্গের গান,
মানব যখন খোঁজেনা সুঘ্রাণ,
মগন রহে নিদ্রাতে।
শুষে লয়ে গেছে তাদের সুবাস
রজনী আপন সাথে,
এবে অরুণের হাসির আঘাতে
ঝরিয়া পড়িল প্রাতে।
কবি কহে—ওগো সৌরভময়ি,
দুঃখ কিবা আছে তাহে,
অনিদ্র যে জাগে আঁধারে নিশায়
তব সৌরভ লাগে প্রাণে তার,
সে তব মঙ্গল গাহে।

জীবন আন আর

ভাবিলে হবেনা, কহিলে হবেনা,
গাহিলে মিষ্ট গান ;
পুরাইতে যদি চাহ মনোরথ
চলিতে হইবে দুর্গম পথ,
আরাম বিরাম অনেক হইবে
করিতে বলি দান।

ভাবন, বচন, হইবে বিফল,
ব্যর্থ হইবে গান ;
বাতাসে মুখের কথা ভেসে যায়,
হৃদয়ে পশিতে পথ নাহি পায়,
পুরুষের মত একটি কর্ম্ম জাগায় শত প্রাণ,
একটি আলোকে যেমন গৃহের আঁধার অন্তর্দ্ধান।

আন চিন্তা, ভাষা, সঙ্গীত সাথে
জীবন আন আর,
জীবন হ'তে যে বাণী বাহিরায়,
মানুষের প্রাণে যায় তাহা যায়,
উদাসী পথিক থমকি দাঁড়ায়
শুনিতে আর বার ;
আগুন নহিলে আগুন জ্বালায়
এমন সাধ্য কার ?

১৯০৯

আশীর্ব্বাদ

আমার সন্তান,

হও তুমি সত্যগত প্রাণ,
হও তুমি বলিষ্ঠ নির্ভীক।
শুভ যদি হয় মনোরথ
শিব দেখাবেন তোমা পথ,
সে পথে থাকিও সদা ঠিক,
সত্যনিষ্ঠ, বলিষ্ঠ নির্ভীক।

পিছে কেহ আসে কি না আসে,
তোমারে হাসে কি উপহাসে,
দেখিতে চেওনা চারি দিক্ ;
চিত্ত তব শুদ্ধ যেন রয়,
স্তুতি নিন্দা তুচ্ছ যেন হয়,
ধন্য বলে কিবা বলে ধিক্—
চলে যাও, বলিষ্ঠ নির্ভীক।

হাজারিবাগ
জানুয়ারী, ১৯১৩

বধূ বরণ

এসগো মা লক্ষ্মী, নূতন বধূ,
রসনায় দিনু দুফোঁটা মধু ;
মধুমতী হোক তোমার বাণী
এস সমাদৃতা, এস কল্যাণী।

মধু দিয়া কান করিনু পরশ,
আমাদের কথা সুমিষ্ট সরস
চিরদিন যেন লাগে তব কানে,
অচেনারে যেন চেনা করে' আনে।

তোমার স্বামীর আপনার জন
হয় যেন সব তোমার আপন।
এ গৃহ সাম্রাজ্যে হও তুমি রাণী,
পাত ভাল করে সিংহাসন খানি

জ্যেষ্ঠ কি কনিষ্ঠ চিতে সবাকার ;
ঐশ্বর্য্যে ভরিয়া উঠুক ভাণ্ডার,
অধরে নিয়ত খেলুক হাসি,
বিতরি আহরি আনন্দ রাশি।

সহধর্ম্মিনী স্বামীর ধর্ম্মে,
সহকর্ম্মিনী তাহার কর্ম্মে,
সহচরী হও কণ্টক পথে,
অনাবৃত পদে, কিবা পুষ্পরথে।

উৎসবে শোকে, আরামে রোগে,
ভাগ লয়ে সুখ দুঃখের ভোগে,
দুই বলে বলী যাইবে চলিয়া
পথের বিপদ বিঘ্ন দলিয়া।

দুটি দীপশিখা লভি স্থির স্নেহ
উজ্জ্বলতর কর এই গেহ,
প্রেমে মধুময় জীবনের স্বাদ
হোক তোমাদের, এই আশীর্ব্বাদ—
এই আশীর্ব্বাদ।

মার্চ্চ, ১৯২৩

'অভি'র জন্মদিনে

বাণি, আমায় দয়া কর, রাজার আমার হুকুম যবে,
কলম চলে, নাইবা চলে, কবিতাটি লিখ্‌তেই হবে।
দুবছরের শিশুরাজ, জান, মা, তার প্রতাপ কত,
তার কথা কি ফেল্‌তে পারি, প্রজা আমি অনুগত?

আমি তার গুণে বাঁধা, রূপে ডুবে পাইনা ঠাঁই,
ভাষায় কি তা আঁকতে পারি?—আমারতো সে আশা নাই।
জানি কেবল দেখ্‌তে পেলে ইচ্ছা করে চেয়েই থাকি,
কোলে এলে সাপ্‌টে ধরে' বুকের মাঝে চেপে রাখি।
ননীর মত নরম মুখ, ভোমরা কালো উজ্জল চোখ,
রাঙা ছোট ঠোঁট দুখানি দেখ্‌লে জুড়ায় সকল শোক;
সাদা মুক্তা চারটি দাঁত, হাসিটুকুন মিষ্টি কত,
আলো আর মধু ভরা, ব'ল্‌ব তারে কিসের মত?
ভোরের বেলায় অরুণ কিরণ, নিশীথ রাতের চাঁদের মুখ
রঙীন গোলাপ, শুভ্র জুঁই দেয়কি চোখে এত সুখ?
তারপর তার মুখের বুলি,—বেণু বীণা কোথায় লাগে?
পাখীর মত কথা কয় সে—ময়না বুঝি ছিল আগে?
যেথায় শোনে যে কথাটি আধ আধ অমনি বলে—
টিয়া আমার ময়না আমার, এস মালা পরাই গলে!

সাত রাজার ধন মাণিক আমার, পাতাল খুঁড়ে, সাগর ছেঁচে,
ইন্দ্র শচীর নন্দন থেকে হেথায় তোরে কে এনেছে ?
মা বাপের তোর কত পুণ্যে কোলে তাদের পড়্‌লি উড়ে,
এলি যদি, ওরে দুলাল, থাক্‌রে স্নেহের পিঁজরা জুড়ে।
বড় সাধে মা বাপ যে তোর নাম রেখেছে অভিজিৎ,
তুই তারকা, চিত্ত তাদের নিত্য রাখিস্‌ আলোকিত,
বেড়ে ওঠ্‌রে, তোর আলোকে উজল করি উভয় কূল,
শক্তি, কীর্ত্তি, কল্যাণ হোক, আপদ বালাই নির্ম্মূল।

দুবছরের রাজা আমার, আজকে তোমার জন্ম দিনে
নজর আস্‌বে থালা ভরা, আন্‌বে কত খেলনা কিনে
নয়াবাজার উজাড় করে ; আজকে তুমি সে সব ফেলে
কবিতা কি পড়্‌বে যাদু ? নে যাও তবে। বাবা এলে
"পিসীমার কবিতা এ—" বল' তাঁর হাতে দিয়ে,—
"আমি লিখ্‌তে বলেছিলুম, তুমি পড়তে দাও শিখিয়ে।"

পিসীমা

৪ঠা জানুয়ারী, ১৯২৪

পরিচিতা

নাম ধাম সুধাবার আগে
পেয়েছি তোমার পরিচয় ;
নয়নে বচনে বাহিরিয়া
এল তব ভগিনী হৃদয়,
স্নেহ অর্ঘ্যে সাজাইয়া থালা,
হে কল্যাণি বিদেশিনী বালা।

পরিচিতা অন্তর রাজ্যের,
পূরব পশ্চিম যথা নাই,
জ্ঞান প্রেম উন্নত অচলে
রচিয়াছে মিলনের ঠাঁই ;
বাঁধিতেছে নূতন বাঁধনে,
সবারে করিছে আপনার,
ভাষা পিছে নীরবে দাঁড়ায়ে
শুনে নব সঙ্গীত ঝঙ্কার।

কেশমা, ইটালী,
সেপ্টেম্বর, ১৯২৭

আশীর্লিপি

স্নেহাস্পদেষু

অনেক দিনের কথা সে যে, মনে বৎস আছে কিনা আছে,
গৌরবরণ সরল শিশু, অনাহূত এসেছিলে কাছে।
অনেক রকম কথা হ'ল, সখ্য হ'ল ক্ষণিক পরিচয়ে,
বিদায় হ'লাম, ক্ষণিকের ছবি রইল তোলা স্মৃতির নিলয়ে।
শিশুর সুন্দর ফুল্লমুখ পথে যবে দেখিবারে পাই,
আনন্দ ভরিয়া লয়ে প্রাণে নীরব আশীষ রেখে যাই।
কত দেখি, কত যাই ছেড়ে, কত বা ভুলিয়া যাই শেষে,
জানি নাই আবার তোমার দেখা পাব কিশোরের বেশে।
পরিচিত বহুদিবসের, স্নেহ জাগে পুনর্দরশনে,
বীজে সুপ্ত তরুশিশুসম প্রাবৃটের বারি বরষণে।
তোমার কিশোর মূর্ত্তি মাঝে দেখা দেয় শিশুর সে মুখ,
নির্ম্মল সারল্যে সমুজ্জ্বল, প্রাণে তাই জাগে নব সুখ।
লেখা চাও ? লিখি তবে হাতে, মনে যেই আশীর্ব্বাদ করি,
অতীতের শিশু, হে কিশোর, পূর্ণ মনুষ্যত্বে নিও বরি।

২৭শে সেপ্টেম্বর,
১৯২৮

মায়ের আশা

যে স্বরে মোর উঠেনি গান
অবাধ কণ্ঠে সে স্বরে গাবে,
যে উচ্চ পথে পারিনি যেতে
সে পথে তুমি সহজে যাবে,
যে ফলে শুধু বাড়ানু হাত
তুমি তা পাবে, তুমি তা পাবে।
একটি ছোট বীজে যেমন
বনস্পতি জীবন পেয়ে,
লক্ষবীজে অঙ্কুরে আর
ধরায় পারে ফেলতে ছেয়ে,
তেমনি তুমি একটা মায়ের
একটা বুকের আশা নিয়ে
লক্ষ বুকে বুনবে আশা
সাধন দিয়ে সিদ্ধি দিয়ে।

১৮৯৯

সংশয়ে আশা

আমি উঠি নাই উচ্চ সাধনা শিখরে,
আমার হৃদয় কাঁদে প্রিয়জন তরে।
কাছে যবে পাই সবে হারাবার ভয়
আমারে আকুল করে, কত না সংশয়
উঠে নিত্য চিত্ত মাঝে। আমি বিধাতারে
কখন নিষ্ঠুর বলি, কভু করি তাঁরে,
ধন্যবাদ; শেষে বলি "বুঝা নাহি যায়
কি যে দয়া, কি যে ধর্ম্ম, অন্ধকারে হায়
চলিয়াছি!" এই টুকু বলিবারে পারি
মাঝে মাঝে দেখি পথ, মাঝে মাঝে তাঁরি
পাই যেন কর স্পর্শ, শুনি যেন বাণী—
সে যে স্বপ্ন, সে যে ভ্রান্তি, কেমনে তা মানি?

অনাগত তরে আশা কে দিয়াছে বুকে?
কার স্নেহে স্তন্যরস যায় শিশু মুখে?
বাহিরে রাখিলা আলো দেহে দিলা চোখ,
অন্তরের তরে সেকি রাখেনি আলোক?
জাগিয়া রয়েছে আশা মাগিয়া মিলন,
মিলন সে যদি ফাঁকি, কেন জাগরণ?

১লা মে, ১৯১৪

প্রভাতের প্রার্থনা

জাগ্রত, জাগায়ে রাখ আমার চেতনা,
কর্ম্মক্ষেত্রে সুপ্ত নাহি থাকি,
আনন্দ, পরশি যাও আমার অন্তর,
বিষাদেরে সদা দূরে রাখি।

হে শিব, সুন্দর হোক্ কথা, চিন্তা, কাজ,
দুঃখেরে করিনা যেন ভয়,
অমৃত, মৃত্যুরে জানি নব জন্ম লাভ
জীবনেরে অনন্ত অক্ষয়।

তোমার চরণে, প্রভু, লুটাইয়া শির
প্রত্যুষে এ আশীর্ব্বাদ চাই—
তুমি চিরসঙ্গী, সাক্ষী, সুকৃতি সহায়
এ কথা কভু না ভুলে যাই।

নিশ্চিন্তে নীরবে

জানতে মোরে দাওনা, প্রভু,
কখন যে কি হবে,
তাইতে আমি বসেই আছি
নিশ্চিন্তে নীরবে।

যাহাই আমি তুলি গড়ে'
ঝড়ে যদি যায়তা পড়ে',
চাইনা যাহা, চোখের আগে
দাঁড়ায় তাহাই—তবে
বসে আমি থাকি এবে
নিশ্চিন্তে, নীরবে।

হয়তো ক্রমে দেখে দেখে,
নিরাশার রস চেখে চেখে,
মিঠায় যেমন তিতায় তেমন
রুচি আমার হবে,
বসে রইনু সেই ভরসায়
নিশ্চিন্ত নীরবে।

তাই হোক্ তবে

তাড়াতাড়ি গিয়েছ তুমি, তাই
দেরী করে আমায় যেতে হবে,
স্বর্গে হ'ল তোমার তরে ঠাঁই,
আমি বন্দী দুঃখভরা ভবে।
তাই হোক্, তাই হোক তবে।

মাঝ পথে নামিয়ে রেখে গেলে
তোমার কাজ, কে আর তুলে লবে?
যাই বা আমি কেমন করে ফেলে?
দুয়ের বোঝা একাই বইতে হবে।
দেরী, তবে অনেক দেরী হবে।

মুক্ত তুমি, চড়ি পুণ্য রথ
দেব লোকে বিচরিবে যবে,
আমার কাঁটা কাঁকর ভরা পথ
রক্তাঙ্কিত, অশ্রু-সিক্ত হবে।
তাই হোক্, তাই হোক তবে!

ছাড়িয়া চলিলে ভবে

দিন হেথাকার বেশী নাহি আর
ছাড়িতে হবে এ ভবে,
এই শুধু জানি। আশ তৃষা গ্লানি
স্মৃতিতে রবে, না রবে,
জানিনা সে কথা। হেথাকার ব্যথা
নিশ্চয় নিঃশেষ হবে
ছাড়িয়া চলিলে ভবে।

নিশ্চয় সে দেশে পরিচিত বেশে
কেহ মোর আপনার
সস্নেহে সাদরে ডেকে লবে ঘরে,
বিচ্ছেদের অন্ধকার
মিলন আলোকে মিলাবে পলকে
যত ব্যথা নিরাশার।

হাতের কাজ

বলছে মরণ, রাখরে দুয়ার খুলে,
হাতের কাজটা সেরে নে সত্বর,
হোক্, না হোক্, রাখবি কেন তুলে ?
যতটুকু ক'রতে পারিস্ কর

সবটা শেষ নাই যদি হয় আজ,
আর কেউ তা করবে সমাপন,
হাজার সেবক করছে রাজার কাজ,
তুমি তাদের মাত্র একজন

মরণের ডাক

শুনিতে পেয়েছি প্রাণে মরণের ডাক—
সেরে ফেল, সেরে ফেল তোমার যা কাজ।
থাকে যদি চিত্তে কোন ব্যর্থতার লাজ
খুলে ধর দিবালোকে, মরিয়া সে যাক্
শত-দৃষ্টি-শর-বিদ্ধ। জ্বলিয়া জুড়াক
তপ্ত চিত্ত চিতানলে। রাখিওনা আজ
আবরণ, আভরণ, বাহিরের সাজ
লজ্জা যাক্, খ্যাতি নিন্দা সব পড়ে থাক্,
কিম্বা দহি দেহ সাথে ভস্মেতে মিলাক্।

অক্টোবর, ১৯১৩

আজিও রয়েছি বেঁচে! হাসি কান্না গান
হয় নাই আজো অবসান।
আরও কত দিন যাবে, কত ব্যথা সয়ে
রহিব পাষাণ-মূর্ত্তি হয়ে—
কিম্বা একখানা যন্ত্র, কাঠে আর তারে,
ঘটনা বাজায়ে যায় যারে।
তবু কেটে যাবে দিন—আয়ু কেটে যাবে,
হেথাকার জীবন ফুরাবে।
তারপর? জানিনাতো কি যে তারপর—
কত দুঃখ, জন্ম জন্মান্তর।

অক্টোবর, ১৯২০

গৃহদ্বারে দিওনা অর্গল

দাও, দাও, দুঃখে যদি চক্ষে আসে জল,
যাহা আছে দাও আজ ক্ষুধিতের পাতে,
কাল যদি না-ই থাকে সেই ভাবনাতে
আজ আপনারে কেন হের নিঃসম্বল ?
আজ তুমি কল্পতরু। সঞ্চয়ের ফল
আসে, যায় ; থাকে যবে, ঢাল শূন্য হাতে।
ফিরা'ওনা কাহারেও আজি এ প্রভাতে
অকৃতার্থ। গৃহদ্বারে দিওনা অর্গল।

আসুক যে আসে। কাল না-ই যদি থাকে
ভিক্ষা দিতে মুষ্টিমেয়, নিঃস্ব তব গেহে,
না হয় বলিও—গেছে যা ছিল সঞ্চিত।
কে জানে, হয়তো খোলা দুয়ারের ফাঁকে
প্রবেশিয়া, অন্নপূর্ণা বিলাবেন স্নেহে
নিজে অন্ন, ভিখারী সে হবেনা বঞ্চিত।

মার্চ্চ, ১৯২৯

হিসাবী দান

চিরদিন ক্ষতি লাভ করিয়া গণন,
করি তৌল, সকলেরে নিজ অংশ মত
বিলাইতে প্রাপ্য যত্ন করিলি নিয়ত ;
জীবন্ত করুণা শিশু করিয়া হনন
বেঁটে দিলি নানা মায়ে ; করিলি খনন
অগভীর, ম্লাননীর কূপ শত শত ;
ন্যায়ের বিচার সদা রাখি অব্যাহত
দিবি দণ্ড পুরস্কার করিলি মনন।

তারপর কি দেখিলি, ওরে মূঢ় দীন ?
মিটায়ে কাহারও ক্ষুধা পারিলি কি দিতে ?
লভিলি দানের তৃপ্তি আপনার চিতে ?
দুয়ারে ভিক্ষুক রাখি সুদূরের ঋণ
পারিলি শুধিতে কভু ? বন্ধন কঠিন
মমতার, যুক্তি বলে পারিলি ছিঁড়িতে ?

মার্চ্চ, ১৯২৯

বেহিসাবী দান

অর্ব্বুদ যোজন দূরে তারা লক্ষ শত
দূর দূরান্তর চাহি স্নেহভরে হাসে ;
তাদের যে কত রশ্মি অসীম আকাশে
অতল-শৈত্যের মাঝে হইতেছে গত
কে করে ইয়ত্তা তার ? সবিতার যত
আলোক উত্তাপ এই ধরা-বুকে আসে
তার বেশী ক্ষরে শূন্যে। লাভের প্রত্যাশে,
কাজে লাগাইবে বলে কে ব্যস্ত সতত ?
কাজ সে কি ? কার কাজ ? হিসাব নিকাশ
কবে, কার কাছে হবে ? আলোক উত্তাপ
আছে যার সে-ই দেয়। নিজে দীপ্তিমান্
দীপ্তিহীন অপরের করিছে প্রকাশ ;
এতটুকু দিলে চলে—বলি, পরিমাপ
করে না, যে নিজে বড়, বড় তার দান।

মার্চ্চ, ১৯২৯

স্মৃতির ছবি

আজ্‌কে আঁধার ঘরে,
স্মৃতির প্রদীপ উঠ্‌ল জ্বলে
আধ-শ বছর পরে।
আমার জীবন সাঁঝে
ধূপের গন্ধ আমায় ঘিরে
ঘুরছে ঘরের মাঝে।
ফুট্‌ছে ছবি ধীরে,
আধ শতাব্দীর পলি-পড়া
দূর অতীতের তীরে।

গাঙের ধারে প্রথম বাড়ী—
ছোটই ছিল গ্রাম,
পাতলা ফর্সা একটি মেয়ে—
কি ছিল তার নাম ?
ছোট দেহ ভাস্‌ছে চোখের আগে,
নাই-যা তা স্বপ্নে যেমন জাগে,
খানিক স্পষ্ট, খানিক ঝাপ্‌সা লাগে।

সুশ্রী কি সে বিশ্রী ছিল ব'ল্‌ত না তা কেহ ;
সবারি সে আপন ছিল, পেত সবার স্নেহ।
মায়ের ডাকে আস্‌ত ছুটে, পুতুল খেলা ফেলে।
চুল বাঁধাটা সারা হলে, বেলা পড়ে' এলে,

জলে ভেজা মাটীর প্রদীপ মুছে, সল্‌তে তেলে
সাজিয়ে রেখে, সাঁঝ হ'তেই দিত জ্বেলে জ্বেলে।
মাঝের ঘরে 'দেরকো' 'পরে রেখে প্রদীপখানি
ঢালতো ধূপ আগুন ভরা ধুনুচিটি আনি ;
কোণে কোণে ধোঁয়া দিয়ে ঘুরে সারা ঘর,
দরজাটার আড়ালেতে রাখ্‌ত ; তারপর
আর এক 'পিদ্দীপ' তুলে নিয়ে যেত মায়ের কাছে,
পাছ্‌দুয়ারে রান্নাঘরে আলো দিতে আছে।

দীপগুলি ছিল ক্ষীণ, তাতেই হ'ত কাজ,
তেমন আলোয় চলা ফেরা চলবে না কো আজ।
তেমন প্রদীপ এখন বুঝি সে গ্রামেও নাই,
চিত্রকরের ছবিতে আর স্মৃতির মাঝে পাই।
আঁচলে তার ধূপের গন্ধ, হাতে তার দীপ,
খোঁপা বাঁধা চুল, দুই ভুরুর মাঝে টীপ,
—খয়ের ঘসা কালো টীপ—গলায় পুথির মালা,
মাঝে মাঝে সোণার দানা—হাতে দুটি বালা।

তেল সলিতায় জ্বালা দীপ, বালা পরা হাতে
লাগতো কা'রও ছবির মত, তখন সন্ধ্যা রাতে ?
এখন লাগে। পারি যদি এখনই যাই ফিরে
পাড়ি দিয়ে আধ-শ বছর, শৈশবের তীরে,
মায়ের হাতের পরশ মাথা ভুরুর মাঝে টীপ,
সাঁঝের বেলা জ্বালাই গিয়ে ধূপ আর দীপ।

অবেক্ষণ

১

বিহঙ্গ উড়িছে শূন্যে, সাঁতারিছে মীন
জলে, বিহরিছে সুখে পশু বনেচর ;
মানব জীবন কেন বহিতেছে ক্ষীণ,
সহিয়া চলিছে যেন ভার গুরুতর ?

একি গো আত্মার ভার, ওহে জগদীশ ?
সামর্থ্য-অতীত একি কামনার ক্লেশ ?
অমৃত লভিবে বলি, ছুটি অহর্নিশ,
ক্লান্ত পদে ফিরিছে কি মরণের দেশ ?

তুমি কি শুনায়ে তারে বাণী আপনার
জাগায়ে দাঁড়ালে সরে, লুকাইলে মুখ,
দুঃসহ আলোক দিয়া করি অন্ধকার,
তার ব্যর্থ চেষ্টা দেখি লভিছ কৌতুক ?

জীবের আনন্দ হ'তে বঞ্চিবে কি তারে ?
না, না, যারে জাগায়েছ সে নাহি ঘুমাবে
দেহকূলে, যত শ্রান্ত হোক নিজ ভারে,
সে তোমারে চাবে, প্রভু, সে তোমারে পাবে।

২

মধুর ঊষার হাসি পূরব অম্বরে,
মধুর মেঘের যাত্রা শূন্যে মায়ারথে,
মধুরে অরুণ-রশ্মি ধীরে খেলা করে
অনিলের সাথে, ঘন পল্লবিত পথে।

ভাল লাগে দিবাভাগে রৌদ্র-দীপ্ত জল,
কি সুন্দর আলোছায়া মৃদু সমাবেশ
দিবাশেষে, ছায় যবে শ্যাম সমতল
নিম্নভূমি, বনাবৃত উচ্চ গিরিদেশ!

ভালবাসি পূর্ণিমায় জ্যোৎস্নাময়ী ধরা,
স্নাতদেহা, শুভ্রবেশা বধূটির মত;
সুগম্ভীরা, সমুজ্জ্বল তারকায় ভরা
কৃষ্ণা রজনীরে হেরি মাথা করি নত—

যেন সে বিধবা নারী, কেশপাশ খুলে,
ফেলে সর্ব্ব আভরণ, বৈরাগ্য কঠোর
আর পরত্রের আশা লইয়াছে তুলে
আপনার বক্ষে—চক্ষে দীপ্তি, নহে লোর।

৩

গৃহস্থের আঙ্গিনায় খেলে, শিশুদল,
পাদপ লতিকা কোলে দোলে পুষ্পচয়,
চটক শালিখ গুলি করে কোলাহল
বাঁশঝাড়ে, উড়ে চলে সানন্দ, নির্ভয়।

নারিকেল গাছ হ'তে নামিতেছে চিল
দীর্ঘ চক্র বিরচিয়া, ফের উড়ে যায়
সুদূর গগনে। হোথা একটি কোকিল
আম্র পল্লবের মাঝে কুহু কুহু গায়।

কাঠবিড়ালীরা হোথা শিশুদের মত
কে আগে ছুঁইবে "বুড়ী" বলি ছুটে যায়,
খেলা শেষে বসে আসি শান্তশিষ্ট কত,
দুটিহাত তুলি ধীরে শস্য খুঁটে খায়।

আলোকের জীবনের এ সুন্দর খেলা
দুই চোখে ভরে' লয়ে, আমার হৃদয়
উঠিছে আনন্দে গাহি' আজ ভোর বেলা—
'যেথায় জীবন সেথা আনন্দও রয়।'

৪

জীবশূন্য কোথা আছে এতটুকু ঠাঁই ?
কোথায় জীবন আছে, কিন্তু রাত্রি দিন
সজীবতা, নিরন্তর চটুলতা নাই ?
কোথা জীবনের ক্রীড়া সৌন্দর্য্যবিহীন ?

যেথা জন্ম সেথা মৃত্যু, যেথা বৃদ্ধি, ক্ষয়।
জীবন বয়ন করে কে সে তন্তুবায়
মিশাইয়া সুখদুঃখ, আনন্দ, বিস্ময়,
জ্ঞান অজ্ঞানের সূত্রে—অপূর্ব্ব শোভায় !

৫

কোথা হতে আসে স্নেহ ব্যাঘ্রী-জননীর
শাবকেরে বাঁচাইতে ? নারীর অন্তর
ভয়ে ভীত, শিশু লাগি সাহসে সুস্থির
হাতে ধরি ফেলে দূরে সর্প বিষধর,

আগুনেতে ছুটে যায়, ঝাঁপে সিন্ধু জলে ;
অকূল ব্যাকুল স্নেহ, শুদ্ধ সমুজ্জ্বল,
অনলেরি মত, তার হৃদয়ের তলে
কোন্ মহা-উৎস হতে ছুটে অবিরল ?

৬

জগতের কোনো ঠাঁই অসুন্দর কিছু নাই,
ভাল করে দেখি যারে ভালবাসি তাকে,
আর উদাসীনবৎ চলিতে পারিনা পথ,
আগে পাছে, দুই ধারে, সবে মোরে ডাকে।

আমার এ জীবনের নীরবতা ভেদ করি
কোটী কোটী মূক প্রাণী আজ কথা কয়,
নয়নের অগোচরে যাহারা জনমে মরে
তাদের সৌন্দর্য্য হৃদে জাগায় বিস্ময়।

অদৃশ্য জীবাণু এল কত বড় হয়ে—
কেবা ছোট, কেবা বড়? সবেতে সমান
অদ্ভুত স্রষ্টার চিন্তা, সে মুদ্রাঙ্ক লয়ে
আমি ক্ষুদ্র জুড়ে আছি আমার যে স্থান।

৭

ছোট ছোট পানামূলে এক সাথে থাকে
কোটী কোটী জীবনের অণু অণু ঢেউ,*
উজ্জ্বল মুকুলসম ফুটে ঝাঁকে ঝাঁকে,—
ইহাদের মুখপানে চেয়ে আছে কেউ।

* Vorticelli or Bell Animalcu!æ.

কত না আনন্দে সেই আঁখি অনিমেষ
চেয়ে আছে—সৃষ্টি মাঝে যে আনন্দ রয়,
খুদিয়াছে ইহাদের প্রতি সূক্ষ্ম কেশ
কিবা সে শিল্পীর হাত, কোমলতাময়,

প্রেমভরে। প্রেম বিনা সৃষ্টি নাহি হয়।
অনন্ত শয়নে প্রভু কবে সুপ্ত ছিলা?
প্রেমের জলধি তিনি, আনন্দ নিলয়,
চিরদিন আছে তাঁহে এই সৃষ্টিলীলা।

৮

তাঁহার চেতন শিশু অচেতন সহ
ভ্রাতৃপ্রেম করি অনুভব,
মনে হয়, ধূলি-লগ্না লতার বিরহ
আমি যেন বুঝিতেছি সব।

মূলে মূলে বারি পিয়া কেমনে মিটায়
দূরস্থিত অগ্রের পিয়াস,
কেমনে আশ্রয় খুঁজি চারিদিকে ধায়,
কি আগ্রহে বাঁধে তন্তুপাশ!

"উপরে আলোক, আমি পারিনা দাঁড়াতে
আপন চরণে করি ভর,—"
বলে—"ওগো তুলে লও আপনার সাথে,
আলো চাই, ওগো তরুবর।"

যে তারে আশ্রয় দেয় কেমন শোভাতে
রুক্ষ দেহ ছেয়ে দেয় তার,
তত আঁকড়িয়া ধরে যত প্রতিবাতে
ব্যথা পায় দেহে আপনার।

কত ভালবেসে তারে অন্তরীক্ষ ভূমি
পরাইছে স্থহরিৎ বাস,
সমীর সোহাগে কভু দেহ যায় চুমি,
ছুটাইয়া লাবণ্য উচ্ছ্বাস।

সৌন্দর্য্যের ষোলকলা পূর্ণ যবে তার,
কি জানি কি আশা আসে, কি জানি কি স্নেহ,
জীবিত করিতে চাহে জীবন বিস্তার—
ফুলে ফুলে ছেয়ে দেয় আপনার দেহ।

কোমল কুসুমরাজি, শিশু তার, হাসে যবে,
হয়তো সে সুখ তার মায়েরি মতন হবে।

৯

অসংখ্য সোপান বাহি' যুগ যুগ ধরি,
লভিতেছে নর উচ্চ হতে উচ্চতর
ভূমি; এই ধরিত্রীরে তুচ্ছ জ্ঞান করি'
চাহিতেছে স্বর্গ পানে। কোথা হে ঈশ্বর,

কোথা তুমি ? ধরাধামে এ দেহমন্দিরে
তুমি কি দিবেনা ধরা ? শুধু লুকাচুরী
খেলাইবে ভক্তসাথে ? নানা দিকে ফিরে
করিবে কি দিগ্‌ভ্রান্ত ? জ্ঞান মার্গে ঘুরি

আসে দেখ নামি শেষে, পরিশ্রান্ত হয়ে,
সংশয়ের অন্ধকারে। পরিমিত জ্ঞান
দুর্লভ-সন্ধান ছাড়ি সুলভেরে ল'য়ে
চাহে তৃপ্তি, দেহ সাথে মাগে অবসান

জীবনের। "পরিবৃত সুস্নিগ্ধ পল্লবে,
ভূষিত প্রসূনকুলে মহা তরুবর,
কোথা গেছে মূল তার খুঁজিয়া কি হবে ?
ভুঞ্জ ছায়া, ভুঞ্জ ফল, শোভা মনোহর"—

কেহ কহে। প্রাণ তাহে মানে কি প্রবোধ ?
ছুটিছে উদ্দেশে তব আনন্দ বিস্ময়,
ভক্তি কৃতজ্ঞতা প্রেম ; কে করিবে রোধ
প্রবল প্রবাহ এই ? ওহে সর্ব্বময়,

পাতিয়া বিপুল বক্ষঃ অনন্ত উদার,
বিশ্বের ব্যাকুল প্রেম, নিত্য বহমান,
কে লইবে তুমি বিনা ? কে লইছে আর ?
ধরি দাও নাই ধরা, বুকে দেছ স্থান।

১০

একি সব অর্থহীন ফুল ফোটে প্রতিদিন
কত বর্ণ, কত গন্ধ, গঠনের ভেদ,
যে যাহার কাজ করে, সৌন্দর্য্যে জগৎ ভরে,
মুখে নাই হাহাকার, হৃদে নাই খেদ ?

আমারও হৃদয় হতে ঘুচে গেছে ক্লান্তি ক্লেশ,
আজ আত্মা শান্ত মোর, নির্ভর নির্ভয় ;
আমি জানি জীবনের এক উৎস পরমেশ,
কল্যাণের কল্পতরু, জ্ঞান শক্তি-ময় ।

জ্ঞান তাঁর সুনিহিত প্রতি কার্য্যমূলে,
শক্তি তাঁর দীপ্তি পায় ভরি চরাচর,
কোটী নক্ষত্রের মাঝে, প্রতি বিন্দু ধূলে ।
শুধু তাই নহে, তিনি পুণ্যের আকর ।

জ্যোতির্ম্মতী শক্তি তাঁর করি সঞ্চালন,
জড়ের আননে শোভা করিয়া বিস্তার,
সৃষ্টির আনন্দ তবু হ'লনা পূরণ,
সৌন্দর্য্য দর্শন সাধ মিটিলনা তাঁর ।

তা না হলে পুষ্পময়ী, শ্যামল-আসনা
ধরণীর কোলে দেখি শিশু-জীব লীলা,
কেন না হইল শেষ সৃষ্টির বাসনা,
সৃষ্টি হতে নবসৃষ্টি কেন আরম্ভিলা ?

নীরবে রহিলা একা যুগ রাত্রি জাগি,
স্থূল দেহ হতে কেন সূক্ষ্ম মন খানি
ধীরে ধীরে, স্তরে স্তরে ফুটাবার লাগি,
প্রতি স্নায়ু তার, দিয়া যেন টানি টানি।

কত ধৈর্য্যে, আপনার পুণ্যালোকে বসি,
জাগাইলা ক্রমে ক্রমে রক্ত মাংস হতে
আত্মজ্ঞানবান্ আত্মা, রহিলেন পশি
তার মাঝে, সূর্য্যকান্তি যথা ক্ষীণ স্রোতে।

৩০শে নবেম্বর,
১৮৯৩

এতৎ কবি প্রণীত

আলো ও ছায়া (৮ম সংস্করণ)		...	১৸০
মাল্য ও নির্ম্মাল্য (২য় সংস্করণ)		..	১৸০
অম্বা	... ...	...	১।০
পৌরাণিকী	...	...	১৲
গুঞ্জন	... ...	...	১৲
অশোক সঙ্গীত	...	...	॥০
শ্রাদ্ধিকী	...	...	॥০
ধর্ম্মপুত্র	...	...	।০
সিতিমা (গদ্য নাটিকা)		...	॥৵০
ঠাকুরমার চিঠী (স্বতন্ত্র)		...	।০